হাদীছ শরী'আতের স্বতন্ত্র দলীল

মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী

Contents

হাদীছ শরী'আতের স্বতন্ত্র দলীল

মূল : মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী

অনুবাদ : মীযানুর রহমান

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

Contents

হাদীছ শরী‘আতের স্বতন্ত্র দলীল

প্রকাশক

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

নওদাপাড়া, রাজশাহী-৬২০৩

হা.ফা.বা. প্রকাশনা-৯৬

ফোন : ০২৪৭-৮৬০৮৬১

মোবাইল : ০১৭৭০-৮০০৯০০, ০১৮৩৫-৪২৩৪১০

الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام

تأليف: محمد ناصر الدين الألباني

الترجمة البنغالية : ميزان الرحمن

الناشر : حديث فاؤنديشن بنغلاديش

(مؤسسة الحديث بنغلاديش للطباعة و النشر)

১ম প্রকাশ

মুহার্‌রম ১৪৪১ হিঃ

ভাদ্র ১৪২৬ বাং, সেপ্টেম্বর ২০১৯ খ্রিঃ

মুদ্রণে

হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, নওদাপাড়া, রাজশাহী

নির্ধারিত মূল্য

৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) টাকা মাত্র

Hadeeth Shariater Shotontro Dolil by **Muhammad Nasiruddin Albani**, Translated into Bengali by **Mizanur Rahman**. Published by: **HADEETH FOUNDATION BANGLADESH.** Nawdapara (Aam chattar), Airport road, Rajshahi, Bangladesh. Ph: 88-0247-860861. Mob. 01770-800900. E-mail : tahreek@ymail.com. Web : www. ahlehadeethbd.org.

সূচীপত্র (المحتويات)

Contents

প্রকাশকের নিবেদন

ইসলামের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হ'ল এটি সুস্পষ্ট দলীলের উপর প্রতিষ্ঠিত ধর্ম। কোন অস্পষ্টতা বা সংশয়ের অবকাশ এতে নেই। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'আমি তোমাদের মাঝে এমন একটি দ্বীন বা শরী'আত রেখে যাচ্ছি, যার রাত তার দিনের মতই উজ্জ্বল। আমার পরে একান্ত ধ্বংসকামী ব্যতীত এই দ্বীন ছেড়ে কেউই বক্রপথ অবলম্বন করবে না' *(ইবনু মাজাহ হা/৪৩)*। আর সুস্পষ্ট দলীল বা শরী'আতের মূল ভিত্তি হ'ল কুরআন এবং হাদীছ, যে দু'টির অনুসরণ মুসলিম উম্মাহ্র জন্য অপরিহার্য। বিদায় হজ্জের ভাষণে রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'আমি তোমাদের মাঝে দু'টি জিনিস রেখে যাচ্ছি, যতদিন তোমরা এ দু'টি বস্তুকে আঁকড়ে ধরে থাকবে, ততদিন তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না। এক. আল্লাহ্র কিতাব এবং দুই. রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাহ *(মুওয়াত্ত্বা হা/৩; মিশকাত হা/১৮৬)*। যিনি নিজেকে মুসলিম হিসাবে দাবী করবেন, তার জন্য অপরিহার্য কর্তব্য হ'ল কুরআন ও হাদীছকে শিরোধার্য হিসাবে গ্রহণ করা এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে এতদুভয়ের অনুসরণ নিশ্চিত করা। যদি কোন মুসলমান নীতিগতভাবে এই বিষয়টি স্বীকার না করে, তবে নিঃসন্দেহে সে পথভ্রষ্ট হবে এবং ইসলামের গণ্ডি থেকে বের হয়ে যাবে। এ বিষয়ে মুসলিম উম্মাহ্র মধ্যে কোন দ্বিমত নেই।

প্রাথমিক যুগে ছাহাবী এবং তাবেঈগণ রাসূল (ছাঃ) থেকে প্রাপ্ত হাদীছসমূহ নিঃশর্তভাবে অনুসরণ করতেন, যদি বর্ণনাকারীগণ ধীশক্তিসম্পন্ন এবং ন্যায়পরায়ণ হতেন। তারা হাদীছের উপর আমল করার ক্ষেত্রে এমন কোন পার্থক্য করতেন না যে হাদীছটির বিষয়বস্তু আক্বীদাগত নাকি আহকামগত। তারা এমন কোন শর্তারোপ করতেন না যে, হাদীছটি একজন বর্ণনা করেছেন নাকি একটি বড় সংখ্যক দল বর্ণনা করেছেন। বরং বর্ণনাকারীগণ বিশ্বস্ত হ'লে তথা বিশ্বস্তসূত্রে রাসূল (ছাঃ)-এর কোন হাদীছ পেলেই তারা হাদীছটিকে আবশ্যকভাবে আমলযোগ্য মনে করতেন। কিন্তু পরবর্তী যুগসমূহে মুসলিম সমাজে যখন যুক্তিবিদ্যা এবং গ্রীক দর্শনের প্রাদুর্ভাব ঘটে, তখন এমন কতিপয় দল-উপদলের সৃষ্টি হয়, যারা হাদীছের মধ্যে এই পৃথকীকরণ শুরু করে। বিশেষতঃ আক্বীদাগত ক্ষেত্রে তারা খবর ওয়াহিদ তথা একক সূত্রে বর্ণিত হাদীছকে আমলযোগ্য নয় বলে মত পোষণ করতে থাকে। শুধু তাই নয়

ক্ষুদ্র একটি দল তো গোটা হাদীছ শাস্ত্রকেই অস্বীকার করে বসে এবং আক্বীদা ও আহকাম কোন ক্ষেত্রেই হাদীছ শরী'আতের কোন দলীল নয় মর্মে ঘোষণা করে। পূর্বযুগে এই দলটি কেবল তার আবির্ভাবকাল পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকলেও বর্তমান যুগে বিশেষত সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিতদের মধ্যে পুনরায় এই ধারণার উদ্ভব হয়েছে এবং তা যথেষ্ট বিস্তৃতিও লাভ করেছে। আর এর পশ্চাতে প্রতিনিয়ত জ্বালানী সরবরাহ করে চলেছেন প্রাচ্যবিদ অমুসলিম গবেষকগণ। ফলে এক শ্রেণীর মুসলমানদের মধ্যে এ বিষয়ে যথেষ্ট বিভ্রান্তি তৈরী হয়েছে।

অন্যদিকে ফিকহী মাযহাবগুলোও বিভিন্ন যুক্তিভিত্তিক ক্বিয়াসী মূলনীতি তৈরী করার মাধ্যমে অনেক হাদীছ পরিত্যাগ করেছে, যা কি না মুহাদ্দিছদের মূলনীতিতে ছহীহ বলে সাব্যস্ত। পরবর্তীতে তাক্বলীদী বেড়াজালে আবদ্ধ একশ্রেণীর মাযহাবী ওলামায়ে কেরামও তাক্বলীদের নামে নিজেদের মতবিরুদ্ধ হাদীছগুলোর উপর আমল পরিত্যাগ করেছেন। যা প্রকারান্তরে হাদীছের প্রতি তাদের অনাস্থারই বহিঃপ্রকাশ ঘটায়।

শায়খ মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ) এই বিভ্রান্তি থেকে মুসলিম সমাজকে সতর্ক করার জন্য ১৯৭২ সালে স্পেনের গ্রানাডায় অনুষ্ঠিত এক ছাত্র সম্মেলনে এক গুরুত্বপূর্ণ ও সারগর্ভ ভাষণ প্রদান করেন। পরবর্তীতে তাঁর এই বক্তব্যকে লিখিত রূপ দেয়া হয়। পুস্তিকাটির গুরুত্ব বিবেচনায় 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ' বাংলা ভাষায় অনুবাদের উদ্যোগ গ্রহণ করে এবং মাসিক আত-তাহরীক পত্রিকার *(মার্চ-ডিসেম্বর ২০১৮ খৃ.)* সংখ্যায় ধারাবাহিকভাবে এটি প্রকাশিত হয়। 'আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী'র সাবেক ছাত্র, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি এবং বর্তমানে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচ.ডি গবেষণারত মীযানুর রহমান বইটি সাবলীলভাবে অনুবাদ করে আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন' গবেষণা বিভাগ কর্তৃক সম্পাদিত ও পরিমার্জিত হওয়ার পর বইটি প্রকাশ হতে যাচ্ছে। বইটি প্রকাশের সাথে জড়িত সকলের প্রতি আন্তরিক মোবারকবাদ রইল। আল্লাহ আমাদের সকলের নেক প্রচেষ্টা সমূহকে কবুল করুন। আমীন!

-পরিচালক
গবেষণা বিভাগ

بسم الله الرحمن الرحيم

ভূমিকা :

কুফরী ও ভ্রষ্টতার প্রবল স্রোত মুসলিম উম্মাহ্‌র উপর ছড়ি ঘুরাতে এবং তাদেরকে ধ্বংসের অতল গহ্বরে নিক্ষেপ করতে সদা প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। নব্য জাহিলিয়াতের দোসররা তাদের সাধনা অব্যাহত রেখেছে এবং সুপ্রতিষ্ঠিত মুসলিম উম্মাহকে তাদের আক্বীদা-বিশ্বাস থেকে বিচ্ছিন্ন করার এবং তাদের জীবন দর্শন হ'তে ইসলামী আদর্শকে উপড়ে ফেলার লক্ষ্যে নিজেদের শক্তি-সামর্থ্য সঞ্চয় করছে। এতদসত্ত্বেও ঘটনা সমূহের পর্যবেক্ষকগণ উজ্জ্বল আশার আলো দেখতে পাচ্ছেন। এক্ষেত্রে নতুন নতুন স্রোতধারা গাত্রোত্থানের চেষ্টা করছে এবং ঐ সর্বগ্রাসী স্রোতকে দমনের পথ তালাশ করছে, যাতে সেই স্রোতকে পশ্চাতে ঠেলে দিয়ে এর ভয়াবহ পরিণতি ও কুফল হ'তে দেশ ও জাতিকে রক্ষা করতে পারে।

সেই কাঙ্খিত জাগরণের দৃষ্টান্তই হ'ল পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা এই কুঁড়ি ও প্রস্ফূটিত ফুলসদৃশ মুসলিম ও মুমিন যুবকরা, যারা জীবনের চক্ষু উন্মীলিত করার পর কিছু দাঈ ও সমাজ সংস্কারকের আহ্বানে ঘুমন্ত অবস্থা থেকে জাগ্রত হয়েছে। নিজেদের মধ্যে আত্মসম্মানবোধ ও আত্মরক্ষার চেতনা জাগ্রত করেছে এবং জাগিয়ে তুলেছে ধর্মীয় অনুভূতি ও গর্বিত মানসিকতা। দীর্ঘ পশ্চাৎপদতার পর তারা জাতিকে জাগিয়ে তোলার এবং শত্রুতা ও বিপজ্জনক পরিস্থিতি থেকে নিজেদের রক্ষার চেষ্টা করে যাচ্ছে। সে লক্ষ্যে তারা নিষ্ঠার সাথে ও নির্ভয়ে অক্লান্ত পরিশ্রম করছে। কিন্তু অচিরেই তারা যেটা দেখছে যে, তারা যেখানে ছিল সেখানেই পড়ে আছে। দীর্ঘ পথ চলা ও কঠোর পরিশ্রম করার পরও তারা যেখান থেকে আন্দোলন ও জাগরণ শুরু করেছিল ঠিক সেখানেই আবার ফিরে এসেছে। এজন্য তারা আফসোস করে ও বিচলিত হয়ে পড়ে। তাদের কেউ কেউ হতাশ হয়ে বসে পড়ে। আবার অন্যরা নতুন উদ্যমে চেষ্টা করে, পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে এবং কাজ করে। কিন্তু তাদের অভিজ্ঞতার ফল পূর্বের চেয়ে তেমন ভাল কিছু বয়ে আনে না। আগের চেয়ে উত্তম বিশেষ কিছু অর্জিত হয় না। এভাবেই বরাবরই একই অবস্থার পুনরাবৃত্তি চলতে থাকে।

Contents

হ্যাঁ, এটিই হ'ল বর্তমান যুগে অধিকাংশ দাঈর অবস্থা। যাদের দশা এমন যে, তারা কিংকর্তব্যবিমূঢ়তা, ধ্বংস, বিভ্রান্তি ও অস্পষ্টতা, বিশৃঙ্খলা ও অপরিণামদর্শিতা এবং নিষ্ফল প্রচেষ্টার মধ্যে নিমজ্জিত। তারা সঠিক পথ নিজেরাও জানে না এবং এমন দক্ষ ও অভিজ্ঞ লোকদের দ্বারা সঠিক পথ খুঁজেও নেয় না, যারা তাদেরকে কিংকর্তব্যবিমূঢ়তা থেকে রক্ষা করবে ও গোলকধাঁধা হ'তে মুক্ত করবে। আর তাদের চেষ্টা-প্রচেষ্টাকে সঠিক পথে পরিচালিত করবে, তাদের কর্মসমূহকে উপকারী ও সন্তোষজনক ক্ষেত্রে কাজে লাগাবে, যা তাদেরকে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে দিবে ও কাঙ্খিত লক্ষ্য বাস্তবায়ন করতে সহায়ক হবে।

বস্তুতঃ কিতাব ও সুন্নাতের রাস্তা ব্যতীত দ্বিতীয় কোন সঠিক পথ নেই। এ দু'টিকে বুঝতে হবে সালাফে ছালেহীনের মানহাজ অনুসারে, সে অনুযায়ী আমল করতে হবে এবং সেদিকেই দাওয়াত দিতে হবে। এদু'টির নির্দেশনার ওপর অবিচল থাকতে হবে। কিতাব ও সুন্নাতের অনুসারী আলেমগণ, এ দু'টি অনুযায়ী একনিষ্ঠ আমলকারীগণ ও এর হেদায়াতের আলোকে হেদায়াতপ্রাপ্তরা ব্যতীত দক্ষ পথপ্রদর্শক আর কেউ নেই।

এপথ অনুসরণ না করেই কিছু মুসলিম যুবক ইসলামকে বিজয়ের পানে পৌঁছাতে ও মুসলিমদের মর্যাদা রক্ষার জন্য ব্যর্থ চেষ্টা করে। ঐ সমস্ত দক্ষ ও অভিজ্ঞ পথপ্রদর্শকের সহযোগিতা ছাড়াই ইসলামী আন্দোলনসমূহও কাঙ্খিত লক্ষ্য বাস্তবায়নের ব্যর্থ চেষ্টা করছে।

আল্লাহ তা'আলা আমাদের ওপর অনুগ্রহ করেছেন। অফুরন্ত প্রশংসা, দয়া, মহান করুণা ও নে'মত কেবল তাঁরই। তিনি আমাদের জন্য একজন যথাযোগ্য আলেম সৃষ্টি করেছেন, যিনি প্রকৃত অর্থে সালাফে ছালেহীন ও সুপথপ্রাপ্ত ইমামগণের অন্তর্ভুক্ত। তিনি আমাদেরকে কিতাব ও সুন্নাতের জ্ঞানের পথ দেখিয়েছেন। লোকেরা যে বিষয়ে মতভেদ করেছে, সে বিষয়ে সত্য ও সঠিক পথ আমাদেরকে স্বীয় অনুকম্পায় আল্লাহ তাঁর মাধ্যমে দেখিয়েছেন। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বাণীতে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা মূল্যবান গুপ্তধন ও মণি-মাণিক্য সম্পর্কে তিনি আমাদেরকে অবহিত করেছেন। ফলে আমরা ক্লান্তি-পরিশ্রান্তির দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে আজ প্রশান্তি ও পরিতৃপ্তির

সুশীতল ছায়া অনুভব করতে পেরেছি। আমরা দীর্ঘকালের কিংকর্তব্যবিমূঢ়তা ও বিপথগামিতার পর আত্মতৃপ্তি ও সঠিক বুঝ লাভে সক্ষম হয়েছি। তাই আমরা মনে করি, উম্মতের সাধারণ মানুষ, বিশেষতঃ মুসলিম যুবকদের প্রতি আমাদের অবশ্য কর্তব্য হ'ল, তাদেরকে সেই কল্যাণের পথ দেখানো, যে পথ মহান আল্লাহ আমাদেরকে দেখিয়েছেন। সেই সাথে তাদেরকে গোলকধাঁধা ও ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচতে সহযোগিতা করা। আল্লাহ তা'আলাই চিরন্তন তাওফীক দাতা।

এলক্ষ্যে আমরা যখন কোন উপকারী জ্ঞান এবং অবশ্যপাঠ্য প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহ সম্পর্কে অবগত হই, তখন সর্বাত্মক চেষ্টা করি তা মুসলিম সমাজের নিকট পেশ করার, যাতে তাদের সামনে ইসলামের সত্যিকারের শিক্ষা সহজবোধ্য ও নিষ্কলুষভাবে এবং দলীলভিত্তিকভাবে উপস্থাপন করা যায়। এতে জ্ঞানান্বেষীদের বড় বড় গ্রন্থসমূহ মন্থন করে জ্ঞান আহরণ করার প্রয়োজনীয়তা দূর হবে এবং সুস্পষ্ট দলীল-প্রমাণাদি পেয়ে তারা সন্তুষ্ট বোধ করবে। এছাড়া ধ্বংসপরতা, মতভেদ ও বিশৃংখলা হ'তেও তারা দূরে থাকতে পারবে। ফলে তাদের মাঝে চিন্তার ঐকতান সৃষ্টি হবে। আর এভাবে দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য তারা ঐক্যবদ্ধভাবে প্রচেষ্টা প্রচেষ্টা চালাতে সক্ষম হবে এবং সারাবিশ্বে ইসলামের শক্তিশালী অবস্থান গড়ে তুলতে পারবে ইনশাআল্লাহ।

আমরা চাই এ সমস্ত কিতাব ও পুস্তিকার মাধ্যমে বিশুদ্ধ ইলমী জাগরণ শুরু হোক এবং ইসলামের দাঈদের জন্য এগুলি শক্তিশালী চিন্তার ভিত্তি গড়ে দিক। এজন্যই আমরা এগুলিকে ইসলামী চিন্তাবিদ ওলামায়ে কেরাম ও মুমিন দাঈদের নিকট পেশ করছি, যাতে এ বিষয়ে তারা গুরুত্বপূর্ণ মতামত প্রকাশ করতে পারেন ও সুচিন্তিত দিকনির্দেশনা দিতে পারেন। আমরা এ লক্ষ্যে সকল প্রকার গঠনমূলক সমালোচনাকে স্বাগত জানাই এবং সমালোচকগণকে কৃতজ্ঞচিত্তে বরণ করি এবং সেটিকে আমাদের সংগ্রাম সফল করার ক্ষেত্রে বাস্ত বসম্মত ও কার্যকরী অংশগ্রহণ হিসাবে মনে করি। আমাদের পরিপক্কতা অর্জনের সোপান হিসাবে সেটাকে মনে করি। তবে আমরা মনে করি, প্রত্যেকটি সমালোচনা লিখিত হোক বা প্রকাশিত হোক তাতে নিম্নোক্ত তিনটি বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকা আবশ্যক:

১. ইখলাছ তথা তা একমাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্যই হ'তে হবে। সমালোচকের উদ্দেশ্য হ'তে হবে হক-এর সন্ধান পাওয়া ও নছীহতের অপরিহার্য দায়িত্ব পালন করা।
২. সমালোচনা হ'তে হবে বিশুদ্ধ জ্ঞান ও বুঝের আলোকে, যা আল্লাহ্র কিতাব ও নবীর সুন্নাতের মত দ্বীনের দু'টি মৌলিক ও সুস্পষ্ট রুকন ভিত্তিক হবে।
৩. সমালোচনা ইসলামী মহান আদর্শ ও বস্তুনিষ্ঠ ইলমী পদ্ধতিতে হ'তে হবে, যা খ্যাতি লাভ, অন্যকে অবজ্ঞা করা, বোকা বানানো ও মূর্খতা প্রমাণ করার মত হীন উদ্দেশ্য থেকে মুক্ত হবে। আল্লাহ্র নিকট পানাহ চাই। তবে যে সীমালঙ্ঘন ও যুলুম করে এবং দুর্ব্যবহার ও মিথ্যারোপ করে তার ব্যাপারটা ভিন্ন।

'আল-হাদীছু হুজ্জাতুন বিনাফসিহী ফিল-আক্বায়েদ ওয়াল-আহকাম' (الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام) শীর্ষক যে পুস্তিকাটি আমি আজ পেশ করছি তা আমাদের উসতায আল্লামা নাছিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ) সংকলিত। এটি মূলত বর্তমান খৃষ্টীয় স্পেনের (যার পূর্বনাম ছিল আন্দালুস) গ্রানাডা নগরীতে ১৩৯২ হিঃ সনের রজব মাস মোতাবেক ১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দের আগস্ট মাসে 'মুসলিম ছাত্রদের ঐক্য' শীর্ষক সম্মেলনে প্রদত্ত একটি ভাষণ।

সম্মানিত লেখক এখানে সুন্নাত, এর মর্যাদা ও প্রামাণ্য দলীল হওয়া সম্পর্কে একজন মুসলমানের সঠিক অবস্থান কেমন হওয়া উচিত সে বিষয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি পুস্তকটিকে চারটি অধ্যায়ে সুবিন্যস্ত করেছেন। প্রথম অধ্যায়ে ইসলামে সুন্নাতের মর্যাদা, সুন্নাতের দিকে ফিরে যাওয়া মুসলমানদের ওপর ওয়াজিব হওয়ার বিষয়টি বর্ণনা করেছেন এবং এটিকেই শারঈ বিষয়ে বিচারিক মানদণ্ড হিসাবে গ্রহণ করা ও এর বিরোধিতা করা হ'তে সতর্ক করেছেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে পরবর্তীদের সুন্নাতের বিরোধিতা করার নানা অপচেষ্টা এবং এজন্য তারা যে সকল ক্বিয়াস ও উছূল বা মূলনীতি তৈরী করেছে এবং এগুলির কারণে সুন্নাতকে দেয়ালে ছুঁড়ে ফেলেছে তা বাতিল হওয়া প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন।

প্রাচীন ধর্মতাত্ত্বিকরা যে সকল কায়েদা (নিয়ম) তৈরী করেছে এবং আধুনিক কিছু আলেম ও দাঈ সেগুলি প্রচার করছে, সেসব কায়েদাকে বাতিল প্রমাণ করার জন্য তৃতীয় অধ্যায়কে মনোনীত করেছেন। আর তা হ'ল, ওদের দাবী 'আহাদ হাদীছ দ্বারা আক্বীদা সাব্যস্ত হয় না'। এই কায়েদার প্রবক্তার গলদটি তিনি স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন। কেননা এই মূলনীতির কারণেই তারা স্পষ্ট কোন ছহীহ দলীল ছাড়াই কেবল ধারণা ও কল্পনার ভিত্তিতে আক্বীদা বিষয়ক হাদীছসমূহ ও আহকাম বিষয়ক হাদীছসমূহের মাঝে পার্থক্য করেছে।

একটি বিষয় এখানে উল্লেখ করা ভাল মনে করছি তা হ'ল, আমাদের উস্তায এ বিষয়টিকে এখানে সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন। কেননা উল্লিখিত রায়কে বাতিল প্রমাণ করার জন্য তিনি এ বিষয়ে ব্যাপক গবেষণা করে তা থেকে সংক্ষেপে গুরুত্বপূর্ণ দলীলগুলি উল্লেখ করেছেন 'আহাদ হাদীছ ও আক্বীদা' (حديث الآحاد والعقيدة) শিরোনামে তাঁর অন্য একটি পুস্তিকায়। যেটি প্রায় পনের বছর আগে দামেশকে সচেতন মুসলিম যুবকদের সমাবেশে উপস্থাপিত তার আরেকটি বক্তৃতা, যা উল্লিখিত মতকে দুর্বল করে দেয় এবং শিক্ষিত মহলের মাঝে এর প্রচার-প্রসারকারীদেরকে অস্বস্তিকর অবস্থায় ফেলে দেওয়ার ক্ষেত্রে চমৎকার প্রভাব ফেলে। মহান আল্লাহ তা'আলা সে আলোচনাটিকে 'আক্বীদার ক্ষেত্রে আহাদ হাদীছ গ্রহণ করা ওয়াজিব' (وجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة) শিরোনামে প্রকাশের পথকে সহজ করে দিয়েছেন।

আমাদের পুস্তিকার চতুর্থ ও সর্বশেষ অধ্যায়ে লেখক তৃতীয় ও গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় উল্লেখ করেছেন যা মানুষকে সুন্নাতের মর্যাদাকে দুর্বল করার দিকে ধাবিত করেছে এবং সে অনুযায়ী আমল করাকে নাকচ করেছে। সেটি হ'ল তাক্বলীদ, যা কয়েক শতাব্দী যাবৎ মুসলিম বিশ্বে জীবন দর্শন ও চিন্তা-চেতনার সর্বক্ষেত্রে ব্যাপক আকার ধারণ করেছে এবং তা মানুষের বিবেক-বুদ্ধি ও অন্তঃকরণকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। এই তাক্বলীদ তাদের মধ্যকার সৃজনশীল ক্ষমতাকে তিরোহিত করেছে, তাদের প্রতিভাসমূহকে হত্যা করেছে, মেধার কবর রচনা করেছে, মানুষকে তাদের রবের হেদায়াতের পথ থেকে বঞ্চিত করেছে এবং সর্বোপরি তাদের জন্য মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর মাধ্যমে আসা

কল্যাণ দ্বারা উপকার লাভের পথ রুদ্ধ করেছে। তারা যে সকল আলেমের ইজতিহাদ সমূহের ওপর নির্ভরশীল তারাও এটা অপসন্দ করেছেন যে, তাদের ছাত্ররা যেকোন বিষয়ে না জেনেই তাদের তাক্বলীদ করুক। বরং তারা সবাই পরবর্তীদেরকে এ মর্মে নছীহত করেছেন যে, তারা যেন কারো কোন কথা, রায় ও ইজতিহাদকে আল্লাহ্র কিতাব ও তাঁর রাসূলের সুন্নাতের ওপর অগ্রাধিকার না দেয়, সে যেই হোক না কেন। তেমনিভাবে তারা প্রত্যেক কথা অথবা ইজতিহাদ অথবা ফৎওয়া যা আল্লাহ তা'আলার বাণী ও তাঁর রাসূলের কথা বিরোধী তা থেকে তাদের জীবদ্দশায় ও মরণের পরে নিজেদেরকে দায়মুক্ত ঘোষণা করেছেন।

আলোচনার শেষে আমাদের শ্রদ্ধেয় উসতায সকল মুসলিম যুবককে এ মর্মে আহবান জানিয়েছেন যে, তারা যেন কিতাব ও সুন্নাতের যা কিছু তাদের নিকট পৌঁছায় সেসব বিষয়ে এ দু'টির দিকে ফিরে যায়, সাধ্যমত ও যতদূর সম্ভব নিজেদের অন্তরে ইত্তেবার মর্যাদাকে বাস্তবায়ন করতে তার উপর আমল করে। এর মাধ্যমেই তারা এককভাবে রাসূল (ছাঃ)-এর ইত্তেবা করতে পারবে, যেমন ইবাদতের ক্ষেত্রে তারা আল্লাহ তা'আলাকে একক মানে। এর মাধ্যমেই তারা শাহাদাতায়েন তথা 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ' এবং 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' এর সত্যিকার অর্থ প্রতিষ্ঠা করতে পারবে। এর মাধ্যমেই তারা 'হুকুমত একমাত্র আল্লাহ তা'আলা'র স্লোগানটিকে প্রতীক হিসাবে ঘোষণা দেওয়া ও মৌখিকভাবে স্লোগান তোলার পর নিজেদের অন্তরের তা প্রতিষ্ঠা করতে পারবে। এর মাধ্যমেই তারা কুরআনমুখী অনন্য প্রজন্ম সৃষ্টি করতে সক্ষম হবে, যে প্রজন্ম আল্লাহ তা'আলার আদেশে কাঙ্খিত ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হবে।

যে সকল মুসলিম ছাত্ররা মনোযোগ সহকারে এই আলোচনাটি শ্রবণ করেছেন তাদের অধিকাংশের অন্তরে এটি দারুণ রেখাপাত করেছে। তারা এতে বস্তুনিষ্ঠ ও গবেষণালব্ধ পর্যালোচনা এবং সঠিক মতামত দেখতে পেয়ে তা প্রকাশের আবেদন জানিয়ে সম্মানিত লেখকের নিকট অনেক পত্র পাঠিয়েছেন। যাতে এর মাধ্যমে সে সকল খাঁটি ও আগ্রহী মুসলিমগণ উপকার লাভ করতে পারেন, যারা হক তালাশ করেন ও তা আঁকড়ে ধরে চলতে চান।

এখানে আমরা একটি বিষয়ে ইঙ্গিত করতে চাই, তা হ'ল আমাদের সম্মানিত উস্তাযের সুন্নাত সম্পর্কিত তৃতীয় আর একটি বক্তব্য রয়েছে, যেটি তিনি কাতারে মুসলিম যুবকদের সমাবেশে প্রায় দু'বছর পূর্বে প্রদান করেন। এতেও তিনি সুন্নাতে নববীর গুরুত্ব, ইসলামী শরী'আতে এর মর্যাদা, কুরআন ও তাফসীর বুঝার ক্ষেত্রে এর প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে আলোচনা করেছেন। আশা করি, খুব শীঘ্রই সেটিও প্রকাশ করা হবে ইনশাআল্লাহ। *(منزلة السنة فى الإسلام শিরোনামে এটিও প্রকাশিত হয়ে গেছে)*।

এই মূল্যবান আলোচনাটি প্রকাশের অনেক আবেদনের প্রতি খেয়াল রেখে আমরা উস্তাদ মহোদয়ের নিকট তা প্রকাশের অনুমতি চাইলে তিনি সম্মতি জ্ঞাপন করেন। আল্লাহ তাকে উত্তম জাযা দান করুন। আমরাও তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ। আমরা এটি তাঁর নিকট পড়েছি এবং তাঁর তত্ত্বাবধানে এর পরিমার্জন কাজ সম্পন্ন করেছি। এর মৌলিক বিষয়গুলির আলোকে ছোট ছোট শিরোনাম দিয়েছি যাতে পাঠকের জন্য সহজবোধ্য হয় এবং মৌলিক বিষয়বস্তু বুঝতে সুবিধা হয়। লেখার ক্ষেত্রে এরূপ আধুনিক ও চমৎকার বিন্যাস পদ্ধতি উপকারী ও কল্যাণপ্রদ।

পুস্তিকার শুরুতে বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত কিছু হাদীছ সম্পর্কিত পরিভাষা উল্লেখ করেছি, যা আশাকরি উপকারী হবে। মহান আল্লাহ্‌র কাছে প্রত্যাশা, তিনি যেন এই পুস্তিকার মাধ্যমে মানুষের উপকার সাধন করেন এবং এর লেখক, প্রকাশক ও প্রচারকারী সবাইকে উত্তম জাযা প্রদান করেন। সকল প্রকার তাওফীকের মালিক তিনিই এবং সকল প্রকার সাহায্য ও সহযোগিতা কেবল তাঁর পক্ষ থেকেই আসে।

হাদীছের কতিপয় পরিভাষা

সুন্নাহ, হাদীছ, খবর ও আছার :

সুন্নাহ শব্দটির শাব্দিক অর্থ সমাজ জীবনে প্রচলিত সাধারণ রীতি (الطريقة المسلوكة والمعتادة فى الحياة)। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, مَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي 'যে ব্যক্তি আমার সুন্নাত হ'তে বিমুখ হবে, সে আমার দলভুক্ত নয়'।[১] তিনি আরো বলেন, فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِى وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ 'তোমরা আমার সুন্নাত ও খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতকে আঁকড়ে ধর'।[২]

পরিভাষায় هي ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير مما يراد به التشريع للأمة. 'রাসূল (ছাঃ)-এর কথা, কাজ বা মৌন সম্মতি যার মাধ্যমে উম্মতের জন্য শরী'আত প্রবর্তন উদ্দেশ্য করা হয় তাকে হাদীছ বলে'। এ সংজ্ঞার মাধ্যমে রাসূল (ছাঃ) কর্তৃক সংঘটিত দুনিয়াবী ও স্বভাবজাত বিষয় গুলি বাদ পড়ে যায়, যেগুলির সাথে দ্বীনের এবং অহীর কোন সম্পর্ক নেই।

মুহাদ্দিছদের মতে সাধারণ অর্থে সুন্নাহ ওয়াজিব ও মানদূবকে অন্তর্ভুক্ত করে। আর ফকীহদের পরিভাষায় যা ওয়াজিব ব্যতীত কেবল মানদূবকে বুঝায়।

হাদীছ : শব্দটির শাব্দিক অর্থ কথা, যা বলা হয় এবং ধ্বনি ও লেখনীর মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়।

পরিভাষায় জমহুর বিদ্বানের মতে 'হাদীছ' শব্দটি সুন্নাহ্‌র সমার্থবোধক শব্দ। কেউ কেউ হাদীছ বলতে কেবল নবী করীম (ছাঃ)-এর মুখনিঃসৃত বাণীকে বুঝিয়েছেন; কাজ ও মৌন সম্মতিকে নয়। তবে সত্য কথা হ'ল শাব্দিক অর্থে সুন্নাহ দ্বারা কাজ ও মৌনসম্মতিকে বুঝায়। আর 'হাদীছ' দ্বারা কথাকে বুঝায়। কিন্তু যেহেতু এখানে দু'টিই নবী করীম (ছাঃ)-এর দ্বারা সংঘটিত বিষয়ের দিকে ফিরে যায়, সেহেতু অধিকাংশ মুহাদ্দিছ এ দু'টির শাব্দিক মৌলিক অর্থকে

---

১. বুখারী হা/৫০৬৩, মুসলিম হা/১৪০১, মিশকাত হা/১৪৫।
২. আবুদাঊদ হা/৪৬০৭, মিশকাত হা/১৬৫।

বাদ দিয়ে একই পরিভাষাগত ব্যবহারের দিকে ঝুঁকেছেন এবং দু'টিকে সমার্থ বোধক শব্দ বলেছেন। যেমন হাদীছকে তারা মারফূ, যা নবী করীম (ছাঃ) পর্যন্ত পৌঁছেছে তার সাথে খাছ বা নির্দিষ্ট করেছেন এবং তিনি ব্যতীত অন্য কারো দ্বারা সংঘটিত বিষয়কে বিশেষ শর্ত ছাড়া নিঃশর্তভাবে হাদীছ বলা হয় না।

খবর : 'খবর' শব্দটিও আভিধানিক অর্থে হাদীছের সমার্থবোধক। এ দু'টি দ্বারা একই বিষয়কে বুঝায়। কিন্তু অনেক বিদ্বানের মতে, হাদীছ বলতে কেবল যা কিছু নবী করীম (ছাঃ) হ'তে সংঘটিত হয়েছে তাকেই বুঝায়। আর খবরকে এর চেয়ে ব্যাপক অর্থে মনে করেন। যা নবী করীম (ছাঃ) হ'তে এবং অন্য কারো দ্বারা সংঘটিত বিষয়কে শামিল করে। এ দু'টি শব্দের মাঝে আম ও খাছ-এর সম্পর্ক বিদ্যমান। তাই সব হাদীছই খবর কিন্তু সব খবরই হাদীছ নয়। এজন্যই সুন্নাহ বিষয়ে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যক্তিকে বলা হয় 'মুহাদ্দিছ'। আর ইতিহাস বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে বলা হয় 'আখবারী' বা ইতিহাসবেত্তা। আবার কেউ কেউ খবরকে হাদীছ ও সুন্নাহ্‌র সমার্থবোধক শব্দ বলেছেন। তবে প্রথম মতটিই সর্বোত্তম।

আছার : 'আছার' বলতে পূর্ববর্তীদের থেকে বর্ণিত বিষয়কে বুঝায় (هو الشيء المنقول عن السابقين)। ফলে তা খবরের মতই নবী করীম (ছাঃ) ও অন্যদের থেকে সংঘটিত বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে। কেউ কেউ আছার বলতে কেবল সালাফ তথা ছাহাবী, তাবেঈন ও তাবে তাবেঈন থেকে সংঘটিত বিষয়কে বুঝিয়েছেন। ব্যবহারের ক্ষেত্রে এটিই উত্তম ও সুন্দর। কেননা এর দ্বারা মওকূফ হাদীছকে মারফূ' থেকে পৃথক করা হয়।

সনদ ও মতন :

সুন্নাহ্‌র কিতাবগুলিতে বর্ণিত নবীর হাদীছ গঠিত হয় দু'টি মৌলিক ভাগে; প্রথমটি 'সনদ' আর দ্বিতীয়টি 'মতন'।

সনদ বা ইসনাদ :

هو الطريق الموصلة إلى المتن، أي الرواة الذين نقلوا المتن وأدوه، ابتداء من الراوي المتأخر مصنف كتاب الحديث، وانتهاء بالرسول صلى الله عليه وسلم.

'সেটি এমন পথ, যা মতন পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেয়। অর্থাৎ যে সকল রাবী মতন (Text) বর্ণনা করে ও পৌঁছে দেয় যা সর্বশেষ রাবী তথা হাদীছের কিতাবের সংকলক থেকে শুরু হয় এবং রাসূল (ছাঃ) পর্যন্ত গিয়ে শেষ হয়।

আর **'মতন'** হ'ল, هو ألفاظ الحديث التي تقوم بها المعاني 'হাদীছের অর্থ নির্দেশক শব্দসমষ্টি'। সনদবিহীন যেকোন হাদীছকে গ্রহণ করতে বিদ্বানগণ অসম্মতি জ্ঞাপন করেছেন। এর কারণ হ'ল নবীর নামে মিথ্যার ছড়াছড়ি। বিশিষ্ট তাবেঈ মুহাম্মাদ ইবনু সীরীন (রহঃ) বলেন,

لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم، فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم-

'লোকেরা ইতিপূর্বে কখনও হাদীছের সনদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করত না। কিন্তু যখন ফিৎনার যুগ এল, তখন লোকেরা বলতে লাগল আগে তোমরা বর্ণনাকারীদের পরিচয় বল। অতঃপর যদি দেখা যেত যে, বর্ণনাকারী 'আহলে সুন্নাত' দলভুক্ত, তাহ'লে তাঁর বর্ণিত হাদীছ গ্রহণ করা হ'ত। কিন্তু 'আহলে বিদ'আত' দলভুক্ত হ'লে তার বর্ণিত হাদীছ গ্রহণ করা হ'ত না'।[৩]

এরপর থেকেই আলেমগণ তাদের নিকট পেশকৃত প্রত্যেকটি 'সনদ' ভাল করে যাচাই করতেন। যদি তাতে ছহীহ হওয়ার শর্তসমূহ যেমন রাবীদের পূর্ণ 'যবত্ব' বা সংরক্ষণ ক্ষমতা, 'আদালাত' (তাক্বওয়ার গুণে গুণান্বিত হওয়া এবং ব্যক্তিত্ব ক্ষুণ্নকারী দোষ-ত্রুটি থেকে বেঁচে থাকা), সনদের ধারাবাহিকতা ঠিক থাকা এবং 'শায' (ছিক্বাহ রাবীর তার চেয়ে অধিক ছিক্বাহ বা নির্ভরযোগ্য রাবীর বিপরীত বর্ণনা না করা) বা 'ইল্লাতে'র (গোপন ত্রুটি) দোষে দূষিত না হওয়া, তাহ'লে তা গ্রহণ করতেন। অন্যথা তারা তা প্রত্যাখ্যান করতেন। এভাবেই 'ইসনাদ' দ্বীনের গুরুত্বপূর্ণ অংশে পরিণত হয়। যদি সনদ না থাকত তাহ'লে যে কেউ যাচ্ছেতাই বলতো' (الإسناد من الدين، ولولاه لقال من شاء ما شاء)। এমনটিই বলেছেন আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক (রহঃ)।

---

৩. মুক্বাদ্দামা মুসলিম (বৈরূত : দারুল ফিক্র, ১৪০৩/১৯৮৩), পৃঃ ১৫।

হাদীছ বিশারদগণ সকল 'সনদ' ও 'মতনে'র জন্য বিভিন্ন নিয়ম ও মূলনীতি প্রণয়ন করেছেন, যার ভিত্তিতে সে দু'টি গৃহীত হয়ে থাকে। এই মূলনীতি ও উছূল বিষয়ক বিশেষ ইলমকে বলা হয় 'ইলমু মুছত্বলাহিল হাদীছ' বা 'হাদীছের পরিভাষা বিজ্ঞান'। যে ব্যক্তি এ বিষয়ে অধিক জানতে আগ্রহী তাকে কিছু সংকলিত গ্রন্থের শরণাপন্ন হ'তে হবে। এ বিষয়ে সবচেয়ে ভাল বই হাফেয ইবনু কাছীর রচিত 'ইখতিছারু উলূমিল হাদীছ'। এর সবচেয়ে সুন্দর ছাপা মিছরীয়, যা শায়খ আহমাদ মুহাম্মাদ শাকির কর্তৃক তাহক্বীক্ব ও তা'লীককৃত। এর শিরোনাম হ'ল 'আল-বা'ইছুল হাছীছ শারহু ইখতিছারি উলূমিল হাদীছ' (الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث)।

আমাদের নিকট পৌঁছার দিক থেকে সুন্নাহ্র প্রকারসমূহ- মুতাওয়াতির ও আহাদ :

আমাদের নিকট পৌঁছার পদ্ধতি বিচারে সুন্নাহ দুই প্রকার : 'মুতাওয়াতির' ও 'আহাদ'। হানাফীরা তৃতীয় আর একটি প্রকার বৃদ্ধি করেছেন। আর তা হ'ল 'মুসতাফীয' অথবা 'মাশহূর'।

মুতাওয়াতির : শাব্দিক অর্থে মুতাওয়াতির বলতে বুঝায় বিরতি সহ কোন কিছু একের পর এক আসা। এটি আরবী 'বিতর' বা বিজোড় শব্দ থেকে গৃহীত। পারিভাষিক অর্থে মুতাওয়াতির বলা হয় এমন বিপুল সংখ্যক রাবীর বর্ণিত হাদীছকে যাদের সংখ্যাধিক্যতা বা নির্ভরযোগ্যতার দরুণ কোন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ে স্বভাবগত ও বিবেকগত উভয় দিক থেকে মিথ্যার ব্যাপারে তাদের সবার একমত হওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ে অথবা বিপুল সংখ্যক রাবীর তাদের মতই বিপুলসংখ্যক রাবী থেকে বর্ণিত হাদীছকে মুতাওয়াতির বলে, যা পরস্পর সরাসরি সাক্ষাত অথবা শ্রবণের মতো ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ে গিয়ে যার পরিসমাপ্তি ঘটে। ফলে এক্ষেত্রে খবরটি রাসূল (ছাঃ) থেকে শ্রবণ করা এবং তাঁর কর্ম স্বচক্ষে দেখা বা তাঁর সম্মতি পর্যন্ত গিয়ে শেষ হয়।

উপরোক্ত সংজ্ঞা থেকে সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, মুতাওয়াতির হাদীছের মধ্যে অবশ্যই চারটি শর্ত বিদ্যমান থাকা আবশ্যক। ১. হাদীছ বর্ণনাকারী রাবীগণ যে বিষয়ে খবর কিরেছেন সে বিষয়ে অকাট্যভাবে জানা থাকতে হবে। তাদের মাঝে যথেচ্ছাচারিতা অথবা ধারণার বশবর্তী হয়ে বলার মত কোন বৈশিষ্ট্য থাকা যাবে না। ২. তাদের ইলম কোন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের ওপর নির্ভরশীল হ'তে হবে। যেমন পরস্পরে সাক্ষাৎ অথবা শ্রবণ। ৩. তাদের সংখ্যা এমন

পর্যায়ে উপনীত হ'তে হবে যে, সাধারণত মিথ্যার ব্যাপারে তাদের সবার একমত হওয়া অসম্ভব। সঠিক মত অনুযায়ী তাদের সংখ্যার ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট কোন সীমা নেই। বরং রাবীদের বিশ্বস্ততা, যবত্ব, মুখস্থশক্তির ভিন্নতা ভেদে সংখ্যাও ভিন্ন ভিন্ন হ'তে পারে। ৪. প্রত্যেকটি স্তরেই গ্রহণযোগ্য সংখ্যক রাবী থাকতে হবে। অর্থাৎ শুরুতে, মাঝখানে ও শেষে।[৪] মুতাওয়াতির শব্দগত ও অর্থগত দু'ভাবেই হ'তে পারে। খবরের সত্যতা ও বিশুদ্ধতার দৃষ্টিকোণ থেকে দু'প্রকার মুতাওয়াতিরই অকাট্য ও ইয়াকীনের ফায়েদা দিয়ে থাকে। এ ব্যাপার বিদ্বানগণের মাঝে কোন মতভেদ নেই।

আহাদ হাদীছ : এটি এমন হাদীছ যার মাঝে পূর্বোল্লোখিত মুতাওয়াতিরের শর্তসমূহ পাওয়া যায় না। কখনো তা একজন রাবী বর্ণনা করে। তখন একে 'গরীব' হাদীছ বলা হয়। কখনোবা দুই বা ততোধিক রাবী বর্ণনা করে। তখন সেটিকে 'আযীয' বলা হয়। আবার কখনোবা একদল বা একটি জামা'আত বর্ণনা করে। তখন তাকে 'মাশহূর' অথবা 'মুসতাফীয' বলা হয়। এর ভিত্তিতে বলা যায়, এ বৈশিষ্ট্য দ্বারা এটা বুঝায় না যে, আহাদ হাদীছ সর্বদা একজন রাবী থেকে বর্ণিত হয়।

মাশহূর ও মুসতাফীয : বিশুদ্ধ মতে এটি খবরে ওয়াহিদেরই একটি প্রকার। তবে হানাফীরা এ মতের বিরোধী। তারা এটিকে ভিন্ন এক প্রকার হিসাবে গণ্য করেছেন এবং এর জন্য বিশেষ বিধিবিধানও সাব্যস্ত করেছেন। তারা বলেছেন, এটি এমন প্রশান্তির ফায়েদা দেয় যা 'আহাদ' বা একজনের বর্ণিত হাদীছ দেয় না। এর আলোকেই তারা মূলনীতি নির্ধারণ করেছেন যে, তা মুতাওয়াতিরের মতই কিতাবের 'মুতলাক' (নিঃশর্ত) হুকুমকে 'মুকাইয়াদ' (শর্তযুক্ত) করতে পারে।[৫]

এটা ঠিক যে, এতে বর্ণনাকারীদের সংখ্যাধিক্য এবং মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ার ক্ষেত্রে প্রসিদ্ধি ও ব্যাপকতা লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু সত্য হ'ল যেমন জমহূর বিদ্বান মনে করেন যে, এগুলি সেটিকে আহাদ হাদীছের বৈশিষ্ট্য থেকে খারিজ করে দেয় না এবং তাকে মুতাওয়াতিরের পর্যায়েও উন্নীত করে না। শুরুতে ও শেষে তা আহাদ হাদীছই; যতই ভিন্ন ভিন্ন নাম ও লকব থাকুক না কেন। এজন্যই তা ছহীহ, হাসান ও যঈফ শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে থাকে।

---

৪. শাওকানী, ইরশাদুল ফুহূল, পৃঃ ৪১-৪২ (ঈষৎ পরিবর্তিত)।
৫. আল-খুযারী, উছূলুল ফিক্বহ, পৃঃ ২১২।

ছহীহ আহাদ হাদীছের ইলম ও ইয়াকীনের ফায়েদা দেওয়ার ব্যাপারে বিদ্বানগণের মাঝে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। তাদের কেউ কেউ যেমন ইমাম নববী (রহঃ) 'আত-তাক্বরীব' গ্রন্থে মত প্রকাশ করেছেন যে, এটি অগ্রাধিকারযোগ্য ধারণার ফায়েদা দেয়। আর অন্যরা মনে করেন, ইমাম বুখারী ও মুসলিম তাঁদের স্ব স্ব ছহীহ গ্রন্থে যে সকল সনদযুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেছেন তা ইলম ও অকাট্যের (العلم والقطع) ফায়েদা দেয়। ইমাম ইবনু হাযম (রহঃ)-এর মতে, 'খবরে ওয়াহেদ যদি আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) পর্যন্ত অনুরূপ ন্যায়পরায়ণ রাবী কর্তৃক বর্ণিত হয় তাহ'লে তা ইলম ও আমল উভয়ই ওয়াজিব করে'।[৬]

হক কথা হ'ল যা আমরা মনে করি ও বিশ্বাস করি, প্রতিটি ছহীহ আহাদ হাদীছ যাকে কোনরূপ অস্বীকৃতি ও দোষারোপ ছাড়াই উম্মত সানন্দচিত্তে গ্রহণ করেছে নিশ্চয়ই তা ইলম ও ইয়াক্বীনের ফায়েদা দেয়; চাই তা ছহীহায়েন তথা বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হোক অথবা অন্য কোন গ্রন্থে।[৭] পক্ষান্তরে যে হাদীছের ব্যাপারে উম্মত মতভেদ করেছে এবং কিছু বিদ্বান সেটিকে ছহীহ বলেছেন এবং অন্যরা যঈফ বলেছেন তা কেবল তাদের মতে 'শক্তিশালী ধারণা'র (الظن الغالب) ফায়েদা দেবে যারা সেটিকে ছহীহ বলেছেন। আল্লাহ তা'আলাই অধিক অবগত।

সুন্নাহ যিকিরের অন্তর্ভুক্ত, যা ক্বিয়ামত পর্যন্ত সংরক্ষিত থাকবে :

এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা। এর গুরুত্ব ও অনেক মানুষ এ সম্পর্কে গাফেল হওয়ার কথা মাথায় রেখে আমি এ সম্পর্কে সতর্ক করতে চাই। তা হ'ল সুন্নাহ যিকিরের অন্তর্ভুক্ত। এটি নষ্ট ও ধ্বংস হওয়া থেকে পুরোপুরি সুরক্ষিত এবং তা বহিঃর্মিশ্রণ থেকে এমনভাবে নিরাপদ যে, ইখতিলাত্ব বা সংমিশ্রণ ঘটলেও তা থেকে মিশ্রিত বস্তুকে পৃথক করা সম্ভব। যদিও কিছু বিপথগামী ও পথভ্রষ্ট ফিরকার লোকেরা এর বিপরীত ধারণা পোষণ করে। যেমন কাদিয়ানী ও আহলে কুরআন। এরা বলে থাকে, 'ছহীহ ও প্রমাণিত হাদীছের সাথে মিথ্যা ও জাল হাদীছ মিশ্রিত হয়ে গেছে। আর এ দু'য়ের মাঝে

৬. আল-ইহকাম ১/১১৯-১৩৭।
৭. খতীব বাগদাদী তাঁর 'আল-ফাকীহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ' (পৃঃ ৯৬) গ্রন্থে একথা দৃঢ়তার সাথে বলেছেন।

পার্থক্য করার সাধ্য মানুষের নেই। নবী করীম (ছাঃ)-এর মৃত্যুর পর মুসলিমরা তাদের নবীর হাদীছের ব্যাপারে সংশয়ে পড়েছে এবং তা নষ্ট ও হারিয়ে গেছে। সুতরাং তারা তা থেকে উপকৃত হওয়া ও তার দিকে ফিরে যেতেও সক্ষম হননি। কেননা এর কোন অংশই আর কখনো বিশ্বাস করা সম্ভব নয়'!!

এভাবেই এরা দ্বীন ইসলামের দ্বিতীয় মৌলিক উৎসকে দেয়ালে ছুঁড়ে ফেলেছে এবং এর ধ্বংস সাধন করেছে। অথচ ইসলামের প্রথম উৎস স্বয়ং কুরআন বুঝা ও তা থেকে ফায়েদা হাছিল করা হাদীছের উপর নির্ভরশীল। কাফের ও ইসলামের শত্রুদের হাদীছে সংশয় সৃষ্টি এটি একটি বড় লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও মনোবাঞ্ছা। এ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে সম্ভাব্য সবকিছু তারা করছে।

তাদের কেউ কেউ বলেন, ছহীহ হাদীছের সাথে যঈফ হাদীছ মিশ্রিত হওয়ার বিষয়টি প্রমাণিত বাস্তবতা। কিন্তু এর একটি থেকে অপরটি পৃথক করার পদ্ধতিও রয়েছে। আর তা হ'ল রাসূল (ছাঃ)-এর বাণী : سيفشوا الكذب علي، فما سمعتم عني فأعرضوه على القرآن، فما وافقه فأنا قلته، وما لم يوافقه فأنا بريء منه– 'অচিরেই আমার ওপর মিথ্যারোপ ব্যাপকতা লাভ করবে। সুতরাং তোমরা আমার নামে যা কিছু শুনবে তা কুরআনের নিকট পেশ করবে। যা কিছু তার সাথে মিলবে তা আমি বলেছি বলে ধরে নিবে। আর যা কিছু কুরআনের সাথে মিলবে না তা থেকে আমি দায়মুক্ত'।

এই হাদীছটি সকল হাদীছ বিশারদের নিকট জাল বা বানোয়াট হিসাবে পরিচিত। একজন বিচক্ষণ আলেম বলেছেন, 'রাসূল (ছাঃ) এই হাদীছের মাধ্যমে আমাদের কাছে যা চেয়েছেন আমরা অবশ্যই তা পালন করেছি। তাই এটিকে কুরআনের ওপর পেশ করে তাকে কুরআনের নিম্নোক্ত ও অন্যান্য আয়াত বিরোধী পেয়েছি। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا 'আর রাসূল তোমাদেরকে যা দেন, তা গ্রহণ কর এবং যা নিষেধ করেন, তা হ'তে বিরত থাক' *(হাশর ৫৯/৭)*। তাই আমরা এটিকে জাল বলে আখ্যায়িত করেছি এবং নবী করীম (ছাঃ)-কে এর থেকে দায়মুক্ত ঘোষণা করেছি।[৮]

৮. শাওকানী, ইরশাদুল ফুহূল, পৃঃ ২৯ (ঈষৎ পরিবর্তিত)।

হাদীছ সংরক্ষণ সম্পর্কিত দলীলগুলির মধ্যে অন্যতম হ'ল আল্লাহ্র বাণী, إِنَّا نَحْنُ نزلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ 'আমরাই কুরআন নাযিল করেছি এবং আমরাই এর সংরক্ষণকারী' *(হিজর ১৫/৯)*। এই আয়াতে কারীমায় যিকিরের সংরক্ষণ সম্পর্কে মহান আল্লাহ্র পক্ষ থেকে দৃঢ় অঙ্গীকার করা হয়েছে। সেই যিকির কি? নিঃসন্দেহে তা সর্বপ্রথম কুরআন কারীমকে বুঝায়। কিন্তু সূক্ষ্মভাবে চিন্তা-গবেষণা করলে দেখা যাবে যে, তা সুন্নাতে নববীকেও অন্তর্ভুক্ত করে। এ মর্মেই বেশ কিছু মুহাক্কিক আলেম মত দিয়েছেন। তন্মধ্যে রয়েছেন ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু হাযম (রহঃ)। তিনি তাঁর মূল্যবান গ্রন্থ 'আল-ইহকাম ফী উছূলিল আহ্কাম'-এর ১০৯-১২২ পৃষ্ঠায় এ বিষয়ে একটি উপকারী ও দীর্ঘ অধ্যায় রচনা করেছেন। সেখানে তিনি শক্তিশালী দলীল ও লাজওয়াবকারী প্রমাণাদি উল্লেখ করেছেন এ মর্মে যে, সুন্নাত যিকিরের অন্তর্ভুক্ত। আর তা কুরআনের ন্যায় সংরক্ষিত এবং খবরে আহাদ ইলমের ফায়েদা দেয়। তাঁর উল্লেখিত দলীলগুলির মধ্যে রয়েছে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবী (ছাঃ) সম্পর্কে বলেন, وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلا وَحْيٌ يُوحَى 'তিনি নিজ খেয়াল-খুশীমত কোন কথা বলেন না। এটি কেবল তাই যা তার নিকট অহি করা হয়' *(নাজম ৫৩/৩-৪)*। আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবীকে বলতে আদেশ করে বলেন, إِنْ أَتَّبِعُ إِلاَّ مَا يُوحَى إِلَيَّ 'আমি তো কেবল তারই অনুসরণ করি যা আমার প্রতি অহি করা হয়' *(আহক্বাফ ৪৬/৯)*।

তিনি আরো বলেন, إِنَّا نَحْنُ نزلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُوْنَ 'আমরাই কুরআন নাযিল করেছি এবং আমরাই এর সংরক্ষণকারী' *(হিজর ১৫/৯)*। তিনি আরোও বলেন, وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ 'আর তোমার নিকটে প্রেরণ করেছি কুরআন, যাতে তুমি মানুষকে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করে দাও যা তাদের প্রতি নাযিল করা হয়েছে' *(নাহল ১৬/৪৪)*।

সুতরাং বিশুদ্ধ সূত্রে প্রমাণিত হ'ল যে, দ্বীনী বিষয়ে আল্লাহ্র রাসূলের সকল কথাই আল্লাহ্র পক্ষ থেকে অবতারিত অহী। এতে কোনই সন্দেহ নেই। আর ভাষাবিদ ও শরী'আহ বিশেষজ্ঞদের মাঝেও এ বিষয়ে কোন দ্বিমত নেই যে, আল্লাহ্র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ প্রত্যেকটি অহী নাযিলকৃত যিকির। সুতরাং সকল

অহীই নিশ্চিতভাবে আল্লাহ্‌র হেফাযতে সংরক্ষিত। আর স্বয়ং মহান আল্লাহ যার হেফাযতের দায়িত্ব নিয়েছেন তা ধ্বংস বা নষ্ট হবে না এবং তার কোন অংশেরই কখনো এমন কোন পরিবর্তন হবে না, যা বাতিল বলে সাব্যস্ত হবে না। যদি এর বিপরীত কিছু সংঘটিত হওয়া জায়েয হ'ত তাহ'লে তো আল্লাহ্‌র কালাম মিথ্যায় পরিণত হ'ত এবং তার হেফাযতের নিশ্চয়তাও বাতিল ও অসম্পূর্ণ হয়ে যেত। আর এমন কথা সামান্যতম বিবেকের অধিকারীর মনেও কখনো উদিত হবে না। সুতরাং এটা মেনে নেয়া ওয়াজিব হয়ে যায় যে, মুহাম্মাদ (ছাঃ) যে দ্বীন আমাদের নিকট নিয়ে এসেছেন তা স্বয়ং মহান আল্লাহ্‌র তত্ত্বাবধানে সংরক্ষিত এবং কিয়ামত পর্যন্ত আগত প্রত্যেক আকাঙ্খিত ব্যক্তির নিকট তা যথাযথভাবে পৌঁছে দেওয়া হবে। মহান আল্লাহ বলেন, لأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ 'যাতে এর দ্বারা আমি ভয় প্রদর্শন করি তোমাদের ও যাদের কাছে এটি পৌঁছবে তাদের' *(আন'আম ৬/১৯)*।

যদি ব্যাপারটি তাই হয় তাহ'লে যরূরী ভিত্তিতে আমাদের জানা দরকার যে, দ্বীনী বিষয়ে রাসূল (ছাঃ) যা কিছু বলেছেন তা অবশ্যই ধ্বংস ও নষ্ট হবার নয়। এর সাথে কখনোই এমন কোন মিথ্যা বা বাতিল মিশ্রিত হওয়ার কোন পথ নেই যা মানুষের মধ্যে কেউ চিহ্নিত করতে পারবে না। যদি তাই হ'ত তাহ'লে যিকির অরক্ষিত হ'ত! আর আল্লাহ তা'আলার নিম্নোক্ত বাণী : إِنَّا نَحْنُ نَزَلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ 'আমরাই কুরআন নাযিল করেছি এবং আমরাই এর সংরক্ষণকারী' *(হিজর ১৫/৯)* মিথ্যা হ'ত এবং তাঁর কৃত ওয়াদাও ভঙ্গ হ'ত! এমন কথা কোন মুসলিম কখনো বলতে পারে না।

যদি কেউ বলে যে, এর দ্বারা আল্লাহ তা'আলা কেবল কুরআন মাজীদকে উদ্দেশ্য করেছেন। আল্লাহ কেবল কুরআন হেফাযতের গ্যারান্টি দিয়েছেন; কুরআন ব্যতীত অন্য সকল অহীর নয়! এর জবাবে আমরা তাকে বলব, (আল্লাহ্‌র কাছেই তাওফীক্ব কামনা করছি) এমন দাবী মিথ্যা ও দলীলবিহীন এবং দলীল ছাড়াই যিকিরকে 'খাছ' করার নামান্তর। আর এমন দাবী বাতিল। কারণ আল্লাহ তা'আলা বলেন, قُلْ هَاتُوْا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ 'তুমি বল, তোমরা তোমাদের প্রমাণ উপস্থিত কর যদি তোমরা সত্যবাদী হও' *(নামল*

২৭/৬৪)। সুতরাং প্রমাণিত হ'ল যে, যার দাবীর স্বপক্ষে কোন দলীল নেই, তার দাবীতে সে মিথ্যুক। আর যিকির বলা হয় আল্লাহ তা'আলা যা কিছু তাঁর নবীর ওপর নাযিল করেছেন; কুরআন হোক অথবা সুন্নাহ হোক যা দ্বারা কুরআনের ব্যাখ্যা করা হয়। অনুরূপভাবে আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، 'আর তোমার নিকটে প্রেরণ করেছি কুরআন, যাতে তুমি মানুষকে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করে দাও, যা তাদের প্রতি নাযিল করা হয়েছে' *(নাহল ১৬/৪৪)*। সুতরাং প্রমাণিত হ'ল যে, রাসূল (ছাঃ) লোকদের নিকট কুরআনের ব্যাখ্যা করতে আদিষ্ট হয়েছেন। কুরআনে অনেক বিষয় 'মুজমাল' বা সংক্ষিপ্তভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন ছালাত, যাকাত, হজ্জ ইত্যাদি যা আল্লাহ তা'আলা কুরআনের শব্দে আমাদের ওপর ওয়াজিব করেছেন তা আমরা বিস্তারিত জানতে পারি না। কিন্তু রাসূল (ছাঃ)-এর বিস্ত ারিত বর্ণনার মাধ্যমে আমরা তা জানতে পারি। তাই ঐ সমস্ত সংক্ষিপ্ত বিষয়ে রাসূল (ছাঃ)-এর বর্ণনা যদি অরক্ষিত থাকে এবং অন্য বাতিল কিছুর সাথে মিশে যাওয়া থেকে নিরাপদ থাকার নিশ্চয়তা না থাকে, তাহ'লে তো কুরআনের বাণী দ্বারা উপকার লাভ বাতিল হয়ে যাবে। ফলে তাতে আমাদের ওপর ফরযকৃত অধিকাংশ শরী'আতের বিধান বাতিল হয়ে যাবে! তাই যদি হয়, তাহ'লে আল্লাহ তা'আলার সঠিক উদ্দেশ্য কী আমরা তা জানতে পারব না। যদি ভুলকারী ভুল করে সে বিষয়ে অথবা কোন মিথ্যুক ইচ্ছা করে সে বিষয়ে যদি মিথ্যা কিছু বলে সেটিও ধরতে পারব না! এসব থেকে আল্লাহ তা'আলার নিকট আশ্রয় চাই'।[৯]

আমি বলেছি, ইমাম ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) তাঁর 'মুখতাছার আছ-ছাওয়াইক আল-মুরসালাহ' নামক কিতাবে (পৃঃ ৪৮৭-৪৯০) ইবনু হাযম সহ অন্যান্য বিদ্বানের বক্তব্য উদ্ধৃত করে তিনি সেটিকে সমর্থন করেছেন এবং সুন্দর বলেছেন। আলোচনা শেষে তিনি স্পষ্ট করে বলেছেন, 'আবু মুহাম্মাদ অর্থাৎ ইবনু হাযম যা বলেছেন তা ঐ খবর সম্পর্কে সত্য, যা উম্মত আক্বীদাগত ও আমলগতভাবে গ্রহণ করেছে। তবে 'গরীব হাদীছ' ব্যতীত, যাকে উম্মত গ্রহণ করেছেন মর্মে জানা যায়নি'।

---

৯. আল-ইহকাম ১/১০৯-১১০।

ইমাম আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক (রহঃ)ও উক্ত মতকেই সমর্থন করেছেন। তঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, এই জাল হাদীছগুলির কি হবে? জবাবে তিনি বলেন, تَعِيْشُ لَهُ الْجَهَابِذَةُ 'এর জন্য হাদীছ বিশারদ পণ্ডিতগণ রয়েছেন'। আল্লাহ বলেন, إِنَّا نَحْنُ نزلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُوْنَ- 'আমরাই কুরআন নাযিল করেছি এবং আমরাই এ কুরআন সংরক্ষণকারী' *(হিজর ১৫/৯)*।[১০] ইমাম আব্দুর রহমান বিন মাহদী থেকেও অনুরূপ কথা বর্ণিত আছে।

তাঁদের মধ্যে রয়েছেন আল্লামা মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম আল-ওযীর। তিনি পূর্বোক্ত আয়াতটি উল্লেখ করার পর বলেন, وهذا يقتضي أن شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال محفوظة، وسنته لا تبرح محروسة... 'এটি দাবী করে যে, রাসূল (ছাঃ) আনীত শরী'আত সর্বদা সংরক্ষিত এবং তাঁর সুন্নাতও সর্বদা সুরক্ষিত রয়েছে'...।[১১]

এ বিষয়ে আরোও প্রমাণাদি হ'ল আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে শেষ নবী ও রাসূল বানিয়েছেন এবং তাঁর শরী'আতকে সর্বশেষ শরী'আত হিসাবে নির্ধারণ করেছেন। কিয়ামত পর্যন্ত তাঁর প্রতি ঈমান আনা ও তাঁর শরী'আতের অনুসরণ করা মানুষের ওপর আবশ্যক করেছেন এবং এর বিরোধী সব শরী'আতকে বাতিল করে দিয়েছেন। এসবই দাবী রাখে যে, বান্দার ওপর আল্লাহ্র হুজ্জত কায়েম থাকবে এভাবে যে, রাসূল (ছাঃ)-এর দ্বীন টিকে থাকবে এবং তাঁর শরী'আত সুরক্ষিত থাকবে। কারণ এটা অসম্ভব যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের ওপর এমন শরী'আত অনুসরণ করার দায়িত্ব ন্যস্ত করবেন যা বিলুপ্তি ও ধ্বংসের সম্মুখীন হবে। জ্ঞাতব্য যে, ইসলামী শরী'আতের মৌলিক দু'টি উৎস হ'ল কুরআন ও সুন্নাহ। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُوْلِ 'যদি কোন বিষয়ে তোমরা বিতণ্ডা কর, তাহ'লে বিষয়টি আল্লাহ ও রাসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও' *(নিসা ৪/৫৯)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه.

---

১০. সুয়ূত্বী, তাদরীবুর রাবী, পৃঃ ১০২; আহমাদ শাকির, আল-বা'ইছুল হাছীছ, পৃঃ ৯৫।
১১. আর-রাওযুল বাসিম ফিয যাবিব আন সুন্নাতে আবিল ক্বাসিম, পৃঃ ৩৩।

'নিশ্চয় আমাকে কুরআন এবং তার মত আরোও একটি বস্তু দেওয়া হয়েছে'।[১২] কুরআন সংরক্ষিত হয়েছে আমাদের নিকট মুতাওয়াতির সূত্রে পৌঁছানোর মাধ্যমে, যা খবরসমূহ সাব্যস্ত হওয়ার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ স্তরের। তাছাড়া সুন্নাত যেহেতু কুরআনের সংক্ষিপ্ত বিষয়কে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করে ও ব্যাখ্যা করে, 'আম' হুকুম সমূহকে 'খাছ' এবং 'মুতলাক' বিধানসমূহকে 'মুকাইয়াদ' করে, সেহেতু সুন্নাহ ব্যতীত কুরআন বুঝা ও আমল করা সম্ভব নয়। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ– 'আর তোমার নিকটে প্রেরণ করেছি কুরআন, যাতে তুমি মানুষকে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করে দাও যা তাদের প্রতি নাযিল করা হয়েছে, যেন তারা চিন্তা-গবেষণা করে' *(নাহল ১৬/৪৪)*।

সুতরাং নবী করীম (ছাঃ) তাঁর সুন্নাতের মাধ্যমে মানুষের জন্য নাযিলকৃত আল্লাহ্র বাণীকে স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। এটা দ্বারা আবশ্যিকভাবে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ তা'আলা সুন্নাতকে হেফাযত করবেন এবং তা টিকে থাকার নিশ্চয়তা দিবেন। এর আলোকেই উছূলের নিম্নোক্ত সঠিক মূলনীতিটি প্রযোজ্য হবে, مَا لاَ يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلاَّ بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ 'যা ব্যতীত ওয়াজিব পূর্ণ হয় না, সেটিও ওয়াজিব'। বান্দাদের ওপর আল্লাহ্র হুজ্জত প্রতিষ্ঠা হ'তে পারে কেবল তাঁর রিসালত ও শরী'আতকে হেফাযতের মাধ্যমে। এই হেফাযত সুসম্পন্ন হবে না সুন্নাতের হেফাযত ব্যতীত। সুতরাং এর মাধ্যমে সুন্নাতের হেফাযত আবশ্যক হয়ে যায় এবং সেটি কাম্যও বটে।

প্রিয় পাঠক ভাই! এই বিষয়গুলিই আমি ভূমিকাতে পেশ করতে চেয়েছি। এখন আমি আলোচনার লাগাম ছেড়ে দিচ্ছি আমাদের শ্রদ্ধেয় উস্তাদ আল্লামা মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানীর হাতে। যাতে তিনি তাঁর সুমিষ্ট বর্ণনা ও জ্ঞানগর্ভ স্টাইলের মাধ্যমে আমাদের জন্য আলোচনা পেশ করেন। সুতরাং আমরা পূর্ণ মনোযোগ সহকারে তাঁর কথাগুলি শ্রবণ করি এবং অন্তর ও বিবেক দিয়ে তাঁর আলোচনা বুঝার চেষ্টা করি। ওয়াস-সালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

-ঈদ আল-আব্বাসী

---

১২. আবুদাঊদ হা/৪৬০৪, মিশকাত হা/১৬৩।

১ম অনুচ্ছেদ

সুন্নাহ্র দিকে ফিরে যাওয়ার আবশ্যকতা

সম্মানিত ভ্রাতৃমণ্ডলী! প্রথম যুগের সকল মুসলমানের নিকট এ কথা সর্বজনবিদিত ছিল যে, জীবনের সকল দিক ও বিভাগে রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাত ইসলামী শরী'আতের দ্বিতীয় ও শেষ উৎস। চাই তা গায়েবী আক্বীদাগত বিষয়ে হোক অথবা আমলগত বিধি-বিধান হোক অথবা রাজনৈতিক বা নৈতিক বিধানগত বিষয়ে হোক। কোন রায়, ইজতিহাদ বা ক্বিয়াসের ভিত্তিতে উপরোক্ত কোন ক্ষেত্রেই এর বিরোধিতা করা কোনভাবেই জায়েয নয়। যেমন ইমাম শাফেঈ (রহঃ) তাঁর 'আর-রিসালাহ' গ্রন্থের শেষে বলেছেন, لَا يَحِلُّ الْقِيَاسُ وَالْخَبَرُ مَوْجُوْدٌ 'খবর (হাদীছ) মওজূদ থাকতে ক্বিয়াস বৈধ নয়'। পরবর্তী উছূলবিদগণেরও একই অভিমত। যেমন তারা বলেন, إِذَا وَرَدَ الْأَثَرُ بَطَلَ النَّظَرُ 'হাদীছ পেলে রায় বাতিল হয়ে যাবে'। لَا اجْتِهَادَ فِيْ مَوْرِدِ النَّصِّ– '(কুরআন-সুন্নাহ্র) দলীল মজুদ থাকতে ইজতিহাদ চলে না'। পবিত্র কিতাব ও সুন্নাতই এক্ষেত্রে তাদের ভরসা।

কুরআন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সুন্নাতের কাছে ফায়ছালা চাওয়ার নির্দেশ দেয় :

এ বিষয়ে কুরআনে অনেক আয়াত রয়েছে। আমি স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্যে ভূমিকায় কিছু আয়াত উল্লেখ করাই যথেষ্ট মনে করেছি। فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِيْنَ 'কেননা স্মরণ করিয়ে দেওয়া মু'মিনদের উপকারে আসবে' *(যারিয়াত ৫১/৫৫)*।

(১) মহান আল্লাহ বলেন, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُوْلُهُ أَمْراً أَنْ يَكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُوْلَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِيْناً– 'আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোন বিষয়ে ফায়ছালা দিলে কোন মুমিন পুরুষ বা নারীর সে বিষয়ে নিজস্ব কোন ফায়ছালা দেওয়ার এখতিয়ার নেই। যে

ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্যতা করবে, সে ব্যক্তি স্পষ্ট ভ্রান্তিতে পতিত হবে' *(আহ্‌যাব ৩৩/৩৬)*।

(২) তিনি বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا لا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللهِ وَرَسُوْلِهِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ 'হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ ও তার রাসূলের আগে বেড়োনা। আর আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছু শোনেন ও জানেন' *(হুজুরাত ৪৯/১)*।

(৩) তিনি আরো বলেন, قُلْ أَطِيْعُوْا اللهَ وَالرَّسُوْلَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ الْكَافِرِيْنَ 'তুমি বল, তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর। যদি তারা এতে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহ'লে (তারা জেনে রাখুক যে) আল্লাহ কাফিরদের ভালবাসেন না' (*আলে ইমরান* ৩/৩২)।

(৪) তিনি আরো বলেন, وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولاً وَكَفَى بِاللهِ شَهِيْداً، مَنْ يُطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً– 'বস্তুতঃ আমরা তোমাকে মানব জাতির জন্য রাসূল হিসাবে প্রেরণ করেছি। আর (এজন্য) সাক্ষী হিসাবে আল্লাহই যথেষ্ট। যে ব্যক্তি রাসূলের আনুগত্য করে, সে আল্লাহ্‌র আনুগত্য করে। আর যে ব্যক্তি মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাদের উপর আমরা তোমাকে রক্ষক হিসাবে প্রেরণ করিনি' *(নিসা ৪/৭৯-৮০)*।

(৫) তিনি আরো বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا أَطِيْعُوْا اللهَ وَأَطِيْعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُوْلِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيْلاً–

'হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ্‌র এবং আনুগত্য কর রাসূলের ও তোমাদের নেতৃবৃন্দের। অতঃপর যদি কোন বিষয়ে তোমরা বিতণ্ডা কর, তাহ'লে বিষয়টি আল্লাহ ও রাসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও। যদি তোমরা আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি বিশ্বাসী হয়ে থাক। এটাই কল্যাণকর ও পরিণতির দিক দিয়ে সর্বোত্তম' *(নিসা ৪/৫৯)*।

(৬) তিনি আরো বলেন, وَأَطِيعُوا اللهَ وَرَسُولَهُ وَلا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللهَ مَعَ الصَّابِرِيْنَ 'তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর। আপোষে ঝগড়া কর না। তাহ'লে তোমরা হীনবল হয়ে যাবে ও তোমাদের শক্তি উবে যাবে। তোমরা ধৈর্য ধারণ কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে থাকেন' *(আনফাল ৮/৪৬)*।

(৭) তিনি আরো বলেন, وَأَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلاغُ الْمُبِيْنُ– 'তোমরা আল্লাহ্র আনুগত্য কর ও রাসূলের আনুগত্য কর এবং (হারাম থেকে) সাবধান থাক। অতঃপর যদি মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে জেনে রেখ আমাদের রাসূলের দায়িত্ব কেবল স্পষ্টভাবে পৌঁছে দেওয়া' *(মায়েদাহ ৫/৯২)*।

(৮) তিনি আরো বলেন,

لا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضاً قَدْ يَعْلَمُ اللهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذاً فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيْبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ–

'রাসূলের প্রতি আহ্বানকে তোমরা পরস্পরের প্রতি আহ্বানের ন্যায় গণ্য করো না। আল্লাহ তাদেরকে জানেন যারা তোমাদের মধ্যে চুপিসারে চলে যায়। অতএব যারা তাঁর আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে, তারা এ বিষয়ে সাবধান হৌক যে, ফিৎনা তাদেরকে গ্রাস করবে অথবা মর্মন্তুদ শাস্তি তাদের উপর আপতিত হবে' *(নূর ২৫/৬৩)*।

(৯) তিনি আরো বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيْكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ– 'হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের আহ্বানে সাড়া দাও। যখন তিনি তোমাদের আহ্বান করেন ঐ বিষয়ের দিকে যা তোমাদের (মৃত অন্তরে) জীবন দান করে। জেনে রেখ, আল্লাহ মানুষ ও তার অন্তরের মাঝে অন্তরায় হয়ে

থাকেন (অর্থাৎ তাঁর অনুমতিক্রমেই মানুষ মুমিন ও কাফির হয়ে থাকে)। পরিশেষে তাঁর কাছেই তোমাদের সমবেত করা হবে' *(আনফাল ৮/২৪)*।

(১০) তিনি আরো বলেন,

وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَاراً خَالِداً فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِيْنٌ-

'যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে, তিনি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যার তলদেশ দিয়ে নদী সমূহ প্রবাহিত হয়। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। আর এটাই হ'ল মহা সফলতা'। 'পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্যতা করবে এবং তাঁর সীমাসমূহ লংঘন করবে, তিনি তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন। সেখানে সে চিরদিন থাকবে। আর তার জন্য রয়েছে অপমানজনক শাস্তি' *(নিসা ৪/১৩-১৪)*।

(১১) তিনি আরো বলেন,

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِيْنَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيْدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلاَلاً بَعِيْداً، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُوداً-

'তুমি কি তাদের দেখনি, যারা ধারণা করে যে, তারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে যা আপনার উপর নাযিল হয়েছে তার উপর এবং যা আপনার পূর্বে নাযিল হয়েছে তার উপর। তারা ত্বাগূতের নিকট ফায়ছালা পেশ করতে চায়। অথচ তাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল তাকে অস্বীকার করার জন্য। বস্তুতঃ শয়তান তাদেরকে দূরতম ভ্রষ্টতায় নিক্ষেপ করতে চায়। যখন তাদেরকে বলা হয়, এসো আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তার দিকে এবং রাসূলের দিকে, তখন তুমি কপট বিশ্বাসীদের দেখবে যে, তারা তোমার থেকে একেবারেই মুখ ফিরিয়ে নিবে' *(নিসা ৪/৬০-৬১)*।

Contents

(১২) তিনি আরো বলেন,

إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِيْنَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُوْنَ-

'অথচ মুমিনদের কথা তো কেবল এটাই হ'তে পারে যে, যখন তাদেরকে আল্লাহ ও তার রাসূলের দিকে ডাকা হয় তাদের মধ্যে ফায়ছালা করে দেওয়ার জন্য, তখন তারা বলবে আমরা শুনলাম ও মেনে নিলাম। আর এরাই হল সফলকাম। যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে এবং আল্লাহকে ভয় করে ও তাঁর অবাধ্যতা হতে বেঁচে থাকে, তারাই হ'ল কৃতকার্য' *(নূর ২৪/৫১-৫২)*।

(১৩) তিনি আরো বলেন, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ- 'আর রাসূল তোমাদেরকে যা দেন, তা গ্রহণ কর এবং যা নিষেধ করেন, তা হ'তে বিরত থাক। আর আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ কঠিন শাস্তিদাতা' *(হাশর ৫৯/৭)*।

(১৪) তিনি আরো বলেন, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللهَ كَثِيْراً- 'নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র রাসূলের মধ্যে তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ নিহিত রয়েছে, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিবসকে কামনা করে ও অধিকহারে আল্লাহকে স্মরণ করে তার জন্য' *(আহ্‌যাব ৩৩/২১)*।

(১৫) তিনি আরো বলেন, وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى، مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى، إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى- 'শপথ নক্ষত্ররাজির যখন তা অস্তমিত হয়। তোমাদের সাথী পথভ্রষ্ট হননি বা বিভ্রান্ত হননি। তিনি নিজ খেয়াল-খুশীমত কোন কথা বলেন না। এটি কেবল তাই যা তার নিকট অহি করা হয়' *(নাজম ৫৩/১-৪)*।

(১৬) তিনি আরো বলেন, وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ 'আর আমরা তোমার নিকটে নাযিল করেছি কুরআন, যাতে তুমি

মানুষকে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করে দাও যা তাদের প্রতি নাযিল করা হয়েছে, যেন তারা চিন্তা-গবেষণা করে' *(নাহল ১৬/৪৪)*। এ রকম অনেক আয়াত রয়েছে।

সকল বিষয়ে নবীর অনুসরণের প্রতি আহ্বানকারী হাদীছ সমূহ :

এমন অনেক ছহীহ হাদীছ রয়েছে যেগুলি ধর্মীয় সকল বিষয়ে নবীর 'আম (সাধারণ) ইত্তেবাকে আমাদের ওপর ওয়াজিব করে দেয়। তন্মধ্যে কিছু ছহীহ দলীল আমরা আপনাদের খেদমতে এখানে পেশ করছি :

(১) আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ إِلَّا مَنْ أَبَى، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَنْ يَأْبَى؟ قَالَ: مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الجَنَّةَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى- 'অস্বীকৃতি জ্ঞাপনকারী ব্যক্তি (আবা) ব্যতীত আমার উম্মতের সকলেই জান্নাতে প্রবেশ করবে। ছাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! অস্বীকৃতি জ্ঞাপনকারী কে? তিনি বললেন, 'যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করল সে জান্নাতে প্রবেশ করল, আর যে আমার অবাধ্যতা করল সেই 'আবা' বা অস্বীকৃতি জ্ঞাপনকারী'।[১৩]

(২) জাবির বিন আব্দুল্লাহ্ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন,

جَاءَتْ مَلاَئِكَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ نَائِمٌ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّهُ نَائِمٌ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّ العَيْنَ نَائِمَةٌ، وَالقَلْبَ يَقْظَانُ، فَقَالُوا: إِنَّ لِصَاحِبِكُمْ هَذَا مَثَلًا، فَاضْرِبُوا لَهُ مَثَلًا، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّهُ نَائِمٌ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّ العَيْنَ نَائِمَةٌ، وَالقَلْبَ يَقْظَانُ، فَقَالُوا: مَثَلُهُ كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنَى دَارًا، وَجَعَلَ فِيهَا مَأْدُبَةً وَبَعَثَ دَاعِيًا، فَمَنْ أَجَابَ الدَّاعِيَ دَخَلَ الدَّارَ وَأَكَلَ مِنَ المَأْدُبَةِ، وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّاعِيَ لَمْ يَدْخُلِ الدَّارَ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنَ المَأْدُبَةِ، فَقَالُوا: أَوِّلُوهَا لَهُ يَفْقَهْهَا، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّهُ نَائِمٌ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّ العَيْنَ نَائِمَةٌ، وَالقَلْبَ يَقْظَانُ، فَقَالُوا: فَالدَّارُ الجَنَّةُ، وَالدَّاعِي مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَمَنْ أَطَاعَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

---

১৩. বুখারী হা/৭২৮০; আহমাদ হা/৮৫১১।

فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ، وَمَنْ عَصَى مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدْ عَصَى اللهَ، وَمُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرْقٌ بَيْنَ النَّاسِ، أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ أَيْضًا–

'একদল ফেরেশতা নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকটে আসলেন। তখন তিনি ঘুমিয়ে ছিলেন। তাদের কেউ কেউ বললেন, তিনি ঘুমন্ত। আবার কেউ বললেন, নিশ্চয়ই তার চোখ ঘুমন্ত, কিন্তু অন্তর জাগ্রত। অতঃপর তারা বলাবলি করল, তোমাদের এই সাথীর একটি দৃষ্টান্ত রয়েছে। সুতরাং তোমরা তার দৃষ্টান্ত পেশ কর। তাদের কেউ বলল, তিনি তো ঘুমিয়ে আছেন। আবার কেউ বলল, তার চোখ ঘুমিয়ে আছে, কিন্তু তার অন্তর জাগ্রত। তারা বলল, তার দৃষ্টান্ত ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যে একটি বাড়ী নির্মাণ করল। সেখানে খাবারের ব্যবস্থা করে একজন আহ্বায়ককে পাঠাল লোকদেরকে আহ্বান করতে। যে আহ্বায়কের ডাকে সাড়া দিল, সে গৃহে প্রবেশ করল এবং খাবার খেল। পক্ষান্তরে যে আহ্বায়কের ডাকে সাড়া দিল না, সে গৃহে প্রবেশও করল না এবং খাবারও খেল না। অতঃপর তারা বলল, তোমরা এর ব্যাখ্যা করে দাও যাতে তিনি বুঝতে পারেন। তাদের কেউ বলল, তিনি ঘুমন্ত। আবার কেউ বলল, নিশ্চয়ই তার চোখ ঘুমন্ত, কিন্তু অন্তর জাগ্রত। তারপর তারা বলল, গৃহটি হ'ল জান্নাত আর দাঈ বা আহ্বায়ক হ'লেন মুহাম্মাদ (ছাঃ)। সুতরাং যে ব্যক্তি মুহাম্মাদের আনুগত্য করল, সে আল্লাহ্র আনুগত্য করল। আর যে তার অবাধ্যতা করল, সে আল্লাহ্র অবাধ্যতা করল। মুহাম্মাদ (ছাঃ) হ'লেন লোকদের মধ্যে হক ও বাতিলের পার্থক্যকারী মানদণ্ড'।[১৪]

(৩) আবু মূসা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, নবী (ছাঃ) বলেন,

إِنَّمَا مَثَلِي وَمَثَلُ مَا بَعَثَنِي اللهُ بِهِ، كَمَثَلِ رَجُلٍ أَتَى قَوْمًا فَقَالَ: يَا قَوْمِ، إِنِّي رَأَيْتُ الجَيْشَ بِعَيْنَيَّ، وَإِنِّي أَنَا النَّذِيرُ العُرْيَانُ، فَالنَّجَاءَ فَأَطَاعَهُ طَائِفَةٌ مِنْ قَوْمِهِ، فَأَدْلَجُوا، فَانْطَلَقُوا عَلَى مَهَلِهِمْ فَنَجَوْا، وَكَذَّبَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ، فَأَصْبَحُوا مَكَانَهُمْ، فَصَبَّحَهُمُ الجَيْشُ فَأَهْلَكَهُمْ وَاجْتَاحَهُمْ، فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ أَطَاعَنِي فَاتَّبَعَ مَا جِئْتُ بِهِ، وَمَثَلُ مَنْ عَصَانِي وَكَذَّبَ بِمَا جِئْتُ بِهِ مِنَ الحَقِّ–

১৪. বুখারী হা/৭২৮১।

‘আমার ও আমাকে আল্লাহ যা দিয়ে পাঠিয়েছেন এ দু’য়ের দৃষ্টান্ত হ’ল ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যে কোন এক সম্প্রদায়ের নিকট এসে বলল, হে আমার সম্প্রদায়! আমি নিজ চোখে শত্রুবাহিনীকে দেখলাম। নিশ্চয়ই আমি একজন স্পষ্ট সতর্ককারী। সুতরাং বাঁচো বাঁচো। ফলে তার সম্প্রদায়ের কিছু মানুষ তার কথা মান্য করল। তারা রাতেই পথ চলল এবং সময় থাকতেই নিরাপদ স্থানে চলে গেল। ফলে তারা বেঁচে গেল। আর তাদের মধ্যে একদল তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করল এবং তারা তাদের স্বস্থানেই ভোর করল। ফলে শত্রুবাহিনী সকালে সেখানে তাদেরকে পেয়ে নির্মূল করল। এটিই হ’ল ঐ দু’ব্যক্তির দৃষ্টান্ত যে আমার ইত্তেবা করল এবং আমি যা নিয়ে এসেছি তার অনুসরণ করল আর যে আমার অবাধ্যতা করল এবং আমি যে হক নিয়ে এসেছি তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করল’।[১৫]

(৪) আবু রাফে‘ (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, لَا أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ مُتَّكِئًا عَلَى أَرِيكَتِهِ يَأْتِيهِ الْأَمْرُ مِنْ أَمْرِي مِمَّا أَمَرْتُ بِهِ أَوْ نَهَيْتُ عَنْهُ فَيَقُولُ لَا نَدْرِي مَا وَجَدْنَا فِي كِتَابِ اللهِ اتَّبَعْنَاهُ (وَإِلَّا فَلَا)- ‘আমি তোমাদের কাউকে তার নকশাখচিত খাটে হেলান দেয়া অবস্থায় পাব। তার নিকটে যখন এমন কোন বিষয় আসবে যে ব্যাপারে আমি (সুনির্দিষ্ট) নির্দেশনা প্রদান করেছি অথবা তা করতে আমি নিষেধ করেছি, তখন সে বলে, (এতো কিছু) আমি জানি না, আমি যা কিছু আল্লাহ্র কিতাবে পেয়েছি তারই অনুসরণ করব। (এছাড়া অন্য কিছুর অনুসরণ করব না)’।[১৬]

(৫) মিক্বদাম বিন মা‘দীকারিব (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) বলেন,

أَلَا إِنِّي أُوتِيتُ الْقُرْآنَ، وَمِثْلَهُ مَعَهُ أَلَا يُوشِكُ رَجُلٌ شَبْعَانُ عَلَى أَرِيكَتِهِ يَقُولُ عَلَيْكُمْ بِهَذَا الْقُرْآنِ فَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَلَالٍ فَأَحِلُّوهُ، وَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ

---

১৫. বুখারী হা/৭২৮৩; মুসলিম হা/২২৮৩।

১৬. আহমাদ; আবুদাঊদ হা/৪৬০৫; তিরমিযী হা/২৬৬৩; ইবনু মাজাহ হা/১৩; ত্বাহাবী, শারহু মা‘আনিল আছার হা/৬৪১২-১৩, সনদ ছহীহ।

Contents

حَرَامٍ فَحَرِّمُوهُ، أَلَا لَا يَحِلُّ لَكُمْ لَحْمُ الْحِمَارِ الْأَهْلِيِّ، وَلَا كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبُعِ، وَلَا لُقَطَةُ مُعَاهِدٍ، إِلَّا أَنْ يَسْتَغْنِيَ عَنْهَا صَاحِبُهَا، وَمَنْ نَزَلَ بِقَوْمٍ فَعَلَيْهِمْ أَنْ يَقْرُوهُ فَإِنْ لَمْ يَقْرُوهُ فَلَهُ أَنْ يُعْقِبَهُمْ بِمِثْلِ قِرَاهُ-

'জেনে রাখো! আমি কুরআন প্রাপ্ত হয়েছি ও তার ন্যায় আরেকটি বস্তু। সাবধান! এমন একটি সময় আসছে যখন বিলাসী মানুষ তার গদিতে বসে বলবে, তোমাদের জন্য এ কুরআনই যথেষ্ট। সেখানে যা হালাল পাবে, তাকেই হালাল জানবে এবং সেখানে যা হারাম পাবে, তাকেই হারাম জানবে। যদিও আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) যা হারাম করেছেন, তা আল্লাহ কর্তৃক হারাম করার ন্যায়। সাবধান! তোমাদের জন্যে গৃহপালিত গাধা বৈধ নয়, প্রত্যেক নখওয়ালা হিংস্র প্রাণীও নয়, অঙ্গীকারাবদ্ধ কাফেরের কুড়িয়ে পাওয়া হারানো বস্তুও নয়, তবে মালিক যদি তা প্রয়োজন মনে না করে। কেউ যদি কোন কওমের নিকট অতিথি হিসাবে অবতরণ করে, তাহ'লে তাদের উচিত তার আপ্যায়নের ব্যবস্থা করা। আর যদি তারা তাকে আপ্যায়ন না করে, তাহ'লে সে তার আতিথেয়তার মতই তাদের নিকট থেকে বদলা নিবে'।[১৭]

(৬) আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, تَرَكْتُ فِيكُمْ شَيْئَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُمَا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللهِ وَسُنَّتِي وَلَنْ يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْضَ- 'আমি তোমাদের মাঝে দু'টি জিনিস রেখে যাচ্ছি। যতদিন তোমরা এ দু'টিকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরে থাকবে ততদিন পথভ্রষ্ট হবে না। তা হ'ল আল্লাহ্র কিতাব ও আমার সুন্নাত। হাওযে কাওছারে আমার নিকট উপস্থিত হওয়া পর্যন্ত এ দু'টি কখনো পৃথক হবে না'।[১৮]

---

১৭. আবুদাঊদ হা/৪৬০৪; তিরমিযী হা/২৬৬৩-৬৪; হাকেম (হা/৩৭১) ছহীহ বলেছেন। আহমাদ (১৭২১৩) ছহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন।

১৮. মালেক (হা/৩৩৩৮) মুরসাল সূত্রে ও হাকেম (হা/৩১৯) মুসনাদ সূত্রে হাদীছটি বর্ণনা করেছেন এবং তিনি একে ছহীহ বলেছেন।

উল্লেখিত আয়াত ও হাদীছসমূহের সারমর্ম :

কুরআন মাজীদের উপরোক্ত আয়াত সমূহ ও হাদীছ সমূহে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয় রয়েছে। এর সারনির্যাস নিম্নরূপ:

(১) আল্লাহ্র ফায়ছালা এবং তাঁর রাসূলের ফায়ছালার মাঝে কোন পার্থক্য নেই। এদু'য়ের কোনটিরই বিরোধিতা করার এখতিয়ার মুমিনের নেই। রাসূল (ছাঃ)-এর অবাধ্যতা করা আল্লাহ্র অবাধ্যতা করার মতই এবং এটা সুস্পষ্ট গোমরাহী।

(২) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আগে বাড়া যেমন জায়েয নয়, তেমনি আল্লাহ তা'আলার আগে বাড়াও জায়েয নয়। এতে সুন্নাতের বিরোধিতা করা নাজায়েয হওয়ার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, أَيْ لَا تَقُولُوا حَتَّى يَقُولَ، وَلَا تَأْمُرُوا حَتَّى يَأْمُرَ، وَلَا تُفْتُوا حَتَّى يُفْتِيَ، وَلَا تَقْطَعُوا أَمْرًا حَتَّى يَكُونَ هُوَ الَّذِي يَحْكُمُ فِيهِ وَيَمْضِي- 'তিনি না বলা পর্যন্ত তোমরা বল না, তিনি আদেশ না দেওয়া পর্যন্ত তোমরা আদেশ দিও না, তিনি ফৎওয়া না দেওয়া পর্যন্ত তোমরা ফৎওয়া দিও না, তোমরা কোন বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত প্রদান করো না, যতক্ষণ না তিনি সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত দেন এবং তা বাস্তবায়ন করেন'।[১৯]

(৩) রাসূল (ছাঃ)-এর আনুগত্য হ'তে বিমুখ হওয়া কাফেরদের স্বভাব।

(৪) রাসূল (ছাঃ)-এর আনুগত্যকারী মূলতঃ আল্লাহ্রই আনুগত্যকারী।

(৫) দ্বীনের কোন বিষয়ে মতভেদ ও বিরোধ দেখা দিলে সে বিষয়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে প্রত্যাবর্তন করা আবশ্যক। ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, 'আল্লাহ তা'আলা তাঁর আনুগত্য করতে এবং তাঁর রাসূলের আনুগত্য করতে নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি وَأَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ ক্রিয়াটিকে পুনরায় উল্লেখ করেছেন একথা বুঝানোর জন্য যে, স্বতন্ত্রভাবে রাসূলের আনুগত্য করা ওয়াজিব এবং তার নির্দেশকে কুরআনের নিকট পেশ করার প্রয়োজন নেই। বরং তিনি কোন বিষয়ে নির্দেশ দিলে তা নিঃশর্তভাবে পালন করা ওয়াজিব। সে বিষয়ে কুরআনে কোন নির্দেশনা থাকুক বা না থাকুক। কেননা তাঁকে কুরআন দেওয়া হয়েছে এবং তার সাথে অনুরূপ কিছু (হাদীছ) দেওয়া হয়েছে'। কিন্তু 'উলুল

---

১৯. ই'লামুল মুওয়াক্কিঈন ১/৫৮।

আমর'-এর আনুগত্য নিঃশর্তভাবে করতে আদেশ করেননি। বরং ক্রিয়াটিকে বিলুপ্ত করে তাদের আনুগত্যকে রাসূলের আনুগত্যের আওতাভুক্ত করেছেন'।[২০] আর এ বিষয়ে আলেমগণ একমত যে, আল্লাহ্র দিকে ফিরে যাওয়ার অর্থ হ'ল তাঁর কিতাবের দিকে ফিরে যাওয়া। আর রাসূলের দিকে ফিরে যাওয়া বলতে তাঁর জীবদ্দশায় তাঁর নিকট যাওয়া এবং তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর সুন্নাতের দিকে ফিরে যাওয়া বুঝানো হয়েছে। এটি ঈমানের অন্যতম শর্তও বটে।

(৬) মতানৈক্যের সময় তা থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য সুন্নাহ্র দিকে ফিরে না গিয়ে মতভেদকে মেনে নেওয়াই শারঈ দৃষ্টিকোণে মুসলমানদের সকল চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হওয়া এবং তাদের শৌর্য-বীর্য শক্তি-সামর্থ্য হারানোর একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ।

(৭) রাসূল (ছাঃ)-এর বিরুদ্ধাচরণ হ'তে সতর্ক করা হয়েছে। কেননা এতে দুনিয়া ও আখেরাতে অশুভ পরিণতি রয়েছে।

(৮) রাসূল (ছাঃ)-এর নির্দেশ অমান্যকারীরা দুনিয়াতে ফিৎনা-ফাসাদ এবং আখিরাতে মর্মান্তিক শাস্তির অধিকারী হয়ে যায়।

(৯) রাসূল (ছাঃ)-এর দাওয়াত ও তাঁর আদেশ মেনে চলা ওয়াজিব। আর এটি দুনিয়া ও আখিরাতে পবিত্র জীবন ও সফলতার চাবিকাঠি।

(১০) নবীর আনুগত্য জান্নাতে প্রবেশ এবং মহা সফলতার মাধ্যম। পক্ষান্তরে তাঁর অবাধ্যতা এবং তার নির্ধারিত সীমা অতিক্রম করা জাহান্নামে প্রবেশ ও লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি ভোগের কারণ।

(১১) মুনাফিকরা যারা বাহ্যিকভাবে নিজেদেরকে মুসলিম পরিচয় দেয়, কিন্তু অন্তরে কুফরী লালন করে তাদের বৈশিষ্ট্য হ'ল যখন তাদেরকে মীমাংসার জন্য রাসূল (ছাঃ) ও তাঁর সুন্নাতের দিকে আহ্বান করা হয়, তখন তারা তাতে সাড়া দেয় না। বরং তা থেকে কঠিনভাবে মানুষদেরকে বাধা দেয়।

(১২) মুমিনগণ মুনাফিকদের বিপরীত। কেননা যখন তাদেরকে রাসূলের নিকট ফায়ছালার জন্য আহ্বান জানানো হয় তখন তারা দ্রুত সাড়া দেন এবং তৎক্ষণাৎ অন্তরে ও মুখে বলেন, سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا 'আমরা শুনলাম ও মেনে নিলাম'। ফলে তারা সফলকাম ও জান্নাতুন নাঈম লাভে ধন্য হন।

২০. ঐ, ১/৫৪।

(১৩) রাসূল (ছাঃ) আমাদেরকে যা কিছু করতে আদেশ করেছেন তার অনুসরণ করা আমাদের ওপর ওয়াজিব। তেমনি তিনি যা কিছু থেকে আমাদেরকে নিষেধ করেছেন তা থেকে বেঁচে থাকাও ওয়াজিব।

(১৪) আমরা যদি আল্লাহ ও পরকালকে চাই তাহ'লে আমাদের দ্বীনী সকল বিষয়ে তিনি আমাদের আদর্শ ও নমুনা।

(১৫) যা কিছু রাসূল (ছাঃ)-এর যবান থেকে নির্গত হয়েছে তা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে অহী। চাই তা দ্বীন সম্পর্কিত হোক বা এমন অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে হোক, যা বিবেক ও অভিজ্ঞতা দ্বারা জানা যায় না। আগে-পিছে কোন দিক থেকেই বাতিল তাকে স্পর্শ করতে পারে না।

(১৬) রাসূলের সুন্নাত তাঁর ওপর নাযিলকৃত কুরআনের ব্যাখ্যা।

(১৭) কুরআন সুন্নাহ থেকে বিমুখ করে না; বরং সুন্নাহ্র অনুসরণ ও অনুকরণ কুরআনের মতই ওয়াজিব। যে ব্যক্তি সুন্নাহ হ'তে বিমুখ সে রাসূলের বিরোধী এবং তাঁর অবাধ্য। এর মাধ্যমে সে পূর্বোল্লেখিত আয়াতগুলিরও বিরোধী সাব্যস্ত হবে।

(১৮) আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) যা হারাম করেছেন তা আল্লাহ কর্তৃক হারাম করার মতই। অনুরূপ তিনি যা কিছু নিয়ে এসেছেন যা কুরআনে নেই তা কুরআনে থাকার মতই। রাসূল (ছাঃ) বলেন, أَلَا إِنِّي أُوتِيتُ الْقُرْآنَ، وَمِثْلَهُ مَعَهُ 'সাবধান! আমাকে কুরআন দেয়া হয়েছে এবং তার সাথে অনুরূপ কিছু (অর্থাৎ হাদীছ) দেয়া হয়েছে'।

(১৯) কুরআন ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরাই পদস্খলন ও ভ্রষ্টতা থেকে নিরাপদ থাকার উপায়। এ বিধান ক্বিয়ামত পর্যন্ত জারী থাকবে। সুতরাং আল্লাহ্র কিতাব (কুরআন) ও তাঁর নবীর সুন্নাতের মাঝে পার্থক্য করা জায়েয নয়।

সকল যুগে আক্বীদা ও আহকামে সুন্নাহ্র ইত্তেবা আবশ্যক :

প্রিয় ভ্রাতৃমণ্ডলী! কিতাব ও সুন্নাতের পূর্বোল্লেখিত দলীলগুলি অকাট্যভাবে নির্দেশ করে যে, নবী করীম (ছাঃ) যা কিছু নিয়ে এসেছেন, সেগুলি নিঃশর্তভাবে মেনে চলা ওয়াজিব। যে ব্যক্তি সুন্নাতের মাধ্যমে ফায়ছালা করানোর এবং এর প্রতি অনুগত হ'তে সম্মত হয় না, সে মূলতঃ মুমিন নয়।

তাই দু'টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই, যা সুন্নাত দ্বারা বুঝা যায়।

(১) কুরআন ও সুন্নাহ্র উপরোক্ত দলীলসমূহ ঐ সকল ব্যক্তিকে শামিল করে, ক্বিয়ামত পর্যন্ত যাদের নিকট এই দাওয়াত পৌঁছবে। এ বিষয়টি আল্লাহ তা'আলার নিম্নোক্ত বাণীতে সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়। মহান আল্লাহ বলেন, لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ 'যাতে এর দ্বারা আমি ভয় প্রদর্শন করি তোমাদের ও যাদের কাছে এটি পৌঁছবে তাদের' *(আন'আম ৬/১৯)*। আল্লাহ আরো বলেন, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيْراً وَنَذِيْراً– 'আর আমরা তোমাকে সমগ্র মানবজাতির জন্য (জান্নাতের) সুসংবাদদাতা ও (জাহান্নামের) ভয় প্রদর্শনকারী হিসাবে প্রেরণ করেছি' *(সাবা ৩৪/২৮)*।

রাসূল (ছাঃ) উল্লেখিত বিষয়টিকে হাদীছের মাধ্যমে এভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً– 'অন্য নবীকে পাঠানো হ'ত সুনির্দিষ্ট জাতির নিকট আর আমি প্রেরিত হয়েছি সকল মানুষের নিকট'।[২১] তিনি আরো বলেন, وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَا يَسْمَعُ بِي رَجُلٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَلَا يَهُودِيٌّ وَلَا نَصْرَانِيٌّ ثُمَّ لَمْ يُؤْمِنْ بِي إِلَّا كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ– 'সেই সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে, এই উম্মতের কোন ব্যক্তি এবং কোন ইহুদী বা খৃষ্টান যে আমার সম্পর্কে শুনল অথচ আমার প্রতি ঈমান আনল না, সে জাহান্নামীদের অন্তর্ভুক্ত হবে'।[২২]

(২) উক্ত দলীলগুলি দ্বীনের সকল বিষয়কে শামিল করে। আক্বীদা বা আমলের ক্ষেত্রে কোন পার্থক্য নেই। প্রত্যেক ছাহাবীর ওপর যেমন ওয়াজিব ছিল নবী করীম (ছাঃ)-এর পক্ষ হ'তে কোন কিছু তাঁর নিকট পৌঁছলে তার প্রতি ঈমান আনা। তেমনিভাবে তাবেঈর ওপর ওয়াজিব ছিল কোন ছাহাবীর পক্ষ হ'তে তাঁর নিকট পৌঁছলে তার প্রতি বিশ্বাস রাখা। অনুরূপভাবে কোন ছাহাবীর জন্য

---

২১. বুখারী হা/৪৩৮; মুসলিম হা/৫২১।
২২. মুসলিম হা/১৫৩; ইবনু মানদাহ, আত-তাওহীদ হা/১৪৯; সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৫৭।

জায়েয হ'ত না আক্বীদার ক্ষেত্রে নবী করীম (ছাঃ)-এর কোন হাদীছ শোনার পর তা প্রত্যাখ্যান করা এই যুক্তিতে যে, তা খবরে আহাদ। তিনি তাঁর মতই একজন মাত্র ছাহাবীর নিকট হ'তে তা শুনেছেন। তদ্রূপ একই কারণ দেখিয়ে পরবর্তীদের জন্যও তা প্রত্যাখ্যান করা বৈধ নয়, যদি সংবাদ বাহক তার নিকট বিশ্বস্ত হয়। এভাবেই ক্বিয়ামত পর্যন্ত চলা উচিত। এ বিষয়টি তাবেঈ ও মুজতাহিদ ইমামগণের যুগে এভাবেই চলতো। এ বিষয়ে একটু পরেই ইমাম শাফেঈর বক্তব্য তুলে ধরা হবে।

সুন্নাতকে ফায়ছালাকারী হিসাবে গ্রহণ করার ব্যাপারে পরবর্তীদের শিথিলতা :

ছাহাবী ও তাবেঈগণ তাদের পরে এমন প্রজন্ম রেখে গেলেন, যারা নবীর সুন্নাতকে বিনষ্ট ও তার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করল এমন কিছু মূলনীতির কারণে, যা কিছু ধর্মতাত্ত্বিক তৈরী করেছে এবং এমন কিছু কায়েদার কারণে, যা কিছু উছূলবিদ ও মুক্বাল্লিদ ফক্বীহ দাবী করেছেন। এর ফলাফল হ'ল সুন্নাতের প্রতি এমন অবহেলা যা অনেক ক্ষেত্রেই তার প্রতি সন্দেহের জন্ম দিয়েছে। আবার আরেক দল তাদের তৈরীকৃত উছূল ও কায়েদা বিরোধী হওয়ায় হাদীছের অনেকাংশকে প্রত্যাখ্যান করেছে। ফলে তাদের নিকট আয়াতের অর্থ পরিবর্তন হয়ে গেছে। তাদের মূলনীতি ও কায়েদাগুলিকে সুন্নাতের আলোকে যাচাই না করে এবং তাকে শারঈ বিষয়ে মীমাংসার মানদণ্ড হিসাবে মেনে না নিয়ে উল্টোটা করেছে। তারা সুন্নাতকে যাচাই করেছে তাদের স্বরচিত কায়েদা ও মূলনীতির মানদণ্ডে। এক্ষেত্রে সুন্নাতের যা কিছু তাদের মূলনীতির অনুকূলে মনে হয়েছে তা তারা গ্রহণ করেছে। অন্যথা তা প্রত্যাখান করেছে। এভাবে নবী করীম (ছাঃ) এবং মুসলিমের মাঝের সম্পর্ক সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। বিশেষ করে তাদের পরবর্তীদের নিকট। ফলে তারা নবী করীম (ছাঃ), তাঁর আক্বীদা, সীরাত, ইবাদত, ছিয়াম-কিয়াম, হজ্জ, আহ্‌কাম ও ফৎওয়া সম্পর্কে অজ্ঞতায় ডুবে গেছে। তাদেরকে যদি উল্লেখিত বিষয়গুলির কোন একটি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়, তাহ'লে তারা আপনাকে জবাব দিবে যঈফ হাদীছ দ্বারা অথবা ভিত্তিহীন হাদীছ দ্বারা অথবা অমুকের মাযহাব দ্বারা। যদি এ বিষয়ে ঐক্যমত পাওয়া যায় যে, তা ছহীহ হাদীছ বিরোধী এবং তাদেরকে বিষয়টি অবহিত করা হ'লেও তারা সেদিকে দৃকপাত করে না এবং তার দিকে ফিরে যেতেও সম্মত হয় না। এক্ষেত্রে তারা এমন

কিছু সংশয়ের সৃষ্টি করে যা এখানে উল্লেখ করার অবকাশ নেই। এ সবকিছুর পেছনে রয়েছে তাদের সেই সমস্ত উছূল ও কায়েদা, যার সম্পর্কে পূর্বেই ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে। তন্মধ্যে কিছুটা অচিরেই উল্লেখ করা হবে ইনশাআল্লাহ।

এই মহামারী ব্যাপক আকার ধারণ করেছে এবং পুরো মুসলিম বিশ্ব, গবেষণা পত্রিকা সমূহ এবং ধর্মীয় বই-পুস্তকগুলিকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। কেবল সল্পসংখ্যক লোক তা থেকে মুক্ত রয়েছে। তাই আপনি কিছুসংখ্যক লোক ব্যতীত কিতাব ও সুন্নাহ্‌র আলোকে ফৎওয়া দেন এমন ব্যক্তিকে পাবেন না। বরং তাদের অধিকাংশই চার মাযহাবের কোন একটির ওপর নির্ভরশীল। কখনো বা এর বাইরেও যায় যদি তাদের ধারণা অনুযায়ী তাতে ভাল কিছু আছে বলে মনে হয়। পক্ষান্তরে হাদীছকে তারা বেমা'লূম ভুলে গেছে। তবে তারা কল্যাণকর মনে করলে কিছু কিছু ক্ষেত্রে তা গ্রহণ করেন। যেমন তাদের কেউ কেউ এক সাথে তিন তালাকের ব্যাপারে ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর হাদীছের ক্ষেত্রে করেছেন। রাসূল (ছাঃ)-এর যামানায় তা এক তালাক হিসাবে গণ্য করা হ'ত। তারা এটাকে অগ্রাধিকারযোগ্য মাযহাব হিসাবে ধরে নিয়েছেন। কিন্তু উক্ত মূলনীতি তৈরী করার পূর্বে তারা এর সমালোচনা করেছেন।

পরবর্তীদের নিকট সুন্নাত যেন এক অপরিচিত বস্তু :

এ যুগে সুন্নাতের অপরিচিত হওয়ার এবং আলেম-ওলামা ও মুফতীদের অজ্ঞতার একটি দলীল হ'ল সেই উত্তর, যা একটি প্রসিদ্ধ ইসলামী পত্রিকা দিয়েছে। 'প্রাণীদেরও কি পুনরুত্থান হবে'? এ প্রশ্নের জবাবে বলা হয়েছে, 'ইমাম আলূসী (রহঃ) তাঁর তাফসীরে বলেছেন, 'এ ব্যাপারে অর্থাৎ প্রাণীদের পুনরুত্থান বিষয়ে কিতাব ও সুন্নাতে এমন কোন নির্ভরযোগ্য দলীল নেই যা দ্বারা মানুষ ও জ্বিন ব্যতীত অন্যান্য পশু-পাখিকে হাশরের মাঠে উপস্থিত করার প্রমাণ পাওয়া যায়'। উত্তরদাতা আলূসীর বক্তব্যকে ভিত্তি করেই জবাব দিয়েছেন, যা খুবই বিস্ময়কর। এটা দ্বারা খুব সহজেই আপনারা বুঝতে পারেন যে, সুন্নাতের জ্ঞানের প্রতি আলেম-ওলামার অবহেলা কোন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে! অন্যদের কথা বাদই দিলাম। অথচ একাধিক হাদীছ দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত যে, প্রাণীকুলকেও হাশরের মাঠে উপস্থিত করা হবে এবং সেগুলির পরস্পরের ক্বিছাছ তথা বদলা দিয়ে দেওয়া হবে। যেমন ছহীহ মুসলিমে বর্ণিত আছে, لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَى أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، حَتَّى يُقَادَ لِلشَّاةِ

الْجَلْحَاءِ، مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ– 'ক্বিয়ামতের দিন যাবতীয় হক তার প্রাপককে দিয়ে দেওয়া হবে। এমনকি শিংবিহীন ছাগলের বদলা শিং বিশিষ্ট ছাগলের কাছ থেকে দিয়ে দেওয়া হবে'।[২৩]

অনুরূপভাবে ইবনু ওমর (রাঃ) প্রমুখ হ'তে বর্ণিত হয়েছে যে, কাফের যখন এমন ক্বিছাছ দেখবে তখন বলবে, يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا 'হায়! আমি যদি মাটি হতাম'! *(নাবা ৭৮/৪০)*।

পরবর্তীদের যেসব মূলনীতির কারণে সুন্নাহ পরিত্যক্ত হয়েছে :

কি সেই উছূল ও কায়েদা, যা পরবর্তীরা তৈরী করেছে? এমনকি তা তাদেরকে সুন্নাতের অধ্যয়ন ও অনুসরণ হ'তে বিরত রেখেছে? এ প্রশ্নের জবাবে আমি বলব, এ সকল মূলনীতির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'ল-

১. কিছু ধর্মতাত্ত্বিকের বক্তব্য হল, আহাদ হাদীছ দ্বারা আক্বীদা সাব্যস্ত হ'তে পারে না। বর্তমান কিছু মুসলিম দাঈ স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, আহাদ হাদীছ দ্বারা আক্বীদা গ্রহণ করা বৈধ নয়, বরং হারাম।

২. অনুসরণীয় মাযহাবগুলির কিছু কায়েদা ও উছূল। তন্মধ্যে বর্তমানে যেসব মনে পড়ছে তা হল, যেমন (ক) খবরে ওয়াহেদের ওপর ক্বিয়াসকে প্রাধান্য দেওয়া।[২৪] (খ) উছূল বিরোধী হ'লে খবরে ওয়াহেদকে প্রত্যাখ্যান করা।[২৫] (গ) কুরআনের আয়াতের চেয়ে বেশী হুকুম বহন করে এমন হাদীছ প্রত্যাখান করা এ দাবীতে যে, তা কুরআন দ্বারা মানসূখ হিসাবে গণ্য হবে। পক্ষান্তরে হাদীছ কুরআনকে মানসূখ করতে পারে না।[২৬] (ঘ) 'আম' ও 'খাছ'-এর মাঝে বৈপরীত্য দেখা দিলে 'আম' বিধানকে প্রাধান্য দেওয়া অথবা খবরে ওয়াহেদ দ্বারা কুরআনের 'আম' বিধানকে 'খাছ' করাকে নাজায়েয মনে করা।[২৭] (ঙ) মদীনাবাসীর আমলকে ছহীহ হাদীছের ওপর প্রাধান্য দেওয়া।

৩. তাক্বলীদকে মাযহাব ও দ্বীন হিসাবে গ্রহণ করা।

---

২৩. মুসলিম হা/২৫৮২; মিশকাত হা/৫১২৮।
২৪. ই'লামুল মুওয়াক্কিঈন, ১/৩২৭, ৩০০; শারহুল মানার, পৃঃ ৬২৩।
২৫. ই'লামুল মুওয়াক্কিঈন, ১/৩২৯; শারহুল মানার. পৃঃ ৬৪৬।
২৬. শারহুল মানার, পৃঃ ৬৪৭; আল-ইহকাম ২/৬৬।
২৭. শারহুল মানার. পৃঃ ২৮৯-২৯৪; ইরশাদুল ফুহূল, পৃঃ ১৩৮-১৩৯, ১৪৩-১৪৪।

২য় অনুচ্ছেদ

হাদীছের ওপর ক্বিয়াসকে প্রাধান্য দেওয়ার অসারতা

ক্বিয়াস অথবা পূর্বোল্লেখিত কায়েদার ভিত্তিতে ছহীহ হাদীছকে প্রত্যাখ্যান করা এবং মদীনাবাসীর আমলের বিরোধী হওয়ায় তা পরিত্যাগ করা পূর্ববর্তী ঐ সকল আয়াত ও হাদীছের স্পষ্ট বিরোধী, যা দ্বারা ইখতেলাফ ও মতানৈক্যের সময় কুরআন ও সুন্নাহ্‌র দিকে ফিরে যাওয়া ওয়াজিব সাব্যস্ত হয়। একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, ঐ সমস্ত কায়েদার কারণে হাদীছকে প্রত্যাখ্যান করা যায় মর্মে সকল আলেম একমত নন; বরং অধিকাংশ আলেম ঐ সকল নিয়ম-নীতির বিরোধিতা করেছেন। তারা কিতাব ও সুন্নাহ্‌র অনুসরণার্থে ছহীহ হাদীছকে সেগুলির ওপর প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। আর কেনইবা দিবেন না! কেননা হাদীছ অনুযায়ী আমল করা ওয়াজিব, যদিও তার বিপরীতে ঐক্যমত আছে বলে ধারণা করা হয়ে থাকে অথবা তা অনুযায়ী কেউ আমল করেছেন মর্মে জানা নাও যায়, তবুও তদনুযায়ী আমল করা ওয়াজিব। ইমাম শাফেঈ (রহঃ) বলেন, وَيَجِبُ أَنْ يُقْبَلَ الْخَبَرُ فِي الْوَقْتِ الَّذِيْ ثَبَتَ فِيْهِ وإِنْ لَمْ يَمْضِ عَمَلٌ مِنَ الْأَئِمَّةِ بِمِثْلِ الْخَبَرِ– 'হাদীছ সাব্যস্ত হওয়ার সাথে সাথে তা গ্রহণ করা ওয়াজিব, যদিও সে অনুযায়ী কোন ইমামের আমল না থাকে'।[২৮]

ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, 'ইমাম আহমাদ (রহঃ) ছহীহ হাদীছের ওপর কোন আমল, রায়, ক্বিয়াস এবং কারো কোন অভিমতকে প্রাধান্য দিতেন না। তিনি বিরোধী সম্পর্কে না জানাকেও প্রাধান্য দিতেন না যাকে অনেকেই 'ইজমা' আখ্যায়িত করেছেন এবং ছহীহ হাদীছের ওপর তাকে প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। ইমাম আহমাদ এমন 'ইজমা'র দাবীদারকে মিথ্যুক মনে করতেন এবং প্রমাণিত হাদীছের ওপর সেটিকে প্রাধান্য দেওয়াকেও বৈধ মনে করতেন না'। অনুরূপভাবে ইমাম শাফেঈ (রহঃ) তাঁর 'রিসালা জাদীদা'তে বলেছেন, 'কোন কিছু সম্পর্কে বিপরীত দলীল জানা না গেলেই তাকে 'ইজমা' বলা হয় না'। ইমাম আহমাদ (রহঃ) সহ সকল ইমামের নিকট রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছই বেশী মর্যাদাপূর্ণ সন্দেহপূর্ণ ইজমার চেয়ে। যার পুঁজি হ'ল বিরোধী

---

২৮. আর-রিসালাহ, পৃঃ ৪৬৩-৪৬৪।

সম্পর্কে না জানা। এমন ইজমা যদি জায়েয হ'ত তাহ'লে কুরআন-সুন্নাহ্র দলীল অকেজো হয়ে যেত। প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য যেকোন মাসআলায় তার বিরোধী সম্পর্কে জানে না তার জন্য এটা জায়েয হয়ে যেত যে, সে তার ঐ অজ্ঞতাকেই (কুরআন-সুন্নাহ্র) দলীলের ওপর প্রাধান্য দিবে'।[২৯]

ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) আরো বলেন, 'সালাফে ছালেহীন কোন রায়, ক্বিয়াস, ইসতিহসান অথবা কোন ব্যক্তির মতামতের ভিত্তিতে- সে যেই হোক না কেন, আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছের বিরোধিতাকারীদেরকে চরম অপসন্দ ও ঘৃণা করতেন। এমন কার্য সম্পাদনকারীদেরকে তারা পরিত্যাগ করতেন এবং যারা তাদেরকে দৃষ্টান্ত হিসাবে উল্লেখ করতেন তাদেরকেও অত্যন্ত ঘৃণা করতেন। রাসূল (ছাঃ) ব্যতীত কারো নিঃশর্ত অনুসরণ করা, তার সব কথা শোনা ও মানা এবং তার আনুগত্য মেনে নেওয়াকে তারা বৈধ মনে করতেন না। তারা রাসূলের কথা অন্তর থেকে গ্রহণ করার ক্ষেত্রে কোন দ্বিধায় ভুগতেন না এবং কোন আমল অথবা ক্বিয়াস অথবা কারো সমর্থন পাওয়ার আশায় বসে থাকতেন না। বরং তারা আল্লাহ তা'আলার নিম্নোক্ত বাণীর প্রতি আমল করতেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ– 'আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোন বিষয়ে ফায়ছালা দিলে কোন মুমিন পুরুষ বা নারীর সে বিষয়ে নিজস্ব কোন ফায়ছালা দেওয়ার এখতিয়ার নেই' *(আহ্যাব ৩৩/৩৬)*।

এ জাতীয় আরো অনেক উদাহরণ পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

আমরা এমন যামানায় পৌঁছেছি যে, যদি কাউকে বলা হয়, রাসূল (ছাঃ) থেকে প্রমাণিত তিনি এরূপ এরূপ বলেছেন, তখন সে বলে, এটা কার উক্তি? কথার শুরুতেই সে বাধা দিতে চায় এবং সেটা কেউ না জানাকে তার হাদীছ বিরোধিতা ও হাদীছের প্রতি আমল পরিত্যাগ করার জন্য যুক্তি হিসাবে দাঁড় করায়।

যদি সে নিজেকে উপদেশ দিত তাহ'লে অবশ্যই জানতে পারতো যে, তার এমন বক্তব্য একেবারেই অনর্থক ও বাতিল। এমন অজ্ঞতাহেতু রাসূল (ছাঃ)-

২৯.ই'লামুল মুওয়াক্কিঈন, ১/৩২-৩৩।

এর সুন্নাতকে পরিত্যাগ করা তার জন্য বৈধ নয়। এর চেয়ে বড় নিকৃষ্ট হ'ল তার অজ্ঞতার ওযর পেশ করা। যেহেতু সে বিশ্বাস করে যে, ঐ সুন্নাতের বিপরীতে ইজমা সংঘটিত হয়েছে। এটা তো মুসলিমদের জামা'আত সম্পর্কে খারাপ ধারণা পোষণ করার নামান্তর। কেননা সে এর মাধ্যমে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাতের বিপরীতে মুসলিমদের ইজমা হওয়ার অপবাদ দিয়েছে। তার চেয়ে জঘন্য হ'ল এই ইজমার দাবীর ক্ষেত্রে তার ওযর পেশ করা আর তা হ'ল যার বক্তব্য হাদীছের অনুকূলে তার সম্পর্কে অজ্ঞতা। এর শেষ ফল হ'ল সুন্নাতের ওপর তার অজ্ঞতাকেই প্রাধান্য দেওয়া! আল্লাহ সহায় হৌন![৩০]

আমি বলেছি, এটা তো ঐ ব্যক্তির কথা যে এ ধারণার বশবর্তী হয়ে সুন্নাতের বিরোধিতা করে যে সকল আলেম এর বিপরীতে একমত পোষণ করেছেন। তাহ'লে যে ব্যক্তি এটা জানার পরেও সুন্নাতের বিরোধিতা করে, যে অনেক আলেম এমনটি বলেছেন তার অবস্থা কি হবে? আর যে এর বিরোধিতা করে তার কোন দলীল নেই পূর্বোল্লেখিত কায়েদাগুলি অথবা তাক্বলীদ ব্যতীত। এ বিষয়ে চতুর্থ অনুচ্ছেদে আলোচিত হবে।

হাদীছের ওপর ক্বিয়াস ও উছূলকে প্রাধান্য দেওয়ার ভুলের কারণ :

আমার দৃষ্টিতে তাদের উল্লেখিত কায়েদাগুলিকে সুন্নাতের ওপর প্রাধান্য দেওয়ার মত বড় ভুলের মূল কারণ হ'ল সুন্নাতের প্রতি তাদের দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে, সুন্নাহ তা কুরআনের মর্যাদা হ'তে ভিন্নতর মর্যাদায়। অপরদিকে সুন্নাত প্রমাণিত কি-না এ ব্যাপারে তাদের মনে সন্দেহ-সংশয় রয়েছে। তা যদি না হয় তাহ'লে তার ওপর ক্বিয়াসকে প্রাধান্য দেওয়া তাদের জন্য কি করে জায়েয হয়? অথচ এটা স্বতঃসিদ্ধ যে, ক্বিয়াস রায় ও ইজতিহাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। যা ভুলও হ'তে পারে, এটা সকলেরই জানা। সেজন্য এ দু'টির আশ্রয় নেওয়া হয় কেবল বিশেষ প্রয়োজনে। যেমন ইমাম শাফেঈ (রহঃ) বলেন, لاَ يَحِلُّ الْقِيَاسُ وَالْخَبَرُ مَوْجُوْدٌ– 'হাদীছ মওজূদ থাকতে ক্বিয়াস বৈধ নয়'।

আর কিভাবেই বা কতিপয় নগরীর অধিবাসীদের আমলকে রাসূলের সুন্নাতের ওপর প্রাধান্য দেওয়া তাদের জন্য জায়েয হয়ে যায়? অথচ তারাও জানে যে,

৩০. ঐ, ৩/৪৬৪-৪৬৫।

মতভেদের সময় তার দিকে ফিরে গিয়ে সমাধান খুঁজতে তারাও আদিষ্ট, যা ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে। ইমাম সুবকী (রহঃ) এমন মাযহাবী সম্পর্কে কতই-না সুন্দর কথা বলেছেন, যে হাদীছ পাওয়ার পরও সেটিকে তার মাযহাব হিসাবে গ্রহণ করে না এবং তার অনুসরণীয় মাযহাব ব্যতীত অন্য কোন প্রবক্তা সম্পর্কে জানেও না। তিনি বলেছেন, وَالْأَوْلَى عِنْدِيْ اِتِّبَاعُ الْحَدِيْثِ وَلْيَفْرِضِ الإِنْسَانُ نَفْسهُ بَيْنَ يَدَيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ سَمِعَ ذَلِكَ مِنْهُ أَيَسَعَهُ التَّأَخُّرُ عَنِ الْعَمَلِ بِهِ؟ لَا وَاللهِ وَكُلٌّ أَحَدٍ مُكَلَّفٌ بِحَسْبِ فَهْمِه– 'আমার মতে উত্তম হ'ল হাদীছের অনুসরণ করা। কোন মানুষ নিজেকে নবীর সামনে মনে করুক। এখন তাঁর নিকট থেকে (হাদীছ) শোনার পর সে অনুযায়ী আমল করা থেকে বিলম্ব করার কোন সুযোগ তার আছে কি? আল্লাহ্র কসম করে বলছি, সে সুযোগ নেই। প্রত্যেকের ওপর তার জ্ঞান ও বুঝ অনুযায়ী শরী'আত প্রযোজ্য হবে'।[৩১]

আমি বলেছি, এ কথা আমরা পূর্বে যা বলেছি সেটিকে আরোও শক্তিশালী করে তা হ'ল সুন্নাত সাব্যস্ত হওয়ার ব্যাপারে তাদের মনে সন্দেহ-সংশয়ই তাদেরকে ঐরকম ভুলের মধ্যে নিক্ষেপ করেছে। তারা যদি সে সম্পর্কে জানতো এবং মানত যে রাসূল (ছাঃ) তা বলেছেন, তাহ'লে মুখে ঐ সমস্ত কায়েদা আওড়াত না এবং সেগুলিকে প্রয়োগও করত না। আর সেগুলির কারণে নবী করীম (ছাঃ) থেকে প্রমাণিত শত শত হাদীছের বিরোধিতাও করত না।

তাদের এমন কর্মের ভিত্তি রায়, ক্বিয়াস ও বিশেষ গোষ্ঠীর আমল ব্যতীত কিছুই নয়, যেমনটা আমি পূর্বে উল্লেখ করেছি। বিশুদ্ধ আমল তো সেটিই যা সুন্নাত মোতাবেক হয়ে থাকে। এর ওপর বেশী করা মানে দ্বীনে কোন কিছু সংযোজন করা এবং এর চেয়ে কম করা মানে দ্বীনের মধ্যে সংকোচন করা। ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) উল্লেখিত কম-বেশী করার ব্যাখ্যায় বলেন, فَالْأَوَّلُ

---

৩১. রিসালা : 'মা'না কাওলিল ইমাম আল-মুত্তালাবী ইযা ছহহাল হাদীছু ফাহুওয়া মাযহাবী', মাজমু'আতুর রাসায়েল আল-মুনীরিয়াহ, ৩/১০২।

اَلْقِيَاسُ وَالثَّانِيْ اَلتَّخْصِيْصُ الْبَاطِلُ وَكِلَاهُمَا لَيْسِ مِنَ الدِّيْنِ... 'প্রথমটি ক্বিয়াস আর দ্বিতীয়টি বাতিল 'খাছ'করণ। এ দু'টির কোনটিই দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত নয়। যে ব্যক্তি দলীল সম্পর্কে জানে না, সে কখনো দলীলে নেই এমন কিছুকে তার মধ্যে বৃদ্ধি করে বলবে, এটি ক্বিয়াস। আবার কখনো তার মধ্যে থেকে কিছু কম করবে এবং তাকে তার হুকুম থেকে বের করে দিয়ে বলবে, এটিকে 'খাছ' করা হয়েছে। আবার কখনো দলীলকে সম্পূর্ণরূপে বর্জন করে বলবে, এর ওপর কোন আমল পাওয়া যায় না। অথবা বলবে, এটি ক্বিয়াসের বিরোধী অথবা উছূলের বিরোধী'।

তিনি আরো বলেন, 'আমরা দেখি যখনই কোন ব্যক্তি যত বেশী ক্বিয়াসের মধ্যে মগ্ন হয়েছে ততবেশী সুন্নাতের বিরোধিতা করেছে। রায় ও ক্বিয়াসের অনুসারীরা ব্যতীত সুন্নাত ও আছারের বিরোধী আমরা আর কাউকে দেখি না। এসবের কারণে কত স্পষ্ট ও ছহীহ হাদীছকে ত্যাগ করা হয়েছে! আর কত আছার রয়েছে যার হুকুম এর কারণে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। রায় ও ক্বিয়াসপন্থীদের নিকট হাদীছ ও আছার সমূহ মুখ থুবড়ে পড়েছে এবং তার বিধি-বিধান পরিত্যক্ত হয়েছে। সেটি যেন শাসন ও রাজত্ব হ'তে বিচ্ছিন্ন শাসকের ন্যায়। কেবল এর নাম রয়েছে কিন্তু হুকুম চলে অন্যের। তার কেবল সীলমোহর ও বক্তব্য চলে আর আদেশ-নিষেধ চলে অন্যের। তা না হ'লে কোন যুক্তিতে হাদীছকে পরিত্যাগ করা হয়েছে'?[৩২]

যে সকল মূলনীতির কারণে ছহীহ হাদীছ সমূহের বিরোধিতা করা হয়েছে তার কতিপয় দৃষ্টান্ত :

১. বিবাহের শুরুতেই স্ত্রীর সাথে স্বামীর রাত্রিযাপন বণ্টন সংক্রান্ত হাদীছ। তা এই যে, স্ত্রী কুমারী হ'লে সাত রাত আর বিধবা হ'লে তিন রাত সময় দিতে হবে। অতঃপর সমানভাবে পালা বণ্টিত হবে।

২. ব্যভিচারী অবিবাহিত হ'লে দেশান্তর করার হাদীছ।

৩. হজ্জের শর্ত সংক্রান্ত ও শর্তসাপেক্ষে হালাল হওয়ার বৈধতা সম্পর্কিত হাদীছ।

৩২. ই'লামুল মুওয়াক্কিঈন, ১/২৯৯।

৪. ‘জাওরাব’ বা সুতার তৈরী মোযার ওপর মাসাহ সংক্রান্ত হাদীছ।

৫. বিস্মৃত ও অজ্ঞ ব্যক্তির কথায় ছালাত বাতিল না হওয়া সংক্রান্ত আবূ হুরায়রা ও মু‘আবিয়া ইবনুল হাকাম আস-সালামী (রাঃ)-এর হাদীছ।

৬. ফজরের ছালাত এক রাক‘আত হওয়ার পর সূর্যোদয় হয়ে গেলে ছালাত পূর্ণ করার হাদীছ।

৭. ভুলে খেয়ে ফেলা ব্যক্তির ছিয়াম পূর্ণ করার হাদীছ।

৮. মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে ক্বাযা ছিয়াম পূর্ণ করার হাদীছ।

৯. সুস্থতা লাভের সম্ভাবনা নেই এমন রুগ্ন ব্যক্তির পক্ষ থেকে হজ্জ সম্পাদন সম্পর্কিত হাদীছ।

১০. কসম সহ সাক্ষীর মাধ্যমে বিচার করা সম্পর্কিত হাদীছ।

১১. এক-চতুর্থাংশ দীনার চুরির কারণে চোরের হাত কাটা সম্পর্কিত হাদীছ।

১২. যে ব্যক্তি তার পিতার স্ত্রীকে বিবাহ করবে তার গর্দান কাটা যাবে এবং তার সম্পদ কেড়ে নেওয়া সংক্রান্ত হাদীছ।

১৩. কাফেরের কারণে কোন মুমিনকে হত্যা করা যাবে না সংক্রান্ত হাদীছ।

১৪. হালালকারী ও যার জন্য হালাল করা হয় উভয়ের ওপর আল্লাহ্র অভিসম্পাত সম্পর্কিত হাদীছ।

১৫. অলী বা অভিভাবক ব্যতীত বিবাহ শুদ্ধ নয় সম্পর্কিত হাদীছ।

১৬. তিন তালাক প্রাপ্তা নারীর কোন বাসস্থান ও খরচ পাওয়ার অধিকার নেই সংক্রান্ত হাদীছ।

১৭. ‘তুমি তাকে লোহার একটি আংটি দিয়ে হ’লেও মোহরানা দাও’ শীর্ষক হাদীছ।

১৮. ঘোড়ার গোশত হালাল সম্পর্কিত হাদীছ।

১৯. সকল প্রকার নেশা সৃষ্টিকারী দ্রব্য হারাম সম্পর্কিত হাদীছ।

২০. পাঁচ ওয়াসাক্বের কম হ’লে তাতে যাকাত নেই মর্মে বর্ণিত হাদীছ।

২১. বরগা ও ইজারা চাষ সম্পর্কিত হাদীছ।

২২. পশুকে যবেহ করা তার গর্ভে থাকা বাচ্চার জন্য যথেষ্ট মর্মের হাদীছ।

২৩. বন্ধক রাখা পশুতে আরোহণ করা এবং দুধ দোহন করা যাবে মর্মের হাদীছ।

২৪. মদের সিরকা তৈরী করা নিষেধ সম্পর্কিত হাদীছ।

২৫. দুদ্ধপোষ্য শিশুর এক চোষণ ও দুই চোষণের কারণে হারাম না হওয়া সম্পর্কিত হাদীছ।

২৬. 'তুমি ও তোমার মাল সবই তোমার পিতার' হাদীছ।

২৭. উটের গোশত খেয়ে অযূ করা সংক্রান্ত হাদীছ।

২৮. পাগড়ির ওপর মাসাহ করা সংক্রান্ত হাদীছ।

২৯. কাতারের পিছনে একাকী ছালাত আদায়কারীকে পুনরায় ছালাত আদায়ের নির্দেশ সম্পর্কিত হাদীছ।

৩০. জুম'আর দিন ইমামের খুৎবা চলাকালীন কেউ মসজিদে প্রবশ করলে সে তাহিয়্যাতুল মসজিদ পড়ে বসবে মর্মে বর্ণিত হাদীছ।

৩১. গায়েবানা জানাযা সম্পর্কিত হাদীছ।

৩২. ছালাতে সশব্দে আমীন বলার হাদীছ।

৩৩. পিতা কর্তৃক সন্তানকে কোন কিছু হেবা করে তা আবার ফেরত নেওয়া জায়েয এবং অন্য কারো জন্য ফিরিয়ে নেওয়ার সুযোগ নেই মর্মের হাদীছ।

৩৪. সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়ার পর ঈদ সম্পর্কে জানতে পারলে পরের দিন সকালে ঈদের ছালাতের জন্য বের হওয়া সম্পর্কিত হাদীছ।

৩৫. যে দুগ্ধপোষ্য ছেলেশিশু বাইরের খাবার খায়নি তার পেশাবে ভাল করে পানি ছিটিয়ে দিলেই যথেষ্ট হবে মর্মের হাদীছ।

৩৬. কবরের পাশে ছালাত আদায় করার হাদীছ।

৩৭. আরোহণের শর্তে জাবির (রাঃ)-এর উট বিক্রি সংক্রান্ত হাদীছ। (অর্থাৎ মদীনায় ফিরে আসার সময় তাতে আরোহণ করা। এটা ছিল খায়বার যুদ্ধ থেকে ফিরে আসার সময়ের ঘটনা।)

৩৮. হিংস্র পশুর চামড়া ব্যবহার নিষিদ্ধ সম্পর্কিত হাদীছ।

৩৯. 'তোমাদের কেউ যেন তার প্রতিবেশীকে প্রয়োজনে তার দেয়ালে কাটা পুঁততে বাধা না দেয়' মর্মে বর্ণিত হাদীছ।

৪০. যদি কেউ ইসলাম গ্রহণ করে আর এমতাবস্থায় তার নিকট স্ত্রী হিসাবে দুই সহোদর বোন থাকে তাহ'লে তাদের দু'জনের মধ্যে যাকে ইচ্ছা নির্বাচন করবে (এবং অন্যজনকে তালাক দিবে) মর্মের হাদীছ।

৪১. সওয়ারীর ওপর বিতর ছালাত আদায় সংক্রান্ত হাদীছ।

৪২. সকল নখওয়ালা হিংস্র পশু-প্রাণী হারাম সম্পর্কিত হাদীছ।

৪৩. ছালাতে ডান হাত বাম হাতের ওপর রাখা সুন্নাত সম্পর্কিত হাদীছ।

৪৪. রুকূ ও সিজদাতে যে ব্যক্তি তার পিঠ সোজা করে না তার ছালাত শুদ্ধ নয় মর্মের হাদীছ।

৪৫. ছালাতে রুকূতে যাওয়া ও ওঠার সময় রাফ'উল ইয়াদায়েন করা সম্পর্কিত হাদীছ সমূহ।

৪৬. ছালাতে 'ইসতেফতাহ'-এর দো'আ সংক্রান্ত হাদীছ সমূহ।

৪৭. 'তাকবীর' তথা আল্লাহু আকবার বলার মাধ্যমে ছালাতে অন্যান্য বিষয় নিষিদ্ধ হয় এবং 'তাসলীম' বা সালাম ফিরানোর মাধ্যমে হালাল হয়' সম্পর্কিত হাদীছ।

৪৮. ছালাতরত অবস্থায় শিশুকে বহন করা সম্পর্কিত হাদীছ।

৪৯. আক্বীকা সম্পর্কিত হাদীছ সমূহ।

৫০. 'যদি কোন লোক অনুমতি ব্যতীত তোমার নিকট প্রবেশ করে' মর্মে বর্ণিত হাদীছ।

৫১. নিশ্চয়ই বিলাল রাতে আযান দেয় মর্মের হাদীছ।

৫২. জুম'আর দিন খাছ করে ছিয়াম রাখা নিষেধ সম্পর্কিত হাদীছ।

৫৩. সূর্যগ্রহণ এবং 'ইসতেসক্বা' বা বৃষ্টি প্রার্থনার ছালাত সম্পর্কিত হাদীছ।

৫৪. ষাঁড়ের বীর্যের বিনিময় গ্রহণ করা সম্পর্কিত হাদীছ।

৫৫. মুহরিম (হজ্জ ও ওমরার ইহরাম অবস্থায় থাকা) ব্যক্তি যদি মারা যায় তাহ'লে তার মাথা ঢাকা ও সুগন্ধি মাখানো যাবে না সম্পর্কিত হাদীছ।

আমি (আলবানী) বলছি যে, এই হাদীছগুলির সবগুলিই অথবা এর চেয়েও অনেক বেশি সংখ্যক হাদীছকে ক্বিয়াস অথবা উল্লেখিত কায়েদাগুলির কারণে পরিত্যাগ করা হয়েছে। ইবনু হাযম (রহঃ) এর মধ্যে কিছু হাদীছকে মদীনাবাসীর আমলের কারণে সুন্নাতকে ত্যাগকারীদের দিকে সম্পর্কিত করেছেন। তাদের সুন্নাতের বিরোধিতা বিষয়ে আরোও কিছু উদাহরণ পেশ করতে চাই। যেমন-

১. মাগরিবের ছালাতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সূরা তূর এবং শেষ জীবনে 'মুরসালাত' পাঠ করার হাদীছ।

২. সূরা ফাতিহার পর তাঁর 'আমীন' বলা।

৩. إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ -এ তাঁর সিজদা দেওয়ার হাদীছ।

৪. লোকদেরকে নিয়ে বসে ছালাত আদায় করা এবং তারাও তাঁর পিছনে বসে আদায় করার হাদীছ। ওরা বলে, এভাবে ছালাত আদায়কারীর ছালাত বাতিল!

৫. আবুবকর ছিদ্দীক্ব (রাঃ) লোকদেরকে নিয়ে ছালাত শুরু করার পর রাসূল (ছাঃ) এসে তার পাশে বসে লোকদের নিয়ে বাকী ছালাত সম্পন্ন করেন মর্মে বর্ণিত হাদীছ। ওরা বলে, এই হাদীছের ওপর কোন আমল নেই। যদি কেউ এভাবে ছালাত আদায় করে তাহ'লে তার ছালাত বাতিল হয়ে যাবে।

৬. যোহর ও আছরের ছালাত জমা করে পড়া। অর্থাৎ ভয় ছাড়াই স্বাভাবিক অবস্থায় মদীনায়।[৩৩]

৭. একজন পুত্র শিশুকে নিয়ে আসা হ'ল। সে রাসূল (ছাঃ)-এর কাপড়ে পেশাব করে দিলে তিনি পানি নিয়ে আসতে বললেন। এরপর সেখানে কেবল ভাল করে পানি ছিটিয়ে দিলেন। আর তা ধৌত করলেন না।

---

৩৩. এটি কোন সমস্যা থাকলে যেমন ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর জবাবে স্পষ্ট হয়ে যায়। তাকে প্রশ্ন করা হ'ল : এর উদ্দেশ্য কি? তিনি বললেন, যাতে তার উম্মতের জন্য কষ্টকর না হয়।

৮. তিনি ঈদের ছালাতে 'ক্বাফ' ও 'ক্বিয়ামাহ' সূরাদ্বয় পড়তেন মর্মে বর্ণিত হাদীছ।

৯. তিনি সুহাইল বিন বায়যার জানাযার ছালাত মসজিদে আদায় করেছিলেন মর্মে বর্ণিত হাদীছ।

১০. তিনি দু'জন ব্যভিচারী ইহুদীকে রজম করেছিলেন। ওরা বলে, ওদেরকে রজম করা জায়েয নেই।

১১. তিনি মুহরিম অবস্থায় শিঙ্গা লাগিয়েছেন মর্মে বর্ণিত হাদীছ।

১২. তিনি বায়তুল্লাহতে তওয়াফ করার আগে পরিহিত চাদরে সুগন্ধি লাগিয়েছিলেন মর্মে বর্ণিত হাদীছ।[৩৪]

১৩. ছালাতে দুই সালাম সম্পর্কিত হাদীছসমূহ।

ইত্যাদি আরোও অনেক হাদীছ রয়েছে যেখানে তারা রাসূল (ছাঃ)-এর নির্দেশনাগুলির বিরোধিতা করেছে। যদি সেগুলি কেউ খুঁজে বের করে, তাহ'লে কয়েক হাযারে পৌঁছবে। এমনটিই বলেছেন ইবনু হাযম (রহঃ)।

পূর্বে আমরা হাদীছের ওপর ক্বিয়াসকে প্রাধান্য দেওয়ার মাসআলাটি পর্যালোচনা করেছি। এখন কুরআন ও হাদীছ এবং উল্লেখিত দলীলগুলির আলোকে আরোও দু'টি বিষয় দু'টি অধ্যায়ে পর্যালোচনা করব, যাতে এ দু'টির বাস্তবতা আমাদের সামনে স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে।

---

৩৪. ইবনু হাযম, আল-ইহকাম ফী উছূলিল আহকাম ২/১০০-১০৫।

৩য় অনুচ্ছেদ

আক্বীদা ও আহকামে আহাদ হাদীছের প্রামাণিকতা

যারা বলে থাকে যে, আহাদ হাদীছ দ্বারা আক্বীদা সাব্যস্ত হয় না, তারাই আবার একই সময়ে বলে, শারঈ বিধানসমূহ আহাদ হাদীছ দ্বারা সাব্যস্ত হয়। এমন দাবীর মাধ্যমে তারা আক্বীদা ও আহকামের মাঝে পার্থক্য করেছে। এই পার্থক্য কি কিতাব ও সুন্নাতের উপরোক্ত দলীল সমূহে আপনি পেয়েছেন? কখনো না; হাযার বার নয়। বরং সুন্নাহ সাধারণভাবে আক্বীদাকেও শামিল করে। এ বিষয়ে রাসূল (ছাঃ)-এর ইত্তেবাকেও ওয়াজিব করে। কেননা নিঃসন্দেহে তা আল্লাহ তা'আলার নিম্নোক্ত বাণীতে উল্লেখিত বা নির্দেশের আওতাভুক্ত। মহান আল্লাহ বলেন, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ- 'আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোন বিষয়ে ফায়ছালা দিলে কোন মুমিন পুরুষ বা নারীর সে বিষয়ে নিজস্ব কোন ফায়ছালা দেওয়ার এখতিয়ার নেই' *(আহযাব ৩৩/৩৬)*।

এভাবেই আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবীর অনুসরণ করতে আদেশ করেছেন, তাঁর অবাধ্য হ'তে নিষেধ করেছেন, তাঁর বিরোধিতা করা হ'তে হুঁশিয়ার করেছেন। তিনি ঐ সকল মুমিনের প্রশংসা করেছেন যাদেরকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নিকট ফায়ছালার জন্য আহ্বান করা হ'লে তারা বলে, 'আমরা শুনলাম ও মানলাম'। এগুলি সবই আক্বীদা ও আহকামের ক্ষেত্রে নবী করীম (ছাঃ)-এর আনুগত্য ও ইত্তেবা ওয়াজিব হওয়ার দলীল। মহান আল্লাহ বলেন, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ 'রাসূল তোমাদের নিকট যা নিয়ে এসেছে তা গ্রহণ কর' *(হাশর ৫৯/৭)*।

এখানে ما 'আম' শব্দের অন্তর্ভুক্ত, যা ব্যাপকতা বুঝায়। আপনি যদি তাদেরকে দলীল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন যারা বলে যে, আহাদ হাদীছ দ্বারা আহকামের ক্ষেত্রে দলীল গ্রহণ করা ওয়াজিব, তাহ'লে তারাও পূর্বোল্লেখিত আয়াত ও অন্যান্য কিছু আয়াত দিয়েই দলীল পেশ করবে, সংক্ষিপ্ততার প্রতি খেয়াল রেখে যেগুলি আমরা উল্লেখ করিনি। ইমাম শাফেঈ (রহঃ) তার 'আর-

রিসালাহ' গ্রন্থে সেগুলিকে বিস্তারিত উল্লেখ করেছেন। আগ্রহী ব্যক্তিরা তা অধ্যয়ন করতে পারে। কিসে তাদেরকে আক্বীদার ক্ষেত্রে খবরে আহাদ গ্রহণ করা ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে পার্থক্য করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করল? অথচ আক্বীদাও আয়াতসমূহের 'আম' হুকুমের আওতাভুক্ত। নিশ্চয়ই সেগুলিকে আক্বীদা ব্যতীত কেবল আহকামের সাথে 'খাছ' করা মুখাছছিছ (খাছকারী) বিহীন খাছ করার নামান্তর, যা নিঃসন্দেহে বাতিল। আর যার কারণে কোন কিছু বাতিল হয় সেটিও বাতিল।

একটি সংশয় ও তার জবাব :

প্রাথমিক পর্যায়ে মানুষের মাঝে একটি সংশয়ের সৃষ্টি হয় এবং পরবর্তীতে তা তাদের আক্বীদা-বিশ্বাসে পরিণত হয়। তা হ'ল আহাদ হাদীছ কেবল ধারণার ফায়েদা দেয়। এটা দ্বারা অবশ্য তারা প্রবল ধারণা বুঝিয়ে থাকেন। আর প্রবল ধারণা দ্বারা আহকামের ক্ষেত্রে দলীল গ্রহণ করা সর্বসম্মতিক্রমে ওয়াজিব। কিন্তু তাদের নিকট গায়েবী বিষয়, আমলগত বিষয় সমূহে তা গ্রহণ করা জায়েয নয়। আর আক্বীদা দ্বারা এটাই উদ্দেশ্য। আমরা যদি তর্কের খাতিরে তাদের দাবী 'আহাদ হাদীছ কেবল ধারণার ফায়েদা দেয়' মেনেও নেই তবে আমরা তাদেরকে প্রশ্ন করতে চাই; তোমরা এই পার্থক্য কোথায় পেলে? আক্বীদার ক্ষেত্রে আহাদ হাদীছ গ্রহণ করা জায়েয নেই মর্মে তোমাদের দলীল কোথায়?

সমসাময়িক কিছু লোককে আমরা দেখি, এ ব্যাপারে মুশরিকদেরকে তিরস্কার করা হয়েছে মর্মে আল্লাহ তা'আলার বাণীগুলিকে তাদের স্বপক্ষে দলীল হিসাবে পেশ করে থাকে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, إِنْ يَتَّبِعُوْنَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ 'তারা কেবল ধারণার অনুসরণ করে এবং যা তাদের মনে আসে তাই করে' *(নাজম ৫৩/২৩)*। তিনি আরোও বলেন, إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِيْ مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً 'আর সত্যের মুকাবিলায় ধারণার কোন মূল্য নেই' *(নাজম ৫৩/২৮)*। ইত্যাদি বিভিন্ন আয়াত যেখানে ধারণার অনুসরণ করার কারণে আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদেরকে তিরস্কার করেছেন।

Contents

ঐ সকল দলীল গ্রহণকারীরা বুঝতে ব্যর্থ হয়েছে যে, এই আয়াতগুলিতে ধারণা বলতে প্রবল ধারণা উদ্দেশ্য নয়, যা খবরে ওয়াহেদ দিয়ে থাকে এবং তা গ্রহণ করা সকলের মতে ওয়াজিব। বরং এখানে ধারণা বলতে সন্দেহ ও সংশয় উদ্দেশ্য। 'আন-নিহায়া' ও 'লিসানুল আরব' সহ অন্যান্য অভিধানগ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে যে, اَلظَّنُّ اَلشَّكُّ يَعْرِضُ لَكَ فِي الشَّيْءِ فَتُحَقِّقُهُ وَتَحْكُمُ بِهِ– 'ধারণা হ'ল সন্দেহ, যা কোন বিষয়ে তোমার মাঝে উদিত হয় অতঃপর তুমি তা বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্ত দিয়ে থাক'। এটি সেই ধারণা যার কারণে আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদেরকে তিরস্কার করেছেন। এর স্বপক্ষে আল্লাহ তা'আলার বাণী, إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُوْنَ، 'তারা কেবল ধারণার অনুসরণ করে এবং তারা কেবল কল্পনাপ্রসূত কথা বলে' *(ইউনুস ১০/৬৬)*। তিনি এখানে কল্পনাকে কেবল আন্দায ও অনুমান হিসাবে উল্লেখ করেছেন।

এই আয়াতগুলিতে ধারণা দ্বারা যদি প্রবল ও প্রাধান্যযোগ্য ধারণা বুঝানো হ'ত যেমন দাবী করেছে ঐ সমস্ত দলীল গ্রহণকারীরা, তাহ'লে তা দ্বারা আহকামের ক্ষেত্রেও দলীল গ্রহণ করা জায়েয হ'ত না দু'টি কারণে। ১. আল্লাহ তা'আলা তাদের এমন কল্পনাকে চরমভাবে ভর্ৎসনা করেছেন। তিনি আহকাম ব্যতীত কেবল আক্বীদার ক্ষেত্রেও তা 'খাছ' করেননি। ২. আল্লাহ তা'আলা কিছু আয়াতে স্পষ্ট করে বলেছেন যে, তিনি মুশরিকদের যে কল্পনাকে তিরস্কার করেছেন তা দ্বারা আহকামও উদ্দেশ্য। এ বিষয়ে আল্লাহ তা'আলার স্পষ্ট বাণী শুনুন, سَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ أَشْرَكُوْا لَوْ شَاءَ اللهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلا آبَاؤُنَا 'সত্বর মুশরিকরা বলবে, যদি আল্লাহ চাইতেন, তাহ'লে না আমরা শিরক করতাম, না আমাদের বাপ-দাদারা করত' *(আন'আম ৬/১৪৮)*। এটি হ'ল আক্বীদা-বিশ্বাস।

وَلا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ 'এবং না আমরা কোন বস্তুকে হারাম করতাম' *(আন'আম ৬/১৪৮)*। এটি হুকুম। মহান আল্লাহ আরো বলেন,

كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوْا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوْهُ لَنَا إِنْ تَتَّبِعُوْنَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُوْنَ–

'এভাবেই তাদের পূর্বসুরীরা মিথ্যারোপ করত। অবশেষে তারা আমাদের শাস্তি আস্বাদন করেছে। বল, তোমাদের কাছে কি কোন প্রমাণ আছে, যা আমাদের দেখাতে পার? বস্তুতঃ তোমরা কেবল ধারণার অনুসরণ কর এবং তোমরা কেবল অনুমানভিত্তিক কথা বল' *(আন'আম ৬/১৪৮)*। আল্লাহ তা'আলার নিম্নোক্ত বাণী এটাকে ব্যাখ্যা করে।

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَاناً وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللهِ مَا لا تَعْلَمُونَ-

'তুমি বল! নিশ্চয়ই আমার প্রভু প্রকাশ্য ও গোপন সকল প্রকার অশ্লীলতা হারাম করেছেন এবং হারাম করেছেন সকল প্রকার পাপ ও অন্যায় বাড়াবাড়ি। আর তোমরা আল্লাহ্র সাথে কাউকে শরীক করো না যে বিষয়ে তিনি কোন প্রমাণ নাযিল করেননি এবং আল্লাহ সম্বন্ধে এমন কথা বলো না যে বিষয়ে তোমরা কিছু জানো না' *(আ'রাফ ৭/৩৩)*।

পূর্বের আয়াতগুলি দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, যে ধারণা গ্রহণ করা জায়েয নয় সেটি হ'ল শাব্দিক অর্থে ধারণা যা আন্দায, অনুমান ও না জেনে কথা বলার প্রতিশব্দ হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এমন ধারণা দ্বারা আহকামের ক্ষেত্রে হুকুম গ্রহণ করা যেমন নাজায়েয, তেমনি আক্বীদার ক্ষেত্রেও হারাম। এতদুভয়ের মাঝে কোন পার্থক্য নেই।

বিষয়টি যদি এমনই হয় তাহ'লে আমরা আগের মতই বলতে পারি যে, পূর্বোল্লেখিত যে সকল আয়াত ও আহাদ হাদীছ আহকামের ক্ষেত্রে গ্রহণ করা ওয়াজিব, অনুরূপভাবে তা 'আম' ও ব্যাপক অর্থে আক্বীদার ক্ষেত্রে গ্রহণ করাও ওয়াজিব। সত্য কথা হ'ল আহাদ হাদীছ দ্বারা হুকুম গ্রহণের ক্ষেত্রে আক্বীদা ও আহকামের মাঝে পার্থক্য করা ইসলামে অনুপ্রবিষ্ট একটি দর্শন, সালাফে ছালেহীন ও চার ইমাম বর্তমান যুগে অধিকাংশ মুসলিম যাদের তাক্বলীদ করেন তারাও এটি জানতেন না।

আক্বীদার ক্ষেত্রে আহাদ হাদীছ গ্রহণ করা যাবে না' শীর্ষক আক্বীদার ভিত্তি হ'ল তাদের অনুমান ও কল্পনা :

সবচেয়ে বিস্ময়কর ব্যাপার হ'ল আজকাল অনেক বিবেকবান মুসলিম এই বাক্যগুলি শুনে থাকেন যা অনেক আলোচক ও লেখক বার বার পুনরাবৃত্তি করেন। এমন কথা তখনি বলা সম্ভব যখন হাদীছকে সত্যায়ন করার ব্যাপারে তাদের ঈমান দুর্বল হয়ে যায়। হাদীছ যদি মুহাদ্দিছগণের নিকট মুতাওয়াতির সূত্রেও প্রমাণিত হয়, তবুও তারা এসব কথা বলেন। যেমন শেষ যামানায় ঈসা (আঃ)-এর অবতরণ বিষয়ক হাদীছ। তখন ওরা একটি কথা বলেই এই বিষয়টিকে আড়াল করার চেষ্টা করে তা হ'ল حَدِيْثُ الْآحَادِ لَا تَثْبُتُ بِهِ عَقِيْدَةٌ 'আহাদ হাদীছ দ্বারা আক্বীদা সাব্যস্ত হয় না'! আশ্চর্যের বিষয় হ'ল তাদের এমন কথা স্বয়ং আক্বীদা। এই কথা আমি যাদের সাথে এই মাসআলাটি নিয়ে বিতর্ক করেছিলাম তাদেরকেও বলেছিলাম। সে কারণে এমন কথার বিশুদ্ধতার স্বপক্ষে অকাট্য দলীল উপস্থিত করা তাদের ওপর আবশ্যক। তা যদি না করতে পারে তাহ'লে তারাই স্ববিরোধী কথা বলে থাকে বলে প্রমাণিত হবে। আফসোস! শুধু দাবী ব্যতীত তাদের কোন দলীল নেই। আর এমন দলীল আহকামের ক্ষেত্রেও প্রত্যাখ্যাত। তাহ'লে আক্বীদার ক্ষেত্রে কিভাবে গ্রহণীয় হ'তে পারে? অন্যভাবে বলা যেতে পারে, তারা আক্বীদার ক্ষেত্রে আহাদ হাদীছ প্রবল ধারণার ফায়েদা দেয় একথা বলা থেকে পলায়ন করে এর চেয়ে নিকৃষ্ট কিছুর মাঝে পতিত হয়েছে, তা হ'ল আহাদ হাদীছ দুর্বল ধারণার ফায়েদা দেয় দাবী করা! فَاعْتَبِرُوْا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ 'হে দূরদর্শী ব্যক্তিগণ! তোমরা উপদেশ হাছিল কর' *(হাশর ৫৯/২)*।

এমন কাজ তারা করেছে কিতাব ও সুন্নাহ্‌র জ্ঞান হ'তে দূরে থাকা, সরাসরি এ দু'টির আলোয় সুপথ না পাওয়া এবং এ দু'টিকে বাদ দিয়ে মানুষের রায় ও ক্বিয়াস নিয়ে মশগূল থাকার কারণে।

আক্বীদার ক্ষেত্রে আহাদ হাদীছ গ্রহণ করা ওয়াজিব হওয়ার প্রমাণসমূহ :

পূর্বোল্লেখিত প্রমাণগুলি ছাড়াও আরোও অনেক 'খাছ' দলীল রয়েছে যা আক্বীদার ক্ষেত্রে খবরে ওয়াহেদ হাদীছকে গ্রহণ করা ওয়াজিব প্রমাণ করে। তন্মধ্যে কিছুটা এখানে উল্লেখ করা ও দলীল গ্রহণ পদ্ধতি বর্ণনা করা আমরা যরূরী মনে করছি।

প্রথম দলীল : আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُوْنَ لِيَنْفِرُوْا كَافَّةً فَلَوْلاَ نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِيْ الدِّيْنِ وَلِيُنْذِرُوْا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُوْنَ– 'আর মুমিনদের এটা সঙ্গত নয় যে, সবাই একত্রে (জিহাদে) বের হবে। অতএব তাদের প্রত্যেক দলের একটি অংশ কেন বের হয় না, যাতে তারা দ্বীনের জ্ঞান অর্জন করে এবং ফিরে এসে নিজ কওমকে (আল্লাহ্‌র নাফরমানী হ'তে) ভয় প্রদর্শন করে যাতে তারা সাবধান হয়' *(তওবা ৯/১২২)*।

আল্লাহ তা'আলা মুমিনেদরকে উৎসাহিত করেছেন এ মর্মে যে, তাদের মধ্যে একদল লোক যেন নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকটে গিয়ে দ্বীন শিখে ও জ্ঞানার্জন করে। নিঃসন্দেহে এটা দ্বারা কেবল আহকাম ও শাখা-প্রশাখার জ্ঞান উদ্দেশ্য নয়। বরং এর চেয়েও ব্যাপক। এমনকি শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর জন্য আবশ্যক হ'ল শিক্ষা দেওয়া ও নেওয়ার ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় দিয়ে শুরু করা। আর এতে কোন সন্দেহ নেই যে, আক্বীদা আহকামের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। আর এজন্যই এক শ্রেণীর দাবীদার বলে থাকে 'আহাদ হাদীছ' দ্বারা আক্বীদা সাব্যস্ত হয় না। ফলে এই আয়াতটি তাদের দাবীকে বাতিল প্রমাণ করে। কেননা আল্লাহ তা'আলা একদল লোককে যেমন আক্বীদা ও আহকামের জ্ঞান অর্জনের প্রতি উৎসাহিত করেছেন, তেমনি তারা যে আক্বীদা ও আহকামের জ্ঞান অর্জন করবে তা দ্বারা স্বজাতির নিকট ফিরে গিয়ে তাদেরকে সতর্ক করতেও উৎসাহিত করেছেন।

'ত্বায়েফা' (الطائفة) বলতে আরবী ভাষায় এক ও এর অধিক সংখ্যাকে বুঝায়। সুতরাং 'আহাদ হাদীছ' দ্বারা যদি আক্বীদা ও আহকাম সাব্যস্ত না হ'ত,

তাহ'লে আল্লাহ তা'আলা একদল মুমিনকে আমভাবে দ্বীনের প্রচার করার প্রতিও উৎসাহিত করতেন না। এর কারণ স্বরূপ তিনি বলেন, لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ 'যাতে তারা সাবধান হয়'। এতে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, ইলম অর্জিত হয় অন্য দলকে সতর্ক করার মাধ্যমে। আল্লাহ তা'আলা তাঁর শারঈ ও সৃষ্টিগত সম্পর্কিত আয়াত সমূহে বলেন, {لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ} {لَعَلَّهُمْ يَعْقِلُوْنَ} {لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُوْنَ} 'যাতে তারা চিন্তা ও গবেষণা করে' 'যাতে তারা উপলব্ধি করে' 'যাতে তারা সুপথ পায়'। সুতরাং আয়াতটির স্পষ্ট বক্তব্য হ'ল দ্বীনের প্রচারের ক্ষেত্রে খবরে ওয়াহেদ আক্বীদা ও আহকাম উভয় বিষয়েই হুজ্জত বা দলীল।

দ্বিতীয় দলীল : আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ 'যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই তার পিছে পড়ো না' *(বনী ইসরাঈল ১৭/৩৬)*।

ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, 'অর্থাৎ তার অনুসরণ কর না, সে অনুযায়ী আমল কর না। জ্ঞাতব্য যে, ছাহাবীগণের যুগ হ'তে মুসলমানগণ আহাদ হাদীছ অনুসরণ করে আসছেন এবং সে অনুযায়ী আমল করে আসছেন, তা দ্বারা গায়েবী ও আক্বীদাগত বিষয়সমূহ যেমন সৃষ্টির সূচনা, ক্বিয়ামতের আলামত সমূহ ও আল্লাহ্র ছিফাতসমূহ সাব্যস্ত করেন। যদি তা ইলমের উপকার নাই দিত এবং আক্বীদা সাব্যস্ত নাই করত তাহ'লে ছাহাবীগণ, তাবেঈগণ, তাবে তাবেঈগণ ও ইসলামের সকল ইমামগণ যে বিষয়ে তাদের জ্ঞান নেই তারা কি তার অনুসরণ করেছেন?[৩৫] আর এমন কথা কোন মুসলিম বলতে পারে না।

তৃতীয় দলীল : আল্লাহ তা'আলা বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوْا 'হে মুমিনগণ! যদি কোন ফাসেক ব্যক্তি তোমাদের নিকট কোন সংবাদ নিয়ে আসে, তবে তোমরা সেটা যাচাই কর' *(হুজুরাত ৪৯/৬)*।

অন্য ক্বিরাআতে فَتَثَبَّتُوْا এসেছে। এটা দ্বারা বুঝা যায় যদি ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি কোন সংবাদ নিয়ে আসে তাহ'লে তা দ্বারা হুজ্জত প্রতিষ্ঠিত হয়। সেক্ষেত্রে তা

৩৫. মুখতাছারুত ছাওয়াঈক্ব ২/৩৯৬

যাচাই-বাছাই করে নিশ্চিত হওয়া আবশ্যক নয়। বরং তৎক্ষণাৎ তা গ্রহণ করা হবে। এজন্য ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, 'এটা দ্বারা খবরে ওয়াহেদকে নিশ্চিতরূপে গ্রহণ করা বুঝায়। তা যাচাই-বাছাইয়ের মাধ্যমে নিশ্চিত হওয়ার প্রয়োজন হয় না। যদি তার দেওয়া খবর ইলমের ফায়েদা নাই দিত তাহ'লে তিনি অবশ্যই তা নিশ্চিত হ'তে নির্দেশ দিতেন, যাতে ইল্‌মের ফায়েদা দেয়। তাছাড়া সালাফে ছালেহীন ও ইসলামের ইমামগণ আজও বলে আসছেন, 'আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) এরূপ বলেছেন, তিনি এরূপ করেছেন, এরূপ আদেশ করেছেন এবং এরূপ করতে নিষেধ করেছেন...। এটা তাদের কথার মাধ্যমেই আবশ্যিকভাবে জানা যায়। ছহীহ বুখারীতে এসেছে, রাসূল (ছাঃ) কয়েক জায়গায় বলেছেন, ছাহাবীগণের হাদীছে তাদের কেউ কেউ বলেছেন, 'আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) বলেছেন'। অথচ তিনি এটা অন্য কোন ছাহাবীর নিকট হ'তে শুনেছেন। এটা দ্বারা যিনি বলেছেন তার স্বপক্ষে সাক্ষী এবং রাসূল (ছাঃ)-এর প্রতি সম্বোধনকৃত কথা বা কর্মের প্রতি নিশ্চিত বিশ্বাসের প্রমাণ মেলে। যদি একজন ব্যক্তির হাদীছ দ্বারা নিশ্চিত জ্ঞানের ফায়েদা হাছিল না হ'ত, তাহ'লে উপরোক্ত বক্তব্য প্রদানকারী রাসূল (ছাঃ) সম্পর্কে ইল্‌মবিহীন সাক্ষ্যদাতা হিসাবে গণ্য হ'ত!'[৩৬]

চতুর্থ দলীল : নবী করীম (ছাঃ) ও তাঁর ছাহাবীগণের সুন্নাত খবরে আহাদ দ্বারা দলীল গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করে :

আমলগত সুন্নাত যার ওপর নবী করীম (ছাঃ) স্বীয় জীবদ্দশাতে এবং ছাহাবীগণ তাঁর জীবদ্দশাতে এবং তাঁর মৃত্যুর পরও আমল করেছেন তা অকাট্যভাবে প্রমাণ করে যে, আক্বীদা ও আহকামের ক্ষেত্রে আহাদ হাদীছের মাঝে কোন পার্থক্য নেই। এটি উভয়ক্ষেত্রেই প্রতিষ্ঠিত দলীল। এ বিষয়ে আমরা যে সকল ছহীহ হাদীছ অবগত হয়েছি তার কিছু এখানে উল্লেখ করছি :

ইমাম বুখারী (৮/১৩২) তাঁর ছহীহ গ্রন্থে বলেছেন,

باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة والصوم والفرائض والأحكام وقول الله تعالى {فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ

৩৬. ই'লামুল মুওয়াক্কিঈন, ২/৩৯৪।

لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ} ويسمى الرجل طائفة لقوله تعالى {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا} فلو اقتتل رجلان دخلا في معنى الآية وقوله تعالى {إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا} وكيف بعث النبي صلى الله عليه وسلم أمراءه واحدا بعد واحد فإن سها أحد منهم رد إلى السنة-

'অনুচ্ছেদ : আযান, ছালাত, ছওম, ফারায়েয ও আহকাম বিষয়ে একজন সত্যবাদী বর্ণনাকারীর হাদীছ গ্রহণ জায়েয হওয়া সম্পর্কে যা এসেছে'। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'অতএব তাদের প্রত্যেক দলের একটি অংশ কেন বের হয় না, যাতে তারা দ্বীনের জ্ঞান অর্জন করে এবং ফিরে এসে নিজ কওমকে (আল্লাহ্র নাফরমানী হ'তে) ভয় প্রদর্শন করে, যাতে তারা সাবধান হয়' *(তওবা ৯/১২২)*। একজনকেও ত্বায়েফা বলে নামকরণ করা যায়। যেমন আল্লাহ তা'আলার বাণী, 'যদি মুমিনদের দুই দল পরস্পরে যুদ্ধে লিপ্ত হয়' *(হুজুরাত ৪৯/৯)*। সুতরাং যদি দু'জন লোক যুদ্ধে লিপ্ত হয়, তাহ'লে তারাও নিম্নোক্ত আয়াতের অর্থের আওতায় পড়ে যাবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'যদি কোন ফাসেক ব্যক্তি তোমাদের নিকট কোন সংবাদ নিয়ে আসে, তবে তোমরা সেটা যাচাই কর' *(হুজুরাত ৪৯/৬)*। অনুরূপভাবে নবী করীম (ছাঃ) তাঁর আমীর-ওমারাকে বিভিন্ন এলাকায় এক এক করে কিভাবে পাঠাতেন? তাদের কারো যদি ভুল-ত্রুটি হয়ে যেত তাহ'লে তিনি সুন্নাতের দিকে ফিরে যেতেন'।[৩৭]

অতঃপর ইমাম বুখারী অনুচ্ছেদ রচনার পর এমন কিছু হাদীছ উল্লেখ করেছেন যেগুলি খবরে ওয়াহেদ জায়েয হওয়ার দলীল সাব্যস্ত করে। উদ্দেশ্য হ'ল তা দ্বারা আমল করা ও বলা জায়েয তা প্রমাণ করা। তন্মধ্যে আমি কিছু হাদীছ এখানে উল্লেখ করছি,

এক : মালিক বিন হুওয়ায়রেছ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন,

أَتَيْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ شَبَبَةٌ مُتَقَارِبُونَ، فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ لَيْلَةً، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَفِيقًا، فَلَمَّا ظَنَّ أَنَّا قَدِ اشْتَهَيْنَا

৩৭. বুখারী হা/১৩২।

أَهْلَنَا أَوْ قَدِ اشْتَقْنَا سَأَلَنَا عَمَّنْ تَرَكْنَا بَعْدَنَا فَأَخْبَرْنَاهُ قَالَ: ارْجِعُوا إِلَى أَهْلِيكُمْ، فَأَقِيمُوا فِيهِمْ، وَعَلِّمُوهُمْ وَمُرُوهُمْ، وَذَكَرَ أَشْيَاءَ أَحْفَظُهَا أَوْ لاَ أَحْفَظُهَا، وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي

'আমরা নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট আসলাম। তখন আমরা সমবয়সী যুবক ছিলাম। তাঁর নিকট আমরা বিশ রাত থাকলাম। আর রাসূল (ছাঃ) ছিলেন দয়ালু ও কোমল হৃদয়ের অধিকারী। তিনি যখন বুঝতে পারলেন যে, আমরা পরিবারের প্রতি আসক্ত ও ব্যাকুল, তখন আমাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, আমরা বাড়িতে কাদেরকে রেখে এসেছি? আমরা সে বিষয়ে তাঁকে সংবাদ দিলে তিনি বলেন, 'তোমরা তোমাদের পরিবারের নিকট ফিরে যাও, তাদের মাঝেই থাক, তাদেরকে শিক্ষা দাও, তাদেরকে নির্দেশ কর এবং আমাকে যেভাবে ছালাত আদায় করতে দেখেছ ঠিক সেভাবে ছালাত আদায় কর'।[৩৮]

রাসূল (ছাঃ) ঐ যুবকদের প্রত্যেককেই নির্দেশ দিয়েছেন যে, তারা প্রত্যেকেই যেন তাদের পরিবারের লোকজনকে শিক্ষা দেয়। আর শিক্ষা আক্বীদাকেও শামিল করে। বরং তা সর্বপ্রথম উমূমের অন্তর্ভুক্ত হয়। যদি একজন নবীর বর্ণিত হাদীছ দ্বারা দলীল সাব্যস্ত না হ'ত, তাহ'লে উক্ত নির্দেশের কোন অর্থই থাকত না।

দুই : আনাস বিন মালিক (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, أَنَّ أَهْلَ الْيَمَنِ قَدِمُوْا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا: ابْعَثْ مَعَنَا رَجُلًا يُعَلِّمْنَا السُّنَّةَ وَالْإِسْلَامَ قَالَ فَأَخَذَ بِيَدِ أَبِي عُبَيْدَةَ فَقَالَ : هَذَا أَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ 'ইয়েমেনবাসী আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট এসে বলল, আপনি আমাদের নিকট একজন লোক প্রেরণ করুন, যিনি আমাদেরকে সুন্নাত ও ইসলাম শিক্ষা দিবেন। তিনি বলেন, 'তিনি আবূ ওবায়দার হাত ধরে বললেন, 'সে এই উম্মতের আমীন'।[৩৯]

---

৩৮. বুখারী হা/৭২৪৬।

৩৯. মুসলিম হা/২৪১৯; ইমাম বুখারী হাদীছটিক সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি, 'খবরে ওয়াহেদ দ্বারা যদি হুজ্জত কায়েম না হ'ত, তাহ'লে তিনি তাদের নিকট আবু ওবায়দাকে একাই পাঠাতেন না। অনুরূপ তিনি বিভিন্ন প্রেক্ষিতে ইয়েমেনবাসীদের নিকট অনেক ছাহাবী প্রেরণ করেছেন এবং বিভিন্ন নগরীতে অন্যান্য ছাহাবীগণকেও পাঠাতেন। যেমন আলী বিন আবু তালিব, মু'আয বিন জাবাল, আবূ মূসা আশ'আরী (রাঃ), যাদের হাদীছগুলি ছহীহায়েন তথা বুখারী ও মুসলিম সহ অন্যান্য গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। আর এতে কোন সন্দেহ নেই যে, তাদেরকে যাদের নিকট প্রেরণ করা হ'ত তারা তাদেরকে যেসব বিষয় শিক্ষা দিতেন তার মধ্যে আক্বীদাও ছিল। তাদেরকে প্রেরণ করার মাধ্যমে তাদের ওপর যদি হুজ্জত কায়েম না হ'ত, তাহ'লে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) তাদেরকে এককভাবে পাঠাতেন না। কেননা তা হ'ত অহেতুক কাজ, যা থেকে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) সম্পূর্ণ মুক্ত। এটাই ইমাম শাফেঈ (রহঃ)-এর 'আর-রিসালা'য় *(পৃঃ ৪১২)* উল্লেখিত কথার অর্থ। তিনি বলেন, 'তিনি কাউকে কোন নির্দেশ দিয়ে পাঠালে যাকে পাঠাচ্ছেন তার জন্য এবং যাদের নিকট পাঠাচ্ছেন তাদের ওপর আল্লাহ্র রাসূলের পক্ষ থেকে তার দেয়া খবর গ্রহণ করার ক্ষেত্রে তা হুজ্জত হিসাবে ক্বায়েম হ'ত। তিনি পারতেন তাদের নিকট এমন কাউকে পাঠাতে যে তাদের সাথে সরাসরি কথা বলতে পারত অথবা কিছুসংখ্যক লোককে পাঠাতে পারতেন। অথচ তিনি এমন একজনকেই পাঠাতেন যাকে তারা সত্যবাদী হিসাবে চিনত'।

তিন : আব্দুল্লাহ্ বিন ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন,

بَيْنَا النَّاسُ بِقُبَاءٍ فِي صَلاَةِ الصُّبْحِ، إِذْ جَاءَهُمْ آتٍ، فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ قُرْآنٌ، وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الكَعْبَةَ، فَاسْتَقْبِلُوهَا، وَكَانَتْ وُجُوهُهُمْ إِلَى الشَّامِ، فَاسْتَدَارُوا إِلَى الكَعْبَةِ-

'লোকজন কুবা মসজিদে ফজরের ছালাত পড়ছিলেন। এমতাবস্থায় একজন লোক তাদের নিকটে এসে বললেন, আজ রাতে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-এর উপর কুরআন নাযিল করা হয়েছে। তাকে কা'বামুখী হয়ে ছালাত আদায় করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সুতরাং তোমরা তার দিকেই মুখ ফিরাও। তখন

তাদের মুখমণ্ডল শামের (সিরিয়া) দিকে ছিল। ফলে তৎক্ষণাৎ তারা কা'বার দিকে মুখ ফিরালেন'।[৪০]

এটা প্রমাণ করে যে, ছাহাবীগণ বায়তুল মুক্বাদ্দাসের দিকে মুখ ফিরিয়ে ছালাত আদায় করা ওয়াজিব মর্মে অকাট্যভাবে প্রমাণিত বিষয়টি রহিত হওয়ার ক্ষেত্রে 'খবরে ওয়াহিদ'কে গ্রহণ করেছেন এবং একজন ব্যক্তির প্রদত্ত সংবাদ অনুযায়ী ক্বিবলা পরিবর্তন করে কা'বামুখী হয়েছেন। সুতরাং যদি 'খবরে ওয়াহিদ' তাদের নিকট হুজ্জত বা দলীল না হ'ত, তাহ'লে তার ভিত্তিতে তারা প্রথম ক্বিবলা সম্পর্কে অকাট্যভাবে প্রমাণিত বিষয়ের বিরোধী আমল করতেন না। ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, و لم يُنْكِرْ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلْ شُكِرُوْا عَلَى ذَلِكَ 'আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) তাদের ক্বিবলা পরিবর্তনের বিষয়টিকে অপসন্দ করেননি বরং সেজন্য তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন'।[৪১]

চার : সাঈদ বিন জুবায়ের (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন,

قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: إِنَّ نَوْفًا الْبِكَالِيَّ يَزْعُمُ أَنَّ مُوْسَى صَاحِبَ الْخَضِرِ لَيْسَ بِمُوْسَى بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : كَذَبَ عَدُوُّ اللهِ، أَخْبَرَنِي أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ قَالَ : خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ ذَكَرَ حَدِيثَ مُوسَى وَالْخَضِرِ بِشَيْءٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مُوسَى صَاحِبُ الْخَضِرِ-

'আমি ইবনু আব্বাস (রাঃ)-কে বললাম, নাওফা আল-বিকালী ধারণা করে যে, খিযিরের সাথী মূসা বণী ইসরাঈলের মূসা ছিলেন না। একথা শুনে ইবনু আব্বাস (রাঃ) বললেন, আল্লাহ্র শত্রু মিথ্যা বলেছে। উবাই বিন কা'ব আমাকে সংবাদ দিয়েছেন যে, 'রাসূল (ছাঃ) খুৎবা দিলেন। অতঃপর তিনি মূসা ও খিযির প্রসঙ্গে এমন কথা বললেন যা প্রমাণ করে যে, বণী ইসরাঈলের মূসাই ছিলেন খিযিরের সাথী'।[৪২]

---

৪০. বুখারী হা/৪০৩; মুসলিম হা/৫২৬।

৪১. মুখতাছার ছাওয়াইকুল মুরসালাহ ১/৫৭৭।

৪২. বুখারী হা/১২২; মুসলিম হা/২৩৮০; মুসনাদে শাফেঈ হা/১৭৯৩।

ইমাম শাফেঈ 'খবরে ওয়াহিদ' দ্বারা আক্বীদা সাব্যস্ত করেছেন :

ইমাম শাফেঈ (রহঃ) বলেন,

فابن عباس مع فقهه وورعه يثبت خبر أبي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يكذب به امرءا من المسلمين إذ حدثه أبي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما فيه دلالة على أن موسى نبي إسرائيل صاحب الخضر-

'ইবনু আব্বাস (রাঃ) তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য ও আল্লাহ্ভীতি থাকার পরও তিনি রাসূল (ছাঃ) থেকে উবাই বিন কা'ব (রাঃ)-এর খবর (হাদীছ) সাব্যস্ত করেছেন। এমনকি তার খবরের ভিত্তিতেই তিনি একজন মুসলিমকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেন। যেহেতু উবাই রাসূল (ছাঃ) থেকে বর্ণনা করেছিলেন। এতে বুঝা যায় যে, বণী ইসরাঈলের মূসাই ছিলেন খিযির-এর সাথী'।

আমি (আলবানী) বলেছি, 'ইমাম শাফেঈ (রহঃ)-এর এমন কথা দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, আক্বীদা ও আমলের ক্ষেত্রে 'খবরে ওয়াহিদ' দ্বারা দলীল গ্রহণ করার ক্ষেত্রে তিনি কোন পার্থক্য করেননি। কেননা মূসা (আঃ)-এর খিযিরের সাথী হওয়ার মাসআলাটি আক্বীদাগত বিষয়, আমলগত বিধান নয়, যা স্পষ্ট। এ বক্তব্যের সমর্থনে বলা যায়, ইমাম শাফেঈ (রহঃ) তার 'আর-রিসালাহ' গ্রন্থে 'আল হুজ্জাতু ফী তাছবীতি খাবারিল ওয়াহিদ' (الحجة في تثبيت خبر الواحد) 'খবরে ওয়াহিদ সাব্যস্ত করার দলীল' শিরোনামে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় রচনা করেছেন। অতঃপর সেখানে তিনি এর স্বপক্ষে কিতাব ও সুন্নাহ হ'তে অনেকগুলি 'আম' ও 'মুত্বলাক্ব' দলীল উল্লেখ করেছেন (পৃঃ ৪০১-৪৫৩), যা দ্বারা বুঝা যায় যে, 'খবরে ওয়াহিদ' আক্বীদার ক্ষেত্রেও দলীল। তাছাড়া এ বিষয়ে তিনি আমভাবেও কথা বলেছেন। পরিশেষে তিনি নিম্নোক্ত কথাগুলি দিয়ে আলোচনার পরিসমাপ্তি টেনেছেন,

وفي تثبيت خبر الواحد أحاديث يكفي بعض هذا منها و لم يزل سبيل سلفنا والقرون بعدهم إلى من شاهدنا هذه السبيل. وكذلك حكي لنا عمن حكى لنا عنه من أهل العلم بالبلدان-

'খবরে ওয়াহিদ সাব্যস্ত করা বিষয়ে অনেক হাদীছ রয়েছে, যার মধ্যে উল্লিখিত কিছুসংখ্যকই যথেষ্ট মনে করছি। আমাদের সালাফ বা পূর্বসূরীগণ ও তাদের পরবর্তী যুগের লোকদের যাদেরকে আমরা দেখেছি তাদের এটিই পথ ছিল। অনুরূপভাবে বিভিন্ন দেশের বিদ্বানগণের মধ্যে যাদের থেকে আমাদের কাছে বর্ণনা করা হয়েছে এটি তাদের রীতি ছিল'। তার এই কথাটি 'আম। যেমনভাবে তাঁর নিম্নোক্ত বক্তব্যটিও 'আম। তিনি বলেন,

ولو جاز لأحد من الناس أن يقول في علم الخاصة أجمع المسلمون قديما وحديثا على تثبيت خبر الواحد والانتهاء إليه بأنه لم يعلم من فقهاء المسلمين أحد إلا وقد ثبته جاز لي ولكن أقول لم أحفظ عن فقهاء المسلمين أنهم اختلفوا في تثبيت خبر الواحد-

'কোন লোকের জন্য বিশিষ্ট ব্যক্তিদের ইলম সম্পর্কে যদি একথা বলা জায়েয হয় যে, পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল মুসলিম 'খবরে ওয়াহিদ' সাব্যস্ত করার এবং সাধারণভাবে তার দ্বারা দলীল সাব্যস্তকরণের ব্যাপারে একমত পোষণ করেছেন। কেননা কোন একজন মুসলিম ফক্বীহ তা সাব্যস্ত করেননি, এমনটি জানা যায় না। তাহ'লে আমার জন্যও সেটা বলা জায়েয হ'ত। কিন্তু আমি বলি, খবরে ওয়াহিদ সাব্যস্ত করার ব্যাপারে মুসলিম ফক্বীহগণ সামান্যতম মতভেদ করেছেন তা আমার জানা নেই'।[৪৩]

৪৩. আর-রিসালাহ, পৃঃ ৪৫৭।

আহাদ হাদীছ দ্বারা আক্বীদার ক্ষেত্রে দলীল গ্রহণ না করা নবোদ্ভাবিত বিদ'আত :

কিতাব ও সুন্নাতের দলীল-প্রমাণ, ছাহাবীগণের আমল ও ওলামায়ে কেরামের অভিমত দ্বারা অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয় যে, শরী'আতের সকল ক্ষেত্রে আহাদ হাদীছ গ্রহণ করা ওয়াজিব। চাই তা আক্বীদাগত অথবা আমলগত বিষয়ে হোক। আর এতদুভয়ের মাঝে পার্থক্য করা বিদ'আত, যা সালাফগণ জানতেন না। এজন্যই ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন,

وهذا التفريق باطل بإجماع الأمة، فإنها لم تزل تحتج بهذه الأحاديث في الخبريات العلميات (يعني العقيدة)، كما تحتج بها في الطلبيات العمليات...

'এই পার্থক্যকরণ উম্মতের ইজমা দ্বারা বাতিল। কেননা তারা সবাই এই হাদীছগুলিকে আক্বীদাগত বিষয়ে দলীল হিসাবে গ্রহণ করেন, যেমন আমলগত বিষয়গুলিতে গ্রহণ করেন...। বিশেষত আমলগত আহকাম আল্লাহ্র পক্ষ থেকে খবরকে অন্তর্ভুক্ত করে যে, তিনি এরূপ বিধান দিয়েছেন, এটি ওয়াজিব করেছেন এবং দ্বীন হিসাবে মনোনীত করেছেন...ইত্যাদি। সুতরাং তাঁর দেওয়া শরী'আত ও দ্বীন তাঁর নাম ও ছিফাতসমূহের দিকেই ফিরে যায়। আর ছাহাবীগণ, তাবেঈগণ, তাবে তাবেঈগণ, আহলেহাদীছ ও আহলে সুন্নাতের সকলেই নাম ও গুণাবলী, তাক্বদীর ও ফায়ছালা এবং আহকামের ক্ষেত্রে এই খবরগুলি দ্বারা দলীল গ্রহণ করে থাকেন। তাদের একজন থেকেও জানা যায় না যে, তিনি 'খবরে ওয়াহিদ' দ্বারা আহকামের ক্ষেত্রে দলীল গ্রহণ করেছেন, অথচ আল্লাহ তা'আলা তাঁর নামসমূহ ও গুণাবলী সম্পর্কে দলীল গ্রহণ করা জায়েয মনে করেননি। সুতরাং এই দুই বিষয়ের মাঝে পার্থক্যকারী সালাফ বা পূর্বসূরী কোথায়? তবে হ্যাঁ; তাদের সালাফ হ'ল এমন কিছু পরবর্তী ধর্মতাত্ত্বিক যারা আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও তাঁর ছাহাবীগণের পক্ষ থেকে যা এসেছে তার প্রতি তাদের কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। বরং কিতাব-সুন্নাত ও ছাহাবীগণের বাণীর মাধ্যমে এ বিষয়ে সঠিক পথ পাওয়া থেকেও তাদের অন্তরসমূহকে তারা বিরত রাখে। তারা ধর্মতাত্ত্বিকদের মতামত এবং ভানকারীদের রেফারেন্স দেয়। ওরাই মূলতঃ এ দু'টি বিষয়ের মাঝে পার্থক্য সৃষ্টিকারী বলে জানা যায়।

Contents

এমন পার্থক্যের ব্যাপারে ওরা আবার 'ইজমা'রও দাবী করে! অথচ এমন 'ইজমা' কোন একজন ইমাম থেকেও বর্ণিত নেই। কোন ছাহাবী কিংবা তাবেঈ থেকেও নেই। সুতরাং আমরা তাদের নিকট আবেদন করি যে, 'খবরে ওয়াহিদ' দ্বারা দ্বীনের কোন অংশ সাব্যস্ত করা জায়েয আর কোন অংশ জায়েয নয় এতদুভয়ের মাঝে সঠিক পার্থক্য নিরূপণ করুন! তাহ'লে তারা পার্থক্য করার সমর্থনে তাদের বাতিল দাবী ব্যতীত কোন পথই খুঁজে পাবে না। যেমন তাদের কিছু লোক বলে, উছূল সংক্রান্ত বিষয় বলতে ইলমী বিষয়সমূহ আর শাখা-প্রশাখাগত বিষয় বলতে আমলগত মাসআলাসমূহকে বুঝায় (তাদের এমন পার্থক্যকরণও বাতিল)।

কারণ আমলগত বিষয়সমূহ দ্বারা উদ্দেশ্য হ'ল ইলম ও আমল। ইলমী বিষয়সমূহ দ্বারাও উদ্দেশ্য ইলম ও আমল। তা হ'ল অন্তরের ভালোবাসা ও ঘৃণা। হকের প্রতি অন্তরের ভালোবাসা, যা ইলম দ্বারা বুঝা যায়। আবার বাতিলের প্রতি তার ঘৃণা, যা তার বিরোধিতা করার মাধ্যমে বুঝা যায়। সুতরাং আমল কেবল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আমলের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং অন্তরের আমলসমূহ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আমলসমূহের মূল পরিচালক। আর অঙ্গের আমলসমূহ তার অনুগামী। সুতরাং প্রতিটি ইলমী মাসআলার সাথেই অন্তরের বিশ্বাস, সত্যায়ন ও ভালোবাসা জড়িত রয়েছে। আর সেটিই আমল। বরং আমলের মূল। ঈমানের মাসআলা সমূহের ক্ষেত্রে এই বিষয়টি সম্পর্কে অনেক ধর্মতাত্ত্বিক উদাসীন। তারা মনে করেন ঈমান শুধু অন্তরের সত্যায়ন মাত্র; আমলের প্রয়োজন নেই। আর এটাই সবচেয়ে জঘন্য ও মারাত্মক ভুল। কেননা অনেক কাফের নিশ্চিতভাবে নবী সত্য তা জানতো এবং এতে তাদের মনে কোন সন্দেহ-সংশয় ছিল না। কিন্তু তারা এমন সত্যায়নের সাথে আমল করেনি। তা হ'ল নবী যা নিয়ে এসেছেন তাকে ভালোবাসা, তার প্রতি ও তার ইচ্ছার প্রতি সন্তুষ্ট থাকা, তার প্রতি ভালবাসা প্রদর্শন এবং তার শত্রুর সাথে শত্রুতা পোষণ করা...ইত্যাদি। তাই এ বিষয়টিকে অবহেলা করা যাবে না। কেননা এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এর মাধ্যমেই আপনি সত্যিকারের ঈমান বুঝতে পারবেন।

সুতরাং ইলমী মাসআলা সমূহ আমলগত। আবার আমলগত মাসআলা সমূহ ইলমী বা আক্বীদাগত। কেননা শরী'আত প্রণেতা বান্দার নিকট থেকে

আমলগত বিষয়ে ইলম ছাড়া আমলকে যথেষ্ট মনে করেননি। অনুরূপ ইলমী বিষয়গুলিতে আমল ব্যতীত কেবল ইলমকেই যথেষ্ট মনে করেননি'।[৪৪]

সুতরাং ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ)-এর বক্তব্য থেকে প্রমাণিত হ'ল যে, উল্লিখিত পার্থক্য ইজমা দ্বারা বাতিল। কেননা তা সালাফের আমল বিরোধী এবং উল্লিখিত দলীল সমূহেরও বিরোধী। এটি অন্যদিক থেকেও বাতিল। আর তা হ'ল পার্থক্যকারীরা ইলমকে আমলের সাথে এবং আমলকে ইলমের সাথে সম্পৃক্ত করাকে আবশ্যক মনে করে না। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট, যা বিষয়টি ভালভাবে বুঝতে এবং উল্লিখিত পার্থক্যকে নিশ্চিত ভাবে বাতিল বলে বিশ্বাস রাখতে মুমিনদেরকে সহযোগিতা করবে।

অনেক খবরে আহাদ ইল্ম ও ইয়াক্বীনের ফায়েদা দেয় :

পূর্বের আলোচনা ও বিশ্লেষণ থেকে স্পষ্টভাবে জানা যায় যে, উল্লিখিত বাতিল পার্থক্যের ভিত্তি হ'ল তাদের দাবী 'খবরে ওয়াহিদ কেবল প্রবল ধারণার ফায়েদা দেয়, তা ইয়াকীন ও অকাট্য ইলমের ফায়েদা দেয় না'। অথচ জানা উচিত যে, তাদের একথা নিঃশর্তভাবে মেনে নেওয়ার মত নয়। এ বিষয়ে যথাস্থানে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এখানে আমাদের জন্য যে বিষয়টি উল্লেখ করা গুরুত্বপূর্ণ সেটি হ'ল, অনেক সময় 'খবরে ওয়াহিদ' ইলম ও ইয়াকীনের ফায়েদা দেয়। এ বিষয়ে এমন অনেক হাদীছ রয়েছে, যা উম্মত গ্রহণ করেছে। তন্মধ্যে ইমাম বুখারী ও মুসলিম তাদের স্ব স্ব ছহীহ গ্রন্থে যেসব হাদীছ উল্লেখ করেছেন এবং যেগুলির কোন সমালোচনা করা হয়নি, তা অকাট্যভাবে ছহীহ প্রমাণিত। সেগুলি দ্বারা ইলমুল ইয়াক্বীন বা নিশ্চিত বিশ্বাস অর্জিত হয়। যেমনটি ইমাম ইবনুছ ছালাহ এ বিষয়ে তার 'উলূমুল হাদীছ' (পৃঃ ২৮-২৯) গ্রন্থে জোরালোভাবে আলোচনা করেছেন। হাফেয ইবনু কাছীর তার 'মুখতাছার'-এ তাকে সমর্থন করেছেন। তাঁর পূর্বে শায়খুল ইসলাম ইবনু তায়মিয়াহ এবং আল্লামা ইবনুল ক্বাইয়িম আল-জাওযিয়াহ (রহঃ) তাঁর 'মুখতাছারুস ছাওয়াইক' (২/৩৮৩) গ্রন্থে একে সমর্থন করেছেন। অতঃপর এ বিষয়ে উদাহরণ স্বরূপ অনেক হাদীছ উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে ওমর (রাঃ)-

---

৪৪. ই'লামুল মুওয়াক্কিঈন, ২/৪১২।

এর হাদীছ অন্যতম। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ 'নিশ্চয়ই যাবতীয় আমল নিয়তের উপর নির্ভরশীল'[৪৫] এবং إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ– 'যদি স্বামী স্ত্রীর চার শাখার মাঝে বসে (মিলনের) প্রচেষ্টা করে, তাহ'লে তার ওপর গোসল ওয়াজিব হয়ে যায়' অন্যতম।[৪৬]

অনুরূপ ইবনু ওমর (রাঃ)-এর হাদীছ,

فَرَضَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ فِيْ رَمَضَانَ عَلَى الصَّغِيْرِ وَالْكَبِيْرِ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى-

'আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) ছোট-বড়, নারী-পুরুষ সকলের ওপর রামাযানে ছাদাক্বাতুল ফিতর ফরয করেছেন'।[৪৭] ইত্যাদি আরোও অনেক হাদীছ রয়েছে।

ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, 'শায়খুল ইসলাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, 'উম্মতে মুহাম্মাদীর পূর্বাপর অধিকাংশের নিকট এটি ইলমুল ইয়াক্বীন বা নিশ্চিত বিশ্বাসের ফায়েদা দেয়। সালাফদের মাঝে এ বিষয়ে কোন মতভেদই ছিল না। আর পরবর্তীদের মধ্যে এটি চার ইমামের অনুসারী বড় বড় ফক্বীহদের মাযহাব। এই মাসআলাটি হানাফী, মালেকী, শাফেঈ ও হাম্বলীদের কিতাবগুলিতে উল্লিখিত হয়েছে। যেমন হানাফীদের মধ্যে সারাখসী ও আবুবকর রাযী, শাফেঈদের মধ্যে শায়খ আবু হামেদ, আবুত তাইয়েব ও শায়খ আবু ইসহাক্ব, মালেকীদের মধ্যে ইবনু খুওয়াইয মিনদাদ প্রমুখ, হাম্বলীদের মধ্যে রয়েছেন ক্বাযী আবু ই'য়ালা, ইবনু আবী মূসা, আবুল খাত্ত্বাব প্রমুখ, ধর্মতত্ত্ববিদের মধ্যে আবু ইসহাক্ব ইসফারাঈনী, ইবনু ফাওরাক ও আবু ইসহাক্ব নাযযাম প্রমুখ। ইবনুছ ছালাহ এটিকে উল্লেখ করে ছহীহ বলেছেন ও পসন্দ করেছেন। তবে তিনি এর প্রবক্তার আধিক্য সম্পর্কে জানতেন না। যাতে তাদের মাধ্যমে তার কথা শক্তিশালী হ'ত। তিনি কেবল দলীল ছহীহ

৪৫. বুখারী হা/১।
৪৬. বুখারী হা/২৯১; মুসলিম হা/৩৪৮; আবূদাঊদ হা/২১৬।
৪৭. বুখারী হা/১৫০৩; নাসাঈ হা/২৫০০।

হওয়ার কারণে বলেছেন। যে সমস্ত বিদ্বান ও দ্বীনদার মাশায়েখ তার বিপক্ষে গেছেন এবং এ বিষয়ে পূর্ণ জ্ঞান না থাকার কারণে তারা মনে করেছেন যে, আবু আমর ইবনুছ ছালাহ যা বলেছেন এর মাধ্যমে তিনি জমহূর হ'তে আলাদা হয়ে গেছেন! এ ব্যাপারে তাদের ওযর হ'ল, এই মাসআলাগুলিতে তারা ইবনুল হাজিবের বক্তব্যের দিকে ফিরে যান। যদি আর একটু উঁচু পর্যায়ে যান তাহ'লে তারা সাইফ আমেদী ও ইবনুল খতীব পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছেন। আর যদি তাদের সনদ আরোও উঁচু স্তরের হয় তাহ'লে তারা গাযালী, জুওয়াইনী ও বাকিল্লানীর পর্যায়ে পৌঁছান। তিনি বলেন, সকল আহলেহাদীছ শায়খ আবু আমর যা উল্লেখ করেছেন তার উপরেই রয়েছেন। আর জমহূরের কথার বিপরীতে দলীল হ'ল, খবরকে সত্যায়ন ও আমলগতভাবে গ্রহণ করা উম্মতের ইজমা। আর উম্মত কখনো ভ্রান্তির ওপর ইজমা করতে পারে না। যেমন উম্মত যদি কোন 'আম' (সাধারণ) অথবা 'মুত্বলাক' (নিঃশর্ত) অথবা ইলমে হাকীকত অথবা ক্বিয়াসের ওপর একমত হয়, তাহ'লে তারা কোন ভুলের ওপর একমত হননি। যদিও তাদের মধ্যে কোন একজনের প্রতি যদি এককভাবে দেখা যায় তাহ'লে দেখা যাবে যে, তিনি ভুল হ'তে নিরাপদ নন। কেননা নির্ভুলতা কেবল সামগ্রিকভাবে সাব্যস্ত হ'তে পারে। যেমন মুতাওয়াতির খবরের ক্ষেত্রেও সংবাদ বাহকদের মধ্যে এককভাবে কারো ওপর ভুল অথবা মিথ্যার ত্রুটি আসা সম্ভব। কিন্তু সামগ্রিকভাবে সবার ক্ষেত্রে তা সম্ভব নয়। আর সমষ্টিগতভাবে বর্ণনায় ও সিদ্ধান্ত দেওয়ার ক্ষেত্রে উম্মত ভুল হ'তে নিরাপদ। তিনি আরো বলেন, এ ক্ষেত্রে আহাদ বিভিন্ন শর্তে ধারণার ফায়েদা দিতে পারে। যদি আরো শক্তিশালী হয় তাহ'লে ইলমের রূপ পরিগ্রহ করে। আর যদি দুর্বল হয় তাহ'লে সংশয় ও বাতিল কল্পনায় পরিণত হয়।

তিনি আরো বলেন, জেনে রাখ! বুখারী ও মুসলিমের অধিকাংশ হাদীছ এ জাতীয়। যেমন শায়খ আবু আমর এবং তার পূর্ববর্তী আলেম হাফেয আবু তাহির সিলাফী প্রমুখ উল্লেখ করেছেন। কারণ যে হাদীছকে মুহাদ্দিছগণ সত্যায়ন ও গ্রহণ করেছেন তা নিশ্চিত বিশ্বাসের ফায়েদা দেয়। সুতরাং তারা ব্যতীত এ বিষয়ে অন্যান্য ধর্মতাত্ত্বিক ও উছূলবিদদের কথা ধর্তব্য নয়। কেননা ধর্মীয় সকল বিষয়ে ইজমার ক্ষেত্রে আহলে ইলম বা বিশেষজ্ঞ আলেমদের কথা ধর্তব্য, অন্যদের নয়। যেমন শারঈ আহকামের ক্ষেত্রে

ইজমার বিষয়ে আলেমগণ ব্যতীত ধর্মতাত্ত্বিক, বৈয়াকরণ ও চিকিৎসকদের কথা ধর্তব্য নয়। অনুরূপভাবে হাদীছ সত্য ও অসত্যের বিষয়ে ইজমার ক্ষেত্রে হাদীছ, এর বিভিন্ন বর্ণনা পদ্ধতি ও সূক্ষ্ম ত্রুটি বিষয়ে পণ্ডিত আলেমগণ ব্যতীত অন্যদের কথা ধর্তব্য নয়। তারা হ'লেন হাদীছবিশারদ যারা তাদের নবীর সার্বিক অবস্থা সম্পর্কে অবগত, তাঁর সকল কথা ও কর্মের পূর্ণ সংরক্ষণকারী। মুক্বাল্লিদরা যেমন তাদের অনুসরণীয় ব্যক্তিদের মতামতের ব্যাপারে গুরুত্ব দেয়, হাদীছবিশারদগণ তার চেয়ে অনেক বেশী যত্নবান হন রাসূল (ছাঃ)-এর কথা ও কর্মের প্রতি। মুতাওয়াতির ইলম যেমন 'আম' ও 'খাছ' দু'ভাগে বিভক্ত হয়। তা বিশেষ একদলের নিকট মুতাওয়াতির হয়, যা অন্যরা জানতেই পারে না। মুতাওয়াতির হওয়া তো দূরের কথা। তদ্রূপ আহলেহাদীছগণ তাদের নবীর সুন্নাতের প্রতি এত অধিক যত্নবান হন যে, তাঁর কথা, কর্ম ও অবস্থা যথাযথ আয়ত্ব করার কারণে তারা এমন জ্ঞানলাভ করেন যাতে তারা সামান্যতম সন্দেহে পতিত হন না, অথচ সেসব বিষয়ে অন্যদের আদৌ কোন অনুভূতিই থাকে না'।[৪৮]

ইলমের ফায়েদা দেওয়ার ক্ষেত্রে অন্যান্য খবরের ওপর শারঈ খবরকে ক্বিয়াস করা বাতিল :

ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, 'বাতিল ক্বিয়াসের মাধ্যমে 'খবরে ওয়াহিদ' ইলমের ফায়েদা দেওয়ার বিষয়টিকে অস্বীকার করা হয়েছে। কেননা সে ব্যক্তি রাসূল (ছাঃ)-এর পক্ষ থেকে উম্মতের জন্য শারঈ খবরকে অথবা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের গুণাবলী সমূহের কোন গুণ সম্পর্কিত কোন খবরকে নির্দিষ্ট কোন বিষয়ের ব্যাপারে সাক্ষীর দেওয়া খবরের ওপর ক্বিয়াস করেছে। অথচ এ দু'য়ের মাঝে রয়েছে বিস্তর পার্থক্য। কেননা রাসূল (ছাঃ)-এর পক্ষ থেকে সংবাদবাহককে যদি ধরে নেওয়া হয় যে, সে স্বেচ্ছায় অথবা ভুলে মিথ্যা বলেছে যদিও তার মিথ্যা স্পষ্ট নাও বুঝা যায় তবুও তা দ্বারা সৃষ্টিকে পথভ্রষ্ট করা আবশ্যক হয়। যেহেতু উম্মত সে খবরকে গ্রহণ করেছে, তদনুযায়ী আমল করেছে, তা দ্বারা সৃষ্টির গুণাবলী ও কর্ম সমূহকে সাব্যস্ত করেছে, সেহেতু শারঈভাবে যে খবরগুলি গ্রহণ করা ওয়াজিব হয় তা মূলতঃ বাতিল

৪৮. ই'লামুল মুওয়াক্কিঈন, ২/৩৭৩।

হ'তে পারে না। বিশেষ করে সকল উম্মত যদি তা গ্রহণ করে। এভাবেই শারঈভাবে যেসকল দলীলের অনুসরণ করা ওয়াজিব সে সকল দলীলের ক্ষেত্রে এটা বলাও ওয়াজিব যে, তা হক ব্যতীত কিছুই নয়। সুতরাং তা দ্বারা সাব্যস্ত বিষয়ও মূলতঃ প্রমাণিত বলে সাব্যস্ত হবে। এটা হবে আল্লাহ তা'আলার বিধান, তাঁর গুণাবলী সম্পর্কে আমরা যা পেয়েছি সেসব বিষয়ে। কিন্তু দুনিয়াবী কোন নির্দিষ্ট বিষয়ে নির্দিষ্ট সাক্ষী দেওয়ার ক্ষেত্রে এর বিপরীত হবে। কেননা যে বিষয়ে সাক্ষী দেওয়া হয়েছে সে বিষয়ে তা সাব্যস্ত নাও হ'তে পারে।[৪৯]

মাসআলাটির তাৎপর্য হ'ল, যে খবরের মাধ্যমে উম্মত আল্লাহ্র ইবাদত করে এবং যা আল্লাহ্র নামসমূহ সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে তাঁর রাসূলের যবানে তাদের নিকট পৌঁছেছে তা মূলতঃ মিথ্যা ও বাতিল হ'তে পারে না। কেননা তা বান্দাদের উপর আল্লাহ্র অন্যতম প্রমাণ। আর আল্লাহ্র প্রমাণাদি মিথ্যা ও বাতিল হ'তে পারে না। বরং তা আসলে হক ব্যতীত কিছুই নয়। হক ও বাতিলের দলীলগুলি সমান হওয়াও জায়েয নয়। যে অহি আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূলের ওপর অবতীর্ণ করেছেন এবং তা দ্বারা তাঁর সৃষ্টির ওপর ইবাদতের বিধান দিয়েছেন তার প্রতি সন্দেহ করতঃ আল্লাহ, তাঁর শরী'আত ও দ্বীনের ওপর মিথ্যারোপ করাও জায়েয নয় এই দাবীতে যে, এটা ওটা থেকে আলাদা করা সম্ভব নয়! কেননা হক ও বাতিল, সত্য ও মিথ্যা, শয়তানের অহি ও আল্লাহ্র পক্ষ থেকে নিয়ে আসা ফেরেশতার অহি-র মাঝে যে পার্থক্য তা একটি আরেকটির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হওয়ার চেয়ে বেশি স্পষ্ট। সাবধান! আল্লাহ তা'আলা হককে সূর্যের আলোর মত স্পষ্ট করে দিয়েছেন, যা উজ্জ্বল ও চক্ষুষ্মানদের জন্য খুবই স্পষ্ট। আর বাতিলকে রাতের অন্ধকারের ন্যায় অন্ধকার দ্বারা আচ্ছাদিত করেছেন। অনস্বীকার্য যে, অন্ধের নিকট রাত দিনের মত লাগতেই পারে। তদ্রুপ মনের দিক থেকে যে অন্ধ তার নিকট হক বাতিলের মত মনে হ'তে পারে।

মু'আয বিন জাবাল (রাঃ) তাঁর ফায়ছালায় বলতেন, تَلَقَّ الْحَقَّ مِمَّنْ قَالَهُ فَإِنَّ عَلَى الْحَقِّ نُوْرًا- 'যে হক বলে তুমি তার নিকট থেকেই সেটি গ্রহণ কর।

৪৯. মুখতাছার ছাওয়াইকুল মুরসালাহ, ২/৩৬৮।

কেননা হকের উপর আলো রয়েছে'। কিন্তু অন্তর যখন গাঢ় অন্ধকারে আচ্ছাদিত হ'ল, রাসূল (ছাঃ)-এর আনীত বিধান হ'তে বিমুখ হওয়ার কারণে দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে মানুষ অন্ধ হয়ে গেল, লোকদের মতামতকে যথেষ্ট মনে করার কারণে অন্ধকার বৃদ্ধি পেল; তখন এ ধরণের মানুষের নিকট হক বাতিলের সাথে মিশে গেল। ফলে অন্ধকারাচ্ছন্ন হৃদয়গুলি রাসূল (ছাঃ)-এর যে সকল ছহীহ হাদীছ উম্মতের শ্রেষ্ঠ ন্যায়পরায়ণ ও সত্যবাদী রাবীগণ বর্ণনা করেছেন সেগুলিকেও মিথ্যার দোষে দোষী বলার বৈধতা দিয়ে দিল! পক্ষান্তরে বাতিল, মিথ্যা ও বানোয়াট হাদীছগুলিকে সত্য হওয়ার অনুমোদন দিয়ে সেগুলিকেই দলীল হিসাবে গ্রহণ করতে শুরু করল। তিনি বলেন,

وَإِنَّمَا الْمُتَكَلِّمُوْنَ أَهْلُ ظُلْمٍ وَجَهْلٍ يَقِيسُونَ خَبَرَ الصِّدِّيقِ وَالْفَارُوقِ وَأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ بِأَخْبَارِ آحَادِ النَّاسِ، مَعَ ظُهُورِ الْفَرْقِ الْمُبِينِ بَيْنَ الْمُخْبِرِيْنَ، فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ سَوَّى بَيْنَ خَبَرِ الْوَاحِدِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَخَبَرِ الْوَاحِدِ مِنْ أَفْرَادِ النَّاسِ فِي عَدَمِ إِفَادَةِ الْعِلْمِ، وَهَذَا بِمَنْزِلَةِ مَنْ سَوَّى بَيْنَهُمْ فِي الْعِلْمِ وَالدِّينِ وَالْفَضْلِ-

'ধর্মতাত্ত্বিকরা যালেম ও মূর্খ। তারা ছিদ্দীক্ব, ফারূক্ব ও উবাই বিন কা'বের দেওয়া খবরকে সাধারণ মানুষের খবর দেওয়ার সাথে তুলনা করে। অথচ দু'য়ের মাঝের পার্থক্য স্পষ্ট। সুতরাং ঐ ব্যক্তির চেয়ে বড় যালেম আর কে হ'তে পারে, যে ছাহাবীগণের কারো খবরের মাঝে ও ইলমের ফায়েদা দেয় না এমন বিষয়ে কোন সাধারণ ব্যক্তির খবরের মাঝে সমতা কায়েম করার দাবী করে? এরূপ দাবীকারী ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে ইলম, দ্বীন ও শ্রেষ্ঠত্বের দিক থেকে ছাহাবী ও সাধারণ মানুষের মাঝে সমতার দাবী করে।[৫০]

'আহাদ হাদীছ ইলমের ফায়েদা দেয় না' তাদের এমন দাবীর মূল কারণ সুন্নাত সম্পর্কে তাদের অজ্ঞতা :

ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, যদি তারা বলে যে, রাসূল (ছাঃ)-এর ছহীহ হাদীছ সমূহ ইলমের ফায়েদা দেয় না, তাহ'লে একথার মাধ্যমে তারা নিজেদের সম্পর্কে এ সংবাদই দিল যে, তারা তা থেকে কোন জ্ঞানই লাভ

৫০. মুখতাছার ছাওয়াইকুল মুরসালাহ, পৃঃ ৫৬৪।

করতে পারেনি। আর তারা নিজেদের সম্পর্কে যা বলেছে তাতে তারা সত্যবাদী। কিন্ত এ সংবাদ দানের ক্ষেত্রে তারা মিথ্যাবাদী যে, তা আহলেহাদীছ ও আহলে সুন্নাতের জন্যও ইলমের ফায়েদা দেয় না।[৫১] তিনি আরো বলেন, আহলে সুন্নাত তা দ্বারা যে ফায়েদা লাভ করেছেন তা যদি ওরা লাভ করতে না পারে তাহ'লে তাদের 'আমরা তা দ্বারা ইলমী ফায়েদা পাইনি' এ কথার ভিত্তিতে সাধারণভাবে তাকে নাকচ করা আবশ্যক হয় না। এটা ঐ দলীল গ্রহণের ন্যায়, যে ব্যক্তি জানা কিছু পেয়েছে সে কিন্তু ঐ ব্যক্তির মত নয় যে কিছু জানেও না, কিছু পায়ওনি। সে হ'ল ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যে নিজে ব্যথা অথবা কষ্ট অথবা ভালবাসা অথবা ঘৃণা অনুভব করেছে, কিন্তু এটাকে সে ঐ ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করছে, যে ব্যথা অথবা কষ্ট অথবা ভালবাসা অথবা ঘৃণা কোনকিছুই অনুভব করেনি। ফলে তার মনে সন্দেহের মাত্রা আরো প্রবল হয় যে, তুমি যা পেয়েছ আমি তো তা পাইনি। যদি সত্যিই হ'ত তাহ'লে তো অবশ্যই আমি-তুমি দু'জনই তাতে শরীক হ'তাম। এটা নিরেট মিথ্যা ও বাতিল। কতই না সুন্দর কথা বলা হয়েছে!

أَقُوْلُ لِلاَئِمِ الْمُهْدِيْ مُلَامَتَهُ + ذُقِ الْهَوَى فَإِنِ اسْتَطَعْتَ الْمَلَامِ لُمِ–

'আমি এমন তিরস্কারকারীকে বলি যাকে তার তিরস্কারের পথ দেখানো হয়েছে, তুমি প্রবৃত্তির স্বাদ আস্বাদন কর, আর যদি তিরস্কার করতে পার তাহ'লে কর'।[৫২]

যে ব্যক্তি 'খবরে ওয়াহিদে'র ইলমের ফায়েদা দেওয়াকে অস্বীকার করে তাকে বলতে হবে, রাসূল (ছাঃ) যা নিয়ে এসেছেন তার প্রতি মনোযোগী হও, যত্নবান হও, তার অনুসরণ কর, তা সংগ্রহ কর, সেই হাদীছের বর্ণনাকারীদের অবস্থা ও সীরাত সম্পর্কে ভালভাবে জ্ঞানলাভ কর এবং হাদীছ ব্যতীত অন্য সবকিছু থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও, সেটিকে তোমার চাওয়া-পাওয়ার লক্ষ্যবস্তু নির্ধারণ কর। বরং তাঁর প্রতি এতটা আগ্রহী হও যেমন মাযহাবের অনুসারীরা তাদের অনুসরণীয় ইমামদের মাযহাব সম্পর্কে এমনভাবে জানতে আগ্রহী হয় যে, তাদের যরূরী ইলম অর্জিত হয় এ মর্মে যে, তা তাদেরই মাযহাব ও

৫১. ঐ, ২/৩৭৯।
৫২. মুখতাছার ছাওয়াইকুল মুরসালাহ, পৃঃ ৬০৪।

সেগুলি তাদেরই অভিমত। যদি কোন অস্বীকারকারী তাদের এটাকে অস্বীকার করে তাহ'লে তারা তাকে তিরস্কার করে। তখনই তুমি জানতে পারবে রাসূলের হাদীছসমূহ ইলমের ফায়েদা দেয় কি-না? পক্ষান্তরে তুমি তা থেকে এবং তা চাওয়া থেকে যদি মুখ ফিরিয়ে নাও তাহ'লে তা তোমাকে কখনো কোন ইলমের ফায়েদা দিবে না। যদি তুমি বল যে, খবরে ওয়াহিদ থেকে তুমি ধারণার ফায়েদাটুকুও লাভ করতে পারনি, তাহ'লে তা থেকে তোমার প্রাপ্য অংশ সম্পর্কে সত্য কথাটিই তুমি বলেছ!'[৫৩]

হাদীছ সম্পর্কে কিছু ফক্বীহর অবস্থান এবং সুন্নাহ সম্পর্কে তাদের অজ্ঞতার দু'টি দৃষ্টান্ত :

আমি (আলবানী) বলি, এটি একটি বাস্তব কথা যা ইলমে হাদীছ চর্চাকারী, এর বিভিন্ন সূত্র, শব্দ নিয়ে গবেষণাকারী এবং কিছু রেওয়ায়াত সম্পর্কে কিছু ফক্বীহর অবস্থান সম্পর্কে যারা অবগত তারা অনুভব করতে পারেন। এ বিষয়ে আমি দু'টি দৃষ্টান্ত পেশ করব, যার একটি পুরাতন এবং অন্যটি নতুন।

প্রথম উদাহরণ : রাসূল (ছাঃ) বলেন, لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ 'ঐ ব্যক্তির ছালাত সিদ্ধ নয়, যে ব্যক্তি সূরায়ে ফাতিহা পাঠ করে না'।[৫৪]

এই হাদীছটি ছহীহাইন তথা বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হওয়া সত্ত্বেও হানাফীরা এটাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন এই দাবীতে যে, তা কুরআনের বাহ্যিক অর্থের বিরোধী। তা হ'ল আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ 'অতএব তোমাদের পক্ষে যতটুকু সহজ হয় ততটুকু পাঠ কর' *(মুয্যাম্মিল ৭৩/২০)*। তাই তারা এটাকে তাদের দাবী অনুযায়ী আহাদ হাদীছ হিসাবে ব্যাখ্যা করেছে। অথচ হাদীছ শাস্ত্রের আমীর খ্যাত ইমাম বুখারী (রহঃ) তাঁর কিতাব 'জুযউল ক্বিরাআতে'র শুরুতেই হাদীছটি রাসূল (ছাঃ) হ'তে মুতাওয়াতির সূত্রে প্রমাণিত হওয়ার বিষয়টি স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন। তাদের কি উচিত ছিল না যে, হাদীছ বিশেষজ্ঞ এই ইমামের ইলম থেকে ফায়দা নেওয়া এবং হাদীছটিকে আহাদ বলার মত পরিবর্তন করা এবং সেটিকে আয়াতের সাথে

---

৫৩. ঐ, ২/৪৩২।

৫৪. বুখারী হা/৭৫৬; মুসলিম হা/৩৯৪।

Contents

সামঞ্জস্যপূর্ণ করে তা দ্বারা আয়াতটিকে 'খাছ' করা। তাছাড়াও জ্ঞাতব্য যে, উল্লেখিত আয়াতটি রাতের (নফল) ছালাতের সাথে সম্পর্কিত; ছালাতে ফরয ক্বিরাআতের বিষয়ে নয়।

দ্বিতীয় উদাহরণ : শেষ যামানায় ঈসা (আঃ)-এর অবতরণ প্রসঙ্গে হাদীছ, যা ছহীহাইনেও বর্ণিত হয়েছে। এ বিষয়ে কয়েক বছর ধরে আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের শায়খগণকে জিজ্ঞেস করা হ'লে তাদেরই একজন 'আর-রিসালা' নামক পত্রিকায় জবাব দেন যে, হাদীছটি 'আহাদ' এবং এর সনদ কেবল ওয়াহ্‌ব বিন মুনাব্বিহ ও কা'ব আল-আহবার কেন্দ্রিক।

অথচ বাস্তব কথা হ'ল আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছ বিশেষজ্ঞ ও পণ্ডিতগণ সেটিকে মুতাওয়াতির হাদীছ বলে সাক্ষ্য দিয়েছেন। আমি নিজেই এর সনদগুলি যাচাই করে যা পেয়েছি তা হ'ল ৪০ জন ছাহাবী তা রাসূল (ছাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। তন্মধ্যে কমপক্ষে ২০টির সনদ ছহীহ এবং এর কিছু সনদ অনেকের নিকট একাধিক সূত্রে ছহীহ প্রমাণিত হয়েছে, যা ছহীহাইন, সুনান, মাসানীদ, মা'আজিম প্রভৃতি হাদীছের গ্রন্থে রয়েছে। বিস্ময়কর বিষয় হ'ল, এই সনদগুলিতে ওয়াহ্‌ব ও কা'ব, এর কথা মোটেই উল্লেখ করা হয়নি।

এ বিষয়ে আমি যাচাই-বাছাই করে এর সারমর্ম দু'পৃষ্ঠায় লিখে তা তখনই 'আর-রিসালা' পত্রিকা কর্তৃপক্ষের নিকট পাঠিয়েছিলাম এই আশায় যে, ইলমের খেদমতের আশায় তা যেন প্রকাশ করা হয়। কিন্তু সেই দুই পৃষ্ঠা আর প্রকাশ করা হয়নি!!

দু'টি উদাহরণ দিলাম। আরো শত শত উদাহরণ রয়েছে যা আমাদেরকে স্পষ্ট জানিয়ে দেয় যে, ইসলামী শরী'আতের দ্বিতীয় মৌলিক উৎস নবীর হাদীছও কিছু আহলে ইলমের নিকট তেমন মর্যাদা পায়নি, যা তাদের ওপর ওয়াজিব। অথচ এটা ব্যতীত প্রথম ও প্রধান উৎস তথা কুরআন মাজীদকে সঠিকভাবে বুঝা সম্ভব নয়। যেমনটা আল্লাহ ইচ্ছা করেন। এসব কারণেই তারা নবীর হাদীছগুলি সম্পর্কে চরম অজ্ঞতায় নিপতিত হয়েছে। এমন আচরণ হাদীছকে সত্যায়ন করার ব্যাপারে স্পষ্ট পদস্খলনের প্রমাণ বহন করে। অথচ রাসূল (ছাঃ) যা নিয়ে এসেছেন তা অকাট্যভাবে বিশ্বাস করা যরূরী। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا 'আর রাসূল

তোমাদেরকে যা দেন, তা গ্রহণ কর এবং যা নিষেধ করেন, তা হ'তে বিরত থাক' *(হাশর ৫৯/৭)*।

অথচ তারা এর কিছু অংশকে গ্রহণ করেছে আর কিছু অংশকে পরিত্যাগ করেছে!

فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا... 'তোমাদের মধ্যে যারা এরূপ করে, পার্থিব জীবনে তাদের দুর্গতি ছাড়া কিছুই পাওয়ার নেই...' *(বাক্বারাহ ২/৮৬)*।

সারকথা হ'ল মুসলিমের ওপর ওয়াজিব হল, আহলে ইলমের নিকট রাসূল (ছাঃ)-এর পক্ষ থেকে যে হাদীছই প্রমাণিত হবে তার প্রতি পূর্ণ ঈমান আনা। চাই তা আক্বীদা বিষয়ক হোক অথবা আহকাম। মুতাওয়াতির হোক অথবা আহাদ। চাই আহাদ তার নিকট ইলম ও ইয়াক্বীনের ফায়েদা দিক অথবা প্রবল ধারণার ফায়েদা দিক। এ বিষয়ে পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। এসব বিষয়ে ঈমান আনা ও তা মেনে নেওয়া ওয়াজিব। এর মাধ্যমেই সে ব্যক্তি সত্যিকার ভাবে নিজের মাঝে আল্লাহ তা'আলার নিম্নোক্ত আদেশ প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছে বুঝা যাবে। মহান আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ-

'হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের আহ্বানে সাড়া দাও। যখন তিনি তোমাদের আহ্বান করেন ঐ বিষয়ের দিকে যা তোমাদের (মৃত অন্তরে) জীবন দান করে। জেনে রেখ, আল্লাহ মানুষ ও তার অন্তরের মাঝে অন্তরায় হয়ে থাকেন (অর্থাৎ তাঁর অনুমতিক্রমেই মানুষ মুমিন ও কাফির হয়ে থাকে)। পরিশেষে তাঁর কাছেই তোমাদের সমবেত করা হবে' *(আনফাল ৮/২৪)*।

আরোও অনেক আয়াত রয়েছে, যা এ প্রসঙ্গে আলোচনার শুরুতেই উল্লেখ করা হয়েছে। মহান আল্লাহ্র নিকট আশাবাদী, তিনি যেন এর মাধ্যমে কল্যাণ দান করেন এবং তা স্রেফ তাঁরই সন্তুষ্টির জন্য এবং তাঁর কিতাবের সাহায্যকারী ও তাঁর নবীর সুন্নাতের খেদমত হিসাবে কবুল করেন। রাসূল (ছাঃ)-এর উপর অসংখ্য দরূদ ও সালাম বর্ষিত হৌক!

৪র্থ অনুচ্ছেদ

তাক্বলীদকে মাযহাব ও দ্বীনরূপে গ্রহণ করা

তাক্বলীদের স্বরূপ :

অভিধানে 'তাক্বলীদ' শব্দটি আরবী 'ক্বিলাদাতুন' (قِلاَدَةٌ) হ'তে গৃহীত, যা মানুষ অন্যের গলায় পরিয়ে দেয়। এখান থেকেই تَقْلِيْدُ الْهَدْىِ অর্থাৎ কুরবানীর পশুর গলায় কণ্ঠহার বা রশি ঝুলানো। মুক্বাল্লিদ যে বিষয়ে মুজতাহিদের তাক্বলীদ করেছে সে যেন সে বিষয়ে তার গলায় তার আনুগত্যের রশি বেঁধে নিয়েছে। পারিভাষিক অর্থে তাক্বলীদ হল, هُوَ الْعَمَلُ بِقَوْلِ الْغَيْرِ مِنْ غَيْرِ حُجَّةٍ 'দলীল ব্যতীত অন্যের কথা অনুযায়ী আমল করা'।

এর মাধ্যমে আল্লাহ্‌র রাসূলের কথা অনুযায়ী আমল, ইজমার উপর আমল, সাধারণ ব্যক্তির মুফতীর এবং বিচারকের ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির সাক্ষ্যের শরণাপন্ন হওয়ার মত বিষয়গুলি (তাক্বলীদের আওতাভুক্ত হওয়া থেকে) বাদ পড়ে যায়। কেননা এসব বিষয়ে দলীল রয়েছে।[৫৫]

এই উছূলী নছ থেকে আমরা দু'টি গুরুত্বপূর্ণ ফায়েদা লাভ করেছি।

এক : তাক্বলীদ কোন উপকারী ইলম নয়।

দুই : এটি সাধারণ ও অজ্ঞ মানুষের কাজ।

এ দু'টি বিষয়ের প্রতি খেয়াল রেখে এর স্বরূপ বর্ণনা করা এবং এর প্রত্যেকটিতে ইমামগণের উক্তি দ্বারা দলীল পেশ করতঃ কুরআন ও সুন্নাহ্‌র আলোকে এ বিষয়ে আলোকপাত করা যরূরী। অতঃপর আমরা ইমামদের অনুসরণকারী দাবীদারদের অবস্থা ও তাদের উক্তি অনুযায়ী তাদের অনুসরণ করার দাবীর যৌক্তিকতা নিয়ে আলোচনা করব।

---

৫৫. ইরশাদুল ফুহূল, পৃঃ ২৩৪। আমি বলেছি, একটি বিষয়ে খেয়াল রাখা উচিত তা হ'ল সাধারণ লোকের মুফতীর শরণাপন্ন হওয়ার বিষয়টিকে তাক্বলীদের হুকুম থেকে বের করাটা কেবল পারিভাষিক অর্থে। কিন্তু শাব্দিক অর্থে সেটিও তাক্বলীদ হওয়ার বিষয়টিকে অস্বীকার করে না। সুতরাং সাবধান!

১. তাক্বলীদ কোন ইলম নয়। কারণ আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজীদের একাধিক আয়াতে তাক্বলীদের নিন্দা করেছেন। এজন্যই পূর্বের ইমামগণ পর্যায়ক্রমে তাদের বক্তব্য দ্বারা তাক্বলীদের ব্যাপারে নিষেধ করেছেন। আন্দালুসের ইমাম খ্যাত ইমাম ইবনু আব্দিল বার্র তাঁর প্রসিদ্ধ 'জামিউ বায়ানিল ইলম ওয়া ফাযলিহী' গ্রন্থে (২/১০৯-১১৪) এর বিশ্লেষণে বিশেষ একটি অধ্যায় রচনা করেছেন। তাঁর আলোচনার সারসংক্ষেপ নিম্নরূপ:

তাক্বলীদের অপকারিতা, এর নিষিদ্ধতা এবং তাক্বলীদ ও ইত্তেবার মাঝে পার্থক্য :

আল্লাহ তা'আলা তাঁর কিতাবের একাধিক জায়গায় তাক্বলীদের নিন্দা করেছেন। যেমন- তিনি বলেন, اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللهِ 'তারা আল্লাহকে ছেড়ে নিজেদের আলেম-ওলামা ও পোপ-পাদ্রীদেরকে 'রব' হিসাবে গ্রহণ করেছে' *(তওবা ৯/৩১)*।

হুযায়ফা প্রমুখ থেকে বর্ণিত আছে, 'তারা বলেন, ইহুদীরা আল্লাহ ব্যতীত তাদের ইবাদত করেনি। কিন্তু তারা তাদের জন্য যা কিছু হালাল করেছে এবং তাদের ওপর যা হারাম করেছে এ বিষয়ে তারা তাদের অনুসরণ করেছে। আদী বিন হাতিম বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট আসলাম তখন আমার গলায় ক্রুশ ছিল। তিনি আমাকে বললেন, 'হে আদী তোমার গলা থেকে এই মূর্তিটিকে ছুঁড়ে ফেলে দাও। আমি যখন তাঁর কাছাকাছি গেলাম তখন তিনি সূরা তওবার এই আয়াতটি পড়ছিলেন, 'তারা আল্লাহকে ছেড়ে নিজেদের আলেম-ওলামা ও পোপ-পাদ্রীদের এবং মারিয়াম পুত্র মসীহ ঈসাকে 'রব' হিসাবে গ্রহণ করেছে' *(তওবা ৯/৩১)*। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমরা তো তাদেরকে রব হিসাবে গ্রহণ করিনি। তখন তিনি বললেন, কেন; তোমাদের ওপর যা হারাম করা হয়েছে তারা কি তা তোমাদের জন্য হালাল করে না? আর তোমরাও সেটাকে হালাল করে নাও। আর যা আল্লাহ তোমাদের জন্য হালাল করেছেন সেটাকে তারা হারাম করে। আর তোমরাও সেটাকে হারাম মনে কর? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তাহ'লে এটাই তো তাদের ইবাদত করা হ'ল। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ، قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَى مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ-

'এমনিভাবে তোমার পূর্বে যখনই আমরা কোন জনপদে সতর্ককারী প্রেরণ করেছি, তখনই তাদের বিত্তশালীরা বলেছে, আমরা আমাদের বাপ-দাদাদের পেয়েছি এক রীতির উপর এবং আমরা তাদেরই পদাংক অনুসরণ করি। সে (মুহাম্মাদ) বলল, আমি যদি তোমাদের নিকট তার চেয়ে উত্তম পথ নির্দেশ নিয়ে আসি, যার উপরে তোমরা তোমাদের বাপ-দাদাদের পেয়েছ? তারা বলে, তোমরা যা নিয়ে প্রেরিত হয়েছ, আমরা ওসব প্রত্যাখ্যান করি' *(যুখরুফ ৪৩/২৩-২৪)*।

এভাবে পূর্বপুরুষদের অনুসরণ তাদেরকে হেদায়াত কবুল করতে বাধা দিয়েছিল এবং তারা বলেছিল, إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُوْنَ 'তোমরা যা নিয়ে প্রেরিত হয়েছ, আমরা ওসব প্রত্যাখ্যান করি' *(যুখরুফ ৪৩/২৪)*। আল্লাহ তা'আলা কাফির সম্প্রদায়ের নিন্দা ও তিরস্কার করে বলেন, مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ، قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ- 'এই মূর্তিগুলি কী, যাদের পূজায় তোমরা রত আছ? তারা বলল, আমরা আমাদের বাপ-দাদাদেরকে এদের পূজারী হিসাবে পেয়েছি' *(আম্বিয়া ২১/৫২-৫৩)*।

এভাবে পূর্বপুরুষ ও নেতাদের তাক্বলীদ করার নিন্দা কুরআনের অনেক জায়গায় রয়েছে। আলেমগণ এই আয়াতগুলি দ্বারা তাক্বলীদ বাতিলের পক্ষে দলীল গ্রহণ করেছেন। কিন্তু তাদের (যাদের কথা আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে) কাফের হওয়ার ব্যাপারে উক্ত আয়াতগুলি থেকে দলীল গ্রহণে বাধা দেয়নি। কেননা এখানে উভয়ের মধ্যেকার সাদৃশ্য একজনের কুফরী ও অপরজনের ঈমানের দৃষ্টিকোণ থেকে হয়নি। বরং উভয় প্রকার তাক্বলীদে মুক্বাল্লিদ দলীল ছাড়াই ইত্তেবা করার দৃষ্টিকোণ থেকে সাদৃশ্য রাখে। যেমন কেউ কোন লোকের তাক্বলীদ করে কুফরী করল। আবার অন্য কেউ তাক্বলীদ করে পাপ করল। আবার আরেকজন কোন মাসআলায় কারো তাক্বলীদ করতে

গিয়ে ভুল করল। এভাবে তারা সবাই দলীলবিহীন তাক্বলীদের কারণে নিন্দিত হবে। কেননা সবগুলিই তাক্বলীদ, যার একটির সাথে অপরটির সাদৃশ্য রয়েছে, যদিও তাতে পাপের ভিন্নতা রয়েছে'।

ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলতেন, أُغْدُ عَالِمًا، أَوْ مُتَعَلِّمًا، وَلَا تَغْدُ إِمَّعَةً فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ 'আলেম অথবা ছাত্র হও। এতদুভয়ের মাঝে (অর্থাৎ এছাড়া) মুক্বাল্লিদ হয়ো না'।[৫৬]

অন্য সনদে তাঁর থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, كُنَّا نَدْعُو الْإِمَّعَةَ فِيْ الْجَاهِلِيَّةِ الَّذِيْ يُدْعَى إِلَى الطَّعَامِ فَيَذْهَبُ مَعَهُ بِغَيْرِهِ وَهُوَ فِيْكُمُ الْيَوْمَ المحقب دينه الرِّجَال يعني المقلد– 'আমরা জাহেলী যুগে ইম্মা'আহ ঐ ব্যক্তিকে বলতাম যাকে খাদ্য খাওয়ার জন্য ডাকা হ'লে সে অন্যকেও সাথে নিয়ে যেত। বর্তমানে তোমাদের মধ্যে ইম্মা'আ ঐ ব্যক্তি যে স্বীয় দ্বীনের উপর অন্য লোকদেরকে সওয়ারী বানায়'। অর্থাৎ মুক্বাল্লিদ'।[৫৭]

ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন,

وَيْلٌ لِلْأَتْبَاعِ مِنْ عَثَرَاتِ الْعَالِمِ، قِيلَ: كَيْفَ ذَلِكَ؟ قَالَ: يَقُولُ الْعَالِمُ شَيْئًا بِرَأْيِهِ ثُمَّ يَجِدُ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُ فَيَتْرُكُ قَوْلَهُ ذَلِكَ ثُمَّ يَمْضِي الْأَتْبَاعُ–

'সর্বনাশ তাদের জন্য যারা আলেমের ভুলের অনুসরণ করে। বলা হ'ল এটা কিভাবে? তিনি বললেন, আলেম নিজস্ব রায় দিয়ে কিছু বলে। অতঃপর

---

৫৬. বায়হাক্বী, আল-মাদখাল ইলাস সুনানিল কুবরা, হা/৩৭৮।

৫৭. ত্বাবারাণী, আল-মু'জামুল কাবীর হা/৮৭৬৬। ইবনুল আছীর (রহঃ) বলেন, যে ব্যক্তি দ্বীনের ক্ষেত্রে প্রত্যেকের তাক্বলীদ করে তাকে উদ্দেশ্য করেছেন। অর্থাৎ যে ব্যক্তি কোন প্রকার দলীল, প্রমাণ ও চিন্তা-গবেষণা ছাড়াই নিজের দ্বীনকে অন্য কারো অনুসারী বানায়। المحقب শব্দটি الارداف على الحقيبة থেকে নেয়া হয়েছে। অর্থাৎ সওয়ারীর তার পিছনে রাখা থলের উপর আরোহী হওয়া।

আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) সম্পর্কে তার চেয়ে বেশি জানে এমন কাউকে পেলে তার ঐ কথাকে পরিহার করে সে তার অনুসারী বনে যায়'।[৫৮]

অতঃপর ইবনু আব্দিল বার্র (রহঃ) বলেন, নবী (ছাঃ) থেকে প্রমাণিত তিনি বলেন, 'আলেমগণ চলে যাবে। তারপর লোকজন মূর্খদেরকে নেতা হিসাবে গ্রহণ করবে। তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হ'লে তারা ইলম ছাড়াই ফৎওয়া দিবে। ফলে নিজেরা পথভ্রষ্ট হবে এবং অন্যদেরকেও পথভ্রষ্ট করবে'।[৫৯] এগুলি দ্বারা বুদ্ধিমান ও হেদায়াতপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের নিকট স্পষ্ট হয়ে যায় যে, তাক্বলীদ বাতিল ও অগ্রহণযোগ্য। তাক্বলীদ বাতিলের ব্যাপারে বিশ্ববরেণ্য ইমামগণের মাঝেও কোন মতভেদ নেই। সুতরাং এটাই অধিকাংশের পক্ষ থেকে যথেষ্ট'।[৬০]

ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, لا يجوز الفتوى بالتقليد لأنه ليس بعلم والفتوى بغير علم حرام ولا خلاف بين الناس أن التقليد ليس بعلم وأن المقلد لا يطلق عليه اسم عالم. 'তাক্বলীদ করে ফৎওয়া দেওয়া জায়েয নেই। কেননা তা কোন ইলম নয়। আর ইলমবিহীন ফৎওয়া প্রদান হারাম। লোকদের মাঝে এ বিষয়ে কোন মতভেদ নেই যে, তাক্বলীদ কোন ইলম নয় এবং মুক্বাল্লিদদেরকে আলেম বলা হয় না'।[৬১]

অনুরূপভাবে সুয়ূত্বী (রহঃ) বলেন,

إن المقلد لا يسمى عالما كما نقله أبو الحسن السندي الحنفي في أول حاشيته على ابن ماجه وجزم به الشوكاني في "إرشاد الفحول" ص ২৩৬، فقال: إن التقليد جهل وليس بعلم-

---

৫৮. ইবনু আব্দিল বার্র, জামেউ বায়ানিল ইলম হা/১৮৭৭।
৫৯. বুখারী হা/৭৩০৭; মুসলিম আব্দুল্লাহ বিন আমর বিন আছ থেকে বর্ণনা করেছেন। এটি আমার কিতাব 'আর-রওযুন নাযীর ৫৪৯ নং-এ তাখরীজকৃত।
৬০. ই'লামুল মুওয়াক্কিঈন, ২/২৯৪-২৯৮।
৬১. ঐ, ১/৫১।

'মুক্বাল্লিদকে আলেম বলা হয় না। এমনটিই উল্লেখ করেছেন আবুল হাসান সিন্ধী হানাফী তাঁর ইবনু মাজাহর হাশিয়ার শুরুতেই। শাওকানী এ বিষয়ে জোরালোভাবে বলেছেন, 'তাক্বলীদ অজ্ঞতা, তা কোন ইলম নয়'।[৬২]

বিষয়টি হানাফীদের পুস্তকগুলিতে যা পাওয়া যায় তার সাথে মিলে যায়। তা হ'ল কোন জাহেলকে বিচারকার্য পরিচালনার দায়িত্ব প্রদান করা জায়েয নয়। আল্লামা ইবনুল হুমাম 'জাহেল'-এর ব্যাখ্যা করেছেন 'মুক্বাল্লিদ'।

তাক্বলীদের ব্যাপারে ইমামগণের বক্তব্য :

মুজতাহিদ ইমামগণের অসংখ্য উক্তি এসেছে যাতে তাঁরা তাদের ও অন্যদের তাক্বলীদ করতে জোরালোভাবে নিষেধ করেছেন।

১. ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) বলেন,

لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَأْخُذَ بِقَوْلِنَا مَا لَمْ يَعْلَمْ مِنْ أَيْنَ أَخَذْنَاهُ– وفي رواية : حَرَامٌ عَلَى مَنْ لَمْ يَعْرِفْ دَلِيْلِيْ أَنْ يُفْتِيَ بِكَلَامِيْ فَإِنَّنَا بَشَرٌ نَقُوْلُ الْقَوْلَ الْيَوْمَ وَنَرْجِعُ عَنْهُ غَداً–

'কোন ব্যক্তির জন্য আমাদের কোন কথাকে গ্রহণ করা বৈধ হবে না যে পর্যন্ত সে কথা আমরা কোথা থেকে গ্রহণ করেছি তা অবগত না হবে'। অন্য বর্ণনায় এসেছে তিনি বলেন, 'যে ব্যক্তি আমার দলীল সম্পর্কে জানে না, তার জন্য আমার কথা অনুযায়ী ফৎওয়া দেওয়া হারাম। কেননা আমরা মানুষ। আজ কোন কথা বলি, আগামীকাল তা থেকে ফিরে আসি'।[৬৩]

২. ইমাম মালেক (রহঃ) বলেন, إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أُخْطِئُ وَأُصِيْبُ فَانْظُرُوْا فِيْ رَأْيِيْ فَكُلُّ مَا وَافَقَ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ فَخُذُوْهُ وَكُلُّ مَا لَمْ يُوَافِقِ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ فَاتْرُكُوْهُ– 'আমি একজন মানুষ মাত্র। আমি ভুল করি, সঠিকও বলি। অতএব আমার সিদ্ধান্তগুলি তোমরা যাচাই কর। যেগুলি কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী পাও, সেগুলি গ্রহণ কর, যেগুলি না পাও, সেগুলি পরিত্যাগ কর'।[৬৪]

---

৬২. ইরশাদুল ফুহূল, পৃঃ ২৩৬।
৬৩. ঈকাযু হিমাম, ১/৫৩।
৬৪. ইবনু আব্দিল বার্র, জামিউ বায়ানিল ইলম হা/১৪৩৫।

৩. ইমাম শাফেঈ (রহঃ) বলেন, أَجْمَعَ الْمُسْلِمُوْنَ عَلَى أَنَّ مَنِ اسْتَبَانَ لَهُ سُنَّة عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَحِلَّ لَهُ أَنْ يَدَعَهَا لِقَوْلِ أَحَدٍ– 'মুসলিমগণ এ মর্মে ইজমা করেছেন যে, যে ব্যক্তির নিকট রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাত স্পষ্ট হয়ে যাবে সে ব্যক্তির জন্য অন্য কোন ব্যক্তির কথার (মতের) কারণে রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাতকে ত্যাগ করা বৈধ নয়'।[৬৫]

তিনি আরো বলেন, كُلُّ مَسْأَلَةٍ صَحَّ فِيْهَا الْخَبَرُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ أَهْلِ النَّقْلِ بِخِلاَفِ مَا قُلْتُ فَأَنَا رَاجِعٌ عَنْهَا فِيْ حَيَاتِيْ وَبَعْدَ مَوْتِيْ– 'যে কোন বিষয়ে আমি যা কিছু বলেছি তার বিপরীতে যদি মুহাদ্দিছীনের নিকট রাসূল (ছাঃ) থেকে ছহীহ হাদীছ বর্ণিত হয় তাহ'লে আমি আমার জীবদ্দশায় এবং আমার মৃত্যুর পরে তা থেকে প্রত্যাবর্তন করছি'।[৬৬]

তিনি আরো বলেন, كُلُّ مَا قُلْتُ فَكَانَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ خِلاَفَ قَوْلِيْ مِمَّا يَصِحُّ فَحَدِيْثُ النَّبِيِّ أَوْلَى فَلَا تُقَلِّدُوْنِيْ– 'আমি যা কিছু বলেছি নবী (ছাঃ)-এর পক্ষ থেকে সেগুলির বিপরীতে যদি ছহীহ হাদীছ প্রমাণিত হয় তাহ'লে নবীর হাদীছই উত্তম। সুতরাং তোমরা আমার তাক্বলীদ করো না'।[৬৭]

৪. ইমাম আহমাদ (রহঃ) বলেন, لَا تُقَلِّدْنِيْ وَلَا تُقَلِّدْ مَالِكًا وَلاَ الشَّافِعِيَّ وَلَا الْأَوْزَاعِيَّ وَلَا الثَّوْرِيَّ وَخُذْ مِنْ حَيْثُ أَخَذُوْا– 'তুমি আমার তাক্বলীদ করো না। তাক্বলীদ করো না মালেক, শাফেঈ, আওযাঈ ও ছাওরীর। বরং তুমিও সেখান থেকেই বিধান গ্রহণ করো যেখান থেকে তারা গ্রহণ করেছেন'।[৬৮]

---

৬৫. ঈকাযু হিমাম, পৃঃ ৫৮।
৬৬. হারবী, যাম্মুল কালাম হা/৩৮৯।
৬৭. ঈকাযু হিমাম, পৃঃ ৫০।
৬৮. ই'লামুল মুওয়াক্কিঈন, ২/১৩৯।

তাদের সবার বহুল প্রসিদ্ধ কথা হ'ল, إِذَا صَحَّ الْحَدِيْثُ فَهُوَ مَذْهَبِيْ 'যখন কোন হাদীছ ছহীহ পাবে জেনো সেটিই আমার মাযহাব'। তাদের আরোও অনেক উক্তি বর্ণিত আছে। তন্মধ্যে কিছু সুন্দর উক্তি আমি আমার 'ছিফাতু ছালাতিন নাবী' বইয়ের ভূমিকাতে উল্লেখ করেছি।[৬৯] এখানে যতটুকু উল্লেখ করেছি তা যথেষ্ট হবে।

আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বাণীই ইলম :

আলেমগণের দৃষ্টিতে তাক্বলীদের অবস্থান যদি এই হয় তাহ'লে আহলে ইলমের মধ্যে যারা দলীল সহ হক জানতে সক্ষম তাদের জন্য কিতাব ও সুন্নাতে যা আছে তা ব্যতীত ফিক্বহ বিষয়ে কথা বলা জায়েয নয়। কেননা সত্যিকারের ইলম এ দু'য়ের মাঝেই রয়েছে; লোকদের রায়ের মধ্যে নেই। এজন্যই ইমাম শাফেঈ (রহঃ) বলেন,

فَالْوَاجِبُ عَلَى الْعَالِمِيْنَ أَنْ لَا يَقُوْلُوْا إِلَّا مِنْ حَيْثُ عَلِمُوْا وَقَدْ تَكَلَّمَ فِي الْعِلْمِ مَنْ لَوْ أَمْسَكَ عَنْ بَعْضِ مَا تَكَلَّمَ فِيْهِ مِنْهُ لَكَانَ الْإِمْسَاكُ أَوْلَى بِهِ وَأَقْرَبُ مِنَ السَّلَامَةِ لَهُ إِنْ شَاءَ اللهُ-

'আলেমগণের ওপর ওয়াজিব যে উৎস থেকে তারা জেনেছেন তা ব্যতীত কথা না বলা। ইলমের বিষয়ে অনেকেই এমন কিছু কথা বলেছেন যেগুলি না বলে তারা যদি চুপ থাকতেন তাহলে সেটাই উত্তম হ'ত এবং আল্লাহ চাহে তো ভুল হওয়া থেকে নিরাপদ থাকার ক্ষেত্রে তাদের জন্য ভাল হ'ত'।[৭০]

তিনি অন্যত্র বলেন, لَيْسَ لِأَحَدٍ أَبَدًا أَنْ يَّقُوْلَ فِيْ شَيْءٍ حِلٌّ وَلَا حَرَامٌ إِلَّا مِنْ جِهَةِ الْعِلْمِ وَجِهَةُ الْعِلْمِ الْخَبَرُ فِي الْكِتَابِ أَوِ السُّنَّةِ أَوِ الْإِجْمَاعِ أَوِ الْقِيَاسِ- 'ইলম ব্যতীত হালাল ও হারামের কোন বিষয়ে কোন কথা বলা কারো জন্য কখনই জায়েয নয়। আর ইলমের উৎস হ'ল কিতাব অথবা সুন্নাতে বর্ণিত খবর অথবা ইজমা অথবা ক্বিয়াস'।[৭১]

৬৯. ছিফাতু ছালাতিন্নবী, পৃঃ ২৩-৪৩।
৭০. আর-রিসালাহ, পৃঃ ৪১, নং ১৩১-১৩২।
৭১. ঐ, পৃঃ ৩৯, নং ১২০।

অন্যত্র তিনি বলেন, 'যে ব্যক্তি অকাট্য অবগতি এবং ক্বিয়াস ব্যতীত কথা বলে সে ঐ ব্যক্তির চেয়ে পাপের বেশি কাছাকাছি যে ব্যক্তি না জেনেই কথা বলে। পূর্বে উল্লেখিত ইলমের উৎসগুলির আলোকে ইলম ছাড়া (শারঈ বিষয়ে) আল্লাহ্র রাসূলের পরে কথা বলার অনুমতি আল্লাহ তা'আলা আর কাউকেই দেননি। আর কিতাব ও সুন্নাতের পরে ইলমের উৎস হ'ল 'ইজমা, আছার এবং এগুলির আলোকে বর্ণিত ক্বিয়াস'।[৭২]

সাধারণ মুসলিম ছাড়াও বিশেষ শ্রেণীর মুসলমানদের উপর চেপে বসা সবচেয়ে বড় মুছীবতের বিষয় হল বর্তমানে এবং কয়েক শতাব্দীকাল থেকেই তাদের অধিকাংশই তাক্বলীদের নিন্দা বিষয়ে কিতাব, সুন্নাত, ছাহাবীগণের আছার ও ইমামগণের উক্তিতে যা বলা হয়েছে সে সম্পর্কে পুরোপুরি অজ্ঞতার মধ্যে নিমজ্জিত রয়েছে। তাক্বলীদ যে কোন ইলম নয় তা তারা ঘূর্ণাক্ষরেও জানে না। ইলম বলতে বুঝায় যা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ) বলেছেন। সেজন্য তাদের অন্তরে এটা জাগ্রতই হয় না যে, কিতাব ও সুন্নাতে প্রশংসনীয় ইলম বলতে এদু'য়ের মাঝে বিদ্যমান আক্বীদা ও আহকাম বিষয়ক ইলমকে বুঝানো হয়েছে। যে সকল আলেম প্রশংসিত হয়েছেন তারাও মূলতঃ এই দুই ইলমে পারদর্শী। ইমামগণের উক্তি ও তাদের ইজতিহাদী মতামতে পারদর্শী ব্যক্তিগণ নন। সেজন্য আপনি ওদেরকে (তাক্বলীদপন্থীদের) ইমামদের উক্তি ও ইজতিহাদের বিষয়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ় দেখতে পাবেন; কোনটি কিতাব ও সুন্নাতের সাথে সামঞ্জস্যশীল আর কোনটি এ দু'য়ের বিরোধী তা ওরা জানে না। যখন তারা ক্বিয়ামতের আলামত সম্পর্কিত নিম্নোক্ত হাদীছটি পড়ে يُرْفَعُ فِيْهَا الْعِلْمُ وَيَظْهُرُ فِيْهَا الْجَهْلُ 'সে সময় ইলম উঠে যাবে এবং মূর্খতা বৃদ্ধি পাবে',[৭৩] তখন তাদের মনে একটুও ধাক্কা দেয় না যে, মুক্বাল্লিদদের ইলমও এ হাদীছের হুকুমের আওতাভুক্ত, যা মূলত মূর্খতা। কেননা তার নিকট কোন ইলম থাকে না যেমন ইমামগণ বলেছেন। অনুরূপ তারা যখন নবীর নিম্নোক্ত হাদীছ পড়ে, إِنَّ اللهَ لاَ يَقْبِضُ العِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ الْعِبَادِ، وَلَكِنْ يَقْبِضُ العِلْمَ

৭২. ঐ, পৃঃ ৫০৮, নং ১৪৬৭-১৪৬৮।
৭৩. বুখারী হা/৭০৬৪।

بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ 'নিশ্চয়ই আল্লাহ ইলমকে মানুষের নিকট থেকে একেবারে ছিনিয়ে নিবেন না। তবে আলেমগণের মৃত্যুর মাধ্যমে ইলম উঠিয়ে নিবেন',[৭৪] তখন তারা মোটেও সতর্ক হয় না যে, এখানে 'ওলামা' বলতে কেবল কিতাব ও সুন্নাতের আলেম-ওলামাকে বুঝানো হয়েছে। বরং আমরা বহুবার তাদের অনেককেই এ হাদীছটিকে তাক্বলীদপন্থী কোন শায়খের মৃত্যুতে উল্লেখ করতে শুনেছি। হাদীছের বাকী অংশ হ'ল,

حَتَّى إِذَا لَمْ يَتْرُكْ عَالِمًا، اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوسًا جُهَّالًا، فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ- ولفظ البخاري بِرَأْيِهِمْ "فضلوا وأضلوا"

'এমনকি যখন একজন আলেমও অবশিষ্ট থাকবে না, তখন মানুষেরা অজ্ঞ লোকদেরকে তাদের নেতা হিসাবে গ্রহণ করবে। অতঃপর তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হ'লে তারা ইলম ছাড়াই ফৎওয়া দিবে'।[৭৫] বুখারীর বর্ণনায় এসেছে 'তারা তাদের নিজস্ব রায় দিয়ে ফৎওয়া দিবে'। ফলে তারা নিজেরা পথভ্রষ্ট হবে এবং অন্যদেরকেও পথভ্রষ্ট করবে'।[৭৬]

তারা মনে করে এখানে সাধারণ লোকজন উদ্দেশ্য, যারা তাক্বলীদী ফিক্বহের জ্ঞান রাখে না এবং মাযহাবগুলি সম্পর্কেও জানে না। বরং হাদীছে বর্ণিত বৈশিষ্ট্যের আওতাভুক্ত হবে ঐ সমস্ত মুক্বাল্লিদ, যারা শুধু ইমামগণের ইজতিহাদ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করাকেই যথেষ্ট মনে করে এবং এ বিষয়ে না জেনেই তাদের তাক্বলীদ করে। যেমন এমন অর্থের প্রতিই ইংগিত করা হয়েছে ইবনু আব্দিল বার্র (রহঃ)-এর বক্তব্যে। আমরা যা উল্লেখ করেছি এটাকে আরোও শক্তিশালী করে এই হাদীছ দ্বারা আলেমগণের দলীল গ্রহণ পদ্ধতি। তা হ'ল কোন যুগ মুজতাহিদ শূন্য হ'তে পারে, যা ফাৎহুল বারী *(১৩/২৪৪)*-এ বিস্তারিত উল্লেখিত হয়েছে। তারা সেখানে স্পষ্টভাবে ইংগিত করেছেন যে, 'ওলামা' দ্বারা এখানে 'মুজতাহিদগণ' আর 'নেতারা' বলতে 'মূর্খ মুক্বাল্লিদদের' বুঝানো হয়েছে।

---

৭৪. বুখারী হা/১০০; মুসলিম হা/২৬৭৩।
৭৫. মুসলিম হা/২৬৭৩।
৭৬. বুখারী হা/১০০।

তাদের এমন নিরেট অজ্ঞতার মূল কারণ হ'ল সত্যিকারের ইলম এবং আলেম কে সে সম্পর্কে অজ্ঞতা। যার ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত আয়াত ও হাদীছ সমূহ প্রযোজ্য। মহান আল্লাহ বলেন, هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ 'যারা জানে এবং যারা জানে না, তারা কি সমান?' *(যুমার ৩৯/৯)*।

يَرْفَعِ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِيْنَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ

'তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে, আল্লাহ তাদেরকে উচ্চ মর্যাদা দান করবেন' *(মুজাদালাহ ৫৮/১১)*।

রাসূল (ছাঃ) বলেন, فَضْلُ العَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِي عَلَى أَدْنَاكُم 'আবেদের ওপর আলেমের মর্যাদা তেমন, আমার মর্যাদা তোমাদের সাধারণ লোকের ওপর যেমন'।[৭৭]

তিনি আরো বলেন, إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَه 'যখন আদম সন্তান মারা যায়, তখন তার আমল বন্ধ হ'য়ে যায়। কেবল তিনটি ব্যতীত। ছাদাক্বা জারিয়া বা চলমান ছাদাক্বা অথবা উপকারী বিদ্যা অথবা নেক সন্তান যে তার জন্য দো'আ করে'।[৭৮]

তিনি আরো বলেন, لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يُجِلَّ كَبِيرَنَا، وَيَرْحَمْ صَغِيرَنَا، وَيَعْرِفْ لِعَالِمِنَا حَقَّهُ 'যে আমাদের বড়দের সম্মান করে না, ছোটদের স্নেহ করে না এবং আমাদের আলেমের হক সম্পর্কে জানে না, সে আমাদের দলভুক্ত নয়'।[৭৯]

ইলম ও আলেম-ওলামার ফযীলত সম্পর্কিত আরোও অনেক আয়াত ও হাদীছ রয়েছে। ইবনু আব্দিল বার্র তাঁর 'জামিউ বায়ানিল ইলম ওয়া ফাযলিহী' নামক গ্রন্থে *(২/২৩)* এই বাস্তব সত্যটি তুলে ধরে একটি সুনির্দিষ্ট অধ্যায় রচনা করেছেন। তিনি নাম দিয়েছেন 'ইলম-এর উছূল ও এর স্বরূপ জানা এবং

৭৭. তিরমিযী হা/২৬৮৫, সনদ ছহীহ।
৭৮. মুসলিম হা/১৬৩১; তিরমিযী হা/১৩৭৬, ছহীহ।
৭৯. হাকেম হা/৪২১; ছহীহুত তারগীব হা/১০১, সনদ হাসান।

ফিক্বহ ও ইলম বলতে যা বুঝানো হয়' অধ্যায়। তাঁকে অনুসরণ করেছেন আল্লামা ফাল্লানী তাঁর 'ঈকাযু হিমামি উলিল আবছার' নামক গ্রন্থের ২৩-২৬ পৃষ্ঠায়। অতঃপর তাঁরা উভয়েই এ বিষয়ে বেশ কিছু হাদীছ ও আছার উল্লেখ করেছেন। ফাল্লানী (রহঃ) শেষে বলেছেন,

قلت فهذه الأحاديث والآثار مصرحة بأن اسم العلم إنما يطلق على ما في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والإجماع أو ما قيس على هذه الأصول عند فقد نص على ذلك عند من يرى لا على ما لهج به أهل التقليد والعصبية من حصرهم العلم على ما دون في كتب الرأي المذهبية مع مصادفة بعض ذلك لنصوص الأحاديث النبوية.

'আমি বলেছি, এই সমস্ত হাদীছ ও আছার স্পষ্ট প্রমাণ করে যে, ইলম বলতে বুঝায় যা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের হাদীছ, ইজমা এবং দলীলের অনুপস্থিতিতে এই দলীলগুলির ওপর যা ক্বিয়াস করা হয় তার মধ্যে রয়েছে। এটা তাদের নিকট যারা এগুলিকে সমর্থন করে। তাদের মতে নয় যারা তাক্বলীদপন্থী ও গোঁড়া, যারা ইলম বলতে কেবল যা কিছু মাযহাবী রায়ের কিতাবগুলিতে লিপিবদ্ধ রয়েছে তাকেই বুঝায়; যদিও (সে কিতাবগুলিতে যা লিপিবদ্ধ আছে) তার কিছু অংশ নবীর হাদীছের বক্তব্যের সাথে সাংঘর্ষিক হয়'।[৮০]

মোদ্দাকথা তাক্বলীদ নিন্দনীয় বিষয়। কেননা তাক্বলীদ অজ্ঞতা; কোন ইলম নয়। কেননা প্রকৃত ইলম বলতে কিতাব ও সুন্নাতের ইলম এবং এ দু'টি বিষয়ে ব্যুৎপত্তি অর্জন করাকে বুঝায়।

দলীল বুঝতে অপারগ ব্যক্তির জন্য তাক্বলীদ জায়েয :

কেউ বলতে পারে, সবাই তো এই অর্থে আলেম হ'তে পারবে না। আমরা বলব, হ্যাঁ, বিষয়টি এমনই। কিন্তু নিম্নোক্ত আয়াত ও হাদীছ বিষয়ে কে বিতর্ক করবে? আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ 'যদি তোমরা না জানো, তাহ'লে জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞেস কর' *(আম্বিয়া ২১/৭)*।

---

৮০. ঈকাযু হিমাম, পৃঃ ২৬।

তিনি আরোও বলেন, فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيْرًا 'অতএব এ বিষয়ে যিনি সর্বাধিক অবগত, তাকে জিজ্ঞেস কর' *(ফুরক্বান ২৫/৫৯)*।

যারা অজ্ঞতা সত্ত্বেও ফৎওয়া দেয় তাদের সম্পর্কে নবী করীম (ছাঃ) বলেন, أَلَا سَأَلُوْا حِيْنَ جَهِلُوْا فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعَيِّ السُّؤَالُ 'না জানার সময় যদি তারা জিজ্ঞেস করতো। কেননা না জানার চিকিৎসা হ'ল জিজ্ঞেস করা'।[৮১]

যদিও আলোচনার বিষয় এটা নয় যে, কার পক্ষে তা সম্ভব আর কার পক্ষে তা সম্ভব না। বরং আলোচনার বিষয়বস্তু দ্বারা বুঝা যায় যে, তা বিশেষ শ্রেণীর লোকের জন্য প্রযোজ্য, যাদেরকে 'আহলে ইলম' বলে ধরা হয় এবং মনে করা হয় যে, তাদের পক্ষে মাসআলা সমূহ জানা সম্ভব অথবা কিছু মাসআলা দলীল সহ জানা সম্ভব। বাস্তব কথা হ'ল ওরা মাযহাবের অভিমত বিষয়ে পণ্ডিত আর কিতাব ও সুন্নাতের ব্যাপারে অজ্ঞ। সুতরাং এমন প্রশ্ন অপ্রাসঙ্গিক। বিশেষত এ অধ্যায়ের শুরুতেই উছূল বিষয়ক মৌলিক নীতিমালা উল্লেখ করেছি, যা আমাদেরকে দু'টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ফায়েদা দিয়ে থাকে। (এক) তাক্বলীদ কোন উপকারী ইলম নয়। এ বিষয়ে স্পষ্ট বর্ণনা করেছি যা যথেষ্ট হবে ইনশাআল্লাহ। (দুই) তাক্বলীদ সাধারণ ও অজ্ঞ লোকের কাজ। ফলে দলীলাদি জানতে সক্ষম আলেম এ হুকুমের বাইরে। তার কাজ তাক্বলীদ নয়; ইজতিহাদ করা। একথাটি দ্বিতীয় বিষয়টিকে স্পষ্ট করে দেয়। তাই আমি বলি, ইবনু আব্দিল বার্র তাঁর কথার শেষে বলেছেন যার সারাংশ পূর্বেও উল্লেখিত হয়েছে। তিনি বলেন, 'এসবই সাধারণ লোকদের জন্য। কেননা সাধারণ লোকজনের উচিত তাদের আলেমগণের তাক্বলীদ করা। কেননা দলীলের ক্ষেত্র তার নিকট স্পষ্ট নয় এবং না বুঝার কারণে এ বিষয়ে কোন ইলমও তারা অর্জন করতে পারে না। কেননা ইলমের অনেক স্তর রয়েছে। যার নিম্নটি ব্যতীত শীর্ষস্তরে যাওয়া সম্ভব নয়। এখানেই সাধারণ মানুষের মাঝে ও দলীল অন্বেষণের মাঝে অন্তরায়। আল্লাহ অধিক অবগত। সাধারণ লোকজন তাদের আলেম-ওলামার

৮১. আবূদাঊদ হা/৩৩৬, সনদ হাসান।

তাক্বলীদ করবে মর্মে আলেমগণ কোন দ্বিমত পোষণ করেননি এবং নিম্নোক্ত আয়াতে তারাই উদ্দেশ্য। আল্লাহ তা'আলা বলেন, فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ 'যদি তোমরা না জানো, তাহ'লে জ্ঞানীদের নিকটে জিজ্ঞেস কর' *(আম্বিয়া ২১/৭)*। তারা এ বিষয়ে একমত যে, অন্ধ ব্যক্তির ওপর আবশ্যক কিবলা চিনতে সমস্যা হ'লে বিশ্বস্ত ও তা সম্পর্কে জ্ঞাত ব্যক্তির তাক্বলীদ করা। অনুরূপভাবে দ্বীন গ্রহণের ব্যাপারে যার কোন ইলম এবং দূরদৃষ্টি নেই, সেও অবশ্যই আলেমের তাক্বলীদ করবে। অনুরূপ আলেমগণ একমত যে, সাধারণ লোকের জন্য ফৎওয়া দেওয়া জায়েয নেই। এটা এ কারণে যে, কিভাবে হালাল করা হয় আর কিভাবে হারাম করা হয় সে সম্পর্কে তার কোন ইলম নেই'।

তবে আমি মনে করি, সাধারণ লোক অবশ্যই তাক্বলীদ করবে কথাটি দু'টি অবস্থা থেকে মুক্ত নয়। কেননা আপনি ভাল করেই জানেন যে, তাক্বলীদ হ'ল অন্যের কথা দলীলবিহীন মেনে নিয়ে আমল করা। অনেক সময় এমন কিছু বিচক্ষণ সাধারণ লোক থাকে যারা তাদের নিকটে পৌঁছানো দলীল স্পষ্ট হওয়ার কারণে দলীল হিসাবে তা তারা জানতে পারে। কে দাবী করবে যে, রাসূলের বাণী اَلتَّيَمُّمُ ضَرْبَةٌ وَاحِدَةٌ لِلْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ 'তায়াম্মুম হ'ল মুখমণ্ডল ও দু'কব্জির জন্য একবার (দু'হাত মাটিতে) মারা'।[৮২] এটার দলীল তাদের নিকট স্পষ্ট নয়? বরং তাদের চেয়ে কম মেধার অধিকারী হ'লেও? সুতরাং সত্য কথা হ'ল, যে ব্যক্তি দলীল জানতে অপারগ তার জন্য আবশ্যক তাক্বলীদ করা। আর আল্লাহ তা'আলা কারো ওপর সাধ্যাতীত কোন কিছু আরোপ করেন না। এ প্রসঙ্গে আলোচনার শেষে ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ)-এর বক্তব্য তুলে ধরা হবে, যা এটিকে আরোও শক্তিশালী করবে। আলেমও কখনো কখনো কিছু মাসআলায় তাক্বলীদের শরণাপন্ন হন। যখন সে বিষয়ে শক্তিশালী কোন দলীল আল্লাহ্র কিতাবে ও তাঁর রাসূলের হাদীছে তিনি নিজে খুঁজে না পান, তখন সে বিষয়ে তার চেয়ে জ্ঞানী ব্যক্তির অভিমত পেলে যরূরী কারণে তারই তাক্বলীদ

---

৮২. আবূদাঊদ হা/৩২৭, সনদ ছহীহ।

করেন। যেমন কিছু মাসআলায় ইমাম শাফেঈ (রহঃ) করেছেন। এজন্যই ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন,

وَهَذَا فِعْلُ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَهُوَ الْوَاجِبُ؛ فَإِنَّ التَّقْلِيدَ إِنَّمَا يُبَاحُ لِلْمُضْطَرِّ، وَأَمَّا مَنْ عَدَلَ عَنِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَأَقْوَالِ الصَّحَابَةِ وَعَنْ مَعْرِفَةِ الْحَقِّ بِالدَّلِيلِ مَعَ تَمَكُّنِهِ مِنْهُ إِلَى التَّقْلِيدِ فَهُوَ كَمَنْ عَدَلَ إِلَى الْمَيْتَةِ مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَى الْمُذَكَّى؛ فَإِنَّ الْأَصْلَ أَنْ لَا يَقْبَلَ قَوْلُ الْغَيْرِ إِلَّا بِدَلِيلٍ إِلَّا عِنْدَ الضَّرُورَةِ، فَجَعَلْتُمْ أَنْتُمْ حَالَ الضَّرُورَةِ رَأْسَ أَمْوَالِكُمْ -

'এটা আহলে ইলমের কাজ যা ওয়াজিব। কেননা তাক্বলীদ বৈধ কেবল নিরুপায় ব্যক্তির জন্য। কিন্তু যে ব্যক্তি কিতাব, সুন্নাত, ছাহাবীগণের মতামত ও দলীল সহ হক জানতে সক্ষম হওয়ার পরও এসব থেকে মুখ ফিরিয়ে তাক্বলীদ করবে, সে যেন যবাইকৃত পশু ভোগ করার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও তা বাদ দিয়ে মৃত পশুর দিকে মুখ ফিরালো। কেননা মূল কথা হ'ল দলীল ছাড়া অন্য কারো কথা গ্রহণ না করা। কিন্তু মুক্বাল্লিদরা যরূরী অবস্থাকে আসল মূলধন মনে করে নিয়েছে'।[৮৩]

ইজতিহাদের বিরুদ্ধে মাযহাবীদের সংগ্রাম :

এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পর এখন আমাদের পূর্বেকৃত ওয়াদা যা বাকী রয়েছে তা হ'ল, ইমামগণের অনুসরণের দাবীদারদের অবস্থা পর্যালোচনা করা এবং তাদের মতামতগুলি অনুসরণের যৌক্তিকতা তুলে ধরা। এ প্রসঙ্গে আমি বলব, যুগ যুগ ধরে তাক্বলীদপন্থী মাশায়েখের অধিকাংশের অবস্থান খুবই বিস্ময়কর। কেননা তারা যখন দাবী করে যে, বিধি-বিধান বুঝার ক্ষেত্রে কিতাব ও সুন্নাতের দিকে ফিরে যাওয়ার যোগ্যতা তাদের নেই এবং ইমামগণের তাক্বলীদ করা তাদের আবশ্যক! তখন আপনি দেখবেন যে তারা কিন্তু জাহেল বা অজ্ঞ সাব্যস্ত হ'তে রাযী নয়। অথচ তাদের আলেমগণের মতামতের দাবী এটাই। বরং আমরা দেখতে পাই তারা তাদের অনেক

৮৩. ই'লামুল মুওয়াক্কিঈন, ২/৩৪৪।

মূলনীতির তাক্বলীদ থেকেও বেরিয়ে গেছেন এবং নিজেরাই কিছু মূলনীতি তৈরী করেছেন! অথচ তাক্বলীদের দাবীদার হওয়ার পর তাদের এমন দাবী করাটা যৌক্তিক ছিল না। বিশেষ করে তখন যখন তাদের তৈরী করা মূলনীতিগুলি কিতাব ও সুন্নাতের দলীল বিরোধী। আসলে তারা এসব মূলনীতি এজন্য তৈরী করেছেন যাতে শাখা-প্রশাখাগত বিষয়গুলিতে ইমামগণের তাক্বলীদ করাকে নিজেদের ওপর আবশ্যক করতে পারেন। যদিও সেগুলি তাদের অনুসরণীয় ইমামগণের পূর্ববর্তী নির্দেশ বিরোধী। তারা দাবী করে যে, أَنَّ الْمُجْتَهِدَ الْمُطْلَقَ قَدْ فُقِدَ 'মুজতাহিদ মুতলাক্ব পাওয়া যায় না'।[৮৪] তাদের প্রসিদ্ধ কথা হ'ল '৪র্থ শতাব্দী হিজরীর পর ইজতিহাদের দরজা বন্ধ হয়ে গেছে!' ইবনু আবেদীন তার হাশিয়াতে (১/৫৫১) এমনটিই উল্লেখ করেছেন।

এজন্য তারা মুসলমানদেরকে কিতাব ও সুন্নাতের জ্ঞান অর্জন করতে নিষেধ করেছেন এবং চার ইমামের কোন একজনের তাক্বলীদ করা তাদের ওপর ওয়াজিব করেছেন। যেমন 'আল-জাওহারাহ' গ্রন্থকার বলেছেন, وَوَاجِبٌ تَقْلِيْدُ حَبْرٍ مِنْهُمُ ... كَذَا حَكَى الْقَوْمُ بِلَفْظٍ يُفْهَمُ 'তাদের মধ্যে একজন বড় আলেমের তাক্বলীদ ওয়াজিব। এমনটিই লোকেরা সুস্পষ্ট শব্দে বর্ণনা করেছেন'।

তারা দাবী করেছেন যে, ইলমে হাদীছ ও ফিক্বহ পূর্ণতা পেয়েছে এবং শুকিয়ে গেছে।[৮৫] তারা দৃঢ়তার সাথে এটা বলেছেন এবং এর স্বপক্ষে মানদণ্ড হিসাবে আবুল হাসান কারখীর নিম্নোক্ত কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন,

كُلُّ آيَةٍ تُخَالِفُ مَا عَلَيْهِ أَصْحَابُنَا فَهِيَ مُؤَوَّلَةٌ أَوْ مَنْسُوْخَةٌ وَكُلُّ حَدِيْثٍ كَذَلِكَ فَهُوَ مُؤَوَّلٌ أَوْ مَنْسُوْخٌ-

'আমাদের অনুসারীরা যে সকল মূলনীতির ওপর রয়েছেন তার বিরোধী যে সকল আয়াত রয়েছে বুঝতে হবে সেগুলি ব্যাখ্যাসাপেক্ষ অথবা মানসূখ বা

৮৪. আদ-দুররুল মুখতার ১/৪৫, হাশিয়া দ্রঃ।
৮৫. ঐ, হাশিয়া দ্রঃ।

রহিত হয়ে গেছে! অনুরূপভাবে আমাদের মাযহাব বিরোধী প্রত্যেকটি হাদীছ ব্যাখ্যাযোগ্য অথবা তা মানসূখ হয়ে গেছে'।[৮৬] সেজন্য যেকোন আয়াত কিংবা হাদীছ আপনি তাদের সামনে পেশ করুন না কেন তারা নিজেদের জন্য সেটাকে দ্রুত প্রত্যাখ্যান করাকে জায়েয করে নিয়েছে!! তারা এর নির্দেশনা নিয়ে কোন চিন্তা ও গবেষণা করবে না এবং এ দু'টি বাস্তবিকভাবে তাদের মাযহাব বিরোধী কি-না তা নিয়েও ভাববে না। আর আপনি এ প্রশ্ন করলে আপনাকে এই বলে জবাব দেবে যে, আপনি বেশি জানেন, না মাযহাব?!!

গোঁড়ামি ও ইমামগণের তাক্বলীদ করাকে ফরয করার ক্ষেত্রে মাযহাবীদের তাদের ইমামদের বিরোধিতা করা :

তারা যে সকল মূলনীতি তৈরী করেছে তা তাদের ইমামগণ যা অছিয়ত করেছেন তার বিরোধী। তারা নিজেদের অন্তরে এবং শিক্ষার্থীদের মানসপটে তাক্বলীদকেই সুদৃঢ় করে দিয়েছে। এর মাধ্যমে তারা কিতাব ও সুন্নাতের জ্ঞান অর্জন করার রাস্তা তাদের জন্য বন্ধ করে দিয়েছে। তাদের দৃষ্টিতে ফিক্বহ বলতে বুঝায় তাদের (মাযহাবী) কিতাবসমূহে বর্ণিত আলেমগণের মতামতগুলি জানা ও বুঝা। তারা কেবল এতেই সন্তুষ্ট থাকেনি বরং মাযহাবী গোঁড়ামির দিকেও আহবান করেছে। যেমন তাদের কিছু লোক বলেছে, 'যদি আমাদেরকে আমাদের মাযহাব ও বিরোধী মাযহাব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয় তাহ'লে অবশ্যই বলব, আমাদের মাযহাব সম্পূর্ণ সঠিক, কিছু ভুল হওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে। আর আমাদের বিরোধী মাযহাব ভুল, সঠিক হওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে। আর যদি আমাদের আক্বীদা ও আমাদের বিরোধীদের আক্বীদা সম্পর্কে আমরা জিজ্ঞাসিত হই তাহ'লে অবশ্যই বলব, আমরা যে আক্বীদার ওপর রয়েছি তা হক আর আমাদের বিরোধীরা যার ওপর আছে তা বাতিল'।[৮৭]

অথচ এ ধরনের কথা এবং যেগুলি আমরা উল্লেখ করিনি, সেগুলি অনুসরণীয় ইমামগণের কেউই বলেননি। বরং তারা ছিলেন জ্ঞানী ও আল্লাহভীরু। উল্লেখিত কথাটি দু'টি কারণে সুস্পষ্টরূপে বাতিল। এক. এমন কথা কিতাব ও

---

৮৬. ঐ, হাশিয়া দ্রঃ।
৮৭. আল্লামা খুযারী, তারীখুত তাশরী'ঈল ইসলামী, পৃঃ ৩৩২।

সুন্নাতের অনেক দলীল বিরোধী, যা ইলম ছাড়া কথা বলতে মানুষকে নিষেধ করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ 'যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই তার পিছে পড়ো না' *(বনী ইসরাঈল ১৭/৩৬)*।

আপনি ভাল করেই জেনেছেন যে, প্রকৃত ইলম তো সেটাই যা কুরআন ও সুন্নাহতে এসেছে। সুতরাং তারা যা বলেছে এর স্বপক্ষে এদু'টির কোথাও কিছু এসেছে কি?!

দুই. তারা তাক্বলীদের দাবী করে। আর মুক্বাল্লিদের দলীল তার ইমামের কথা, যেমন তাদের কিতাব থেকেই জানা যায়। তাই যদি হয় তাহ'লে এ বিষয়ে তাদের ইমামের কথা কোথায় উল্লেখ আছে? এ থেকে তো তারা অনেক দূরে রয়েছেন।

মুক্বাল্লিদদের মাঝে মতানৈক্যের আধিক্য এবং আহলেহাদীছদের মাঝে এর স্বল্পতা :

যিনি এটা জেনেছেন তিনি দীর্ঘ শতাব্দী যাবৎ মুক্বাল্লিদদের নিন্দনীয় বিভক্তির কারণও জানতে পেরেছেন। এমনকি তাদের অনেকেই এমন ফৎওয়া দিয়েছেন যে, অন্য মাযহাবের লোকের পিছনে ছালাত আদায় করলে তা বাতিল অথবা মাকরূহ। বরং তাদের কিছু লোক হানাফীকে শাফেঈ মাযহাবের মেয়েকে বিবাহ করতে নিষেধ করেছেন। আবার কেউ কেউ এটাকে বৈধ করেছেন। কিন্তু বিপরীতটাকে (হানাফী মেয়ে ও শাফেঈ ছেলে) জায়েয বলেননি! এর কারণ হিসাবে তারা বলে থাকেন 'তাকে (শাফেঈ মাযহাবের মেয়েকে) আহলে কিতাব হিসাবে ধরতে হবে'! বিষয়টি এমন যেন আল্লাহ তা'আলা তাঁর নিম্নোক্ত বাণীতে তাদেরকে উদ্দেশ্য করেননি, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ– 'তোমরা তাদের মত হয়ো না, যারা পরস্পরে বিচ্ছিন্ন হয়েছে এবং স্পষ্ট প্রমাণাদি এসে যাওয়ার পরেও তাতে মতভেদ করেছে। এদের জন্য রয়েছে ভয়ংকর শাস্তি' *(আলে ইমরান ৩/১০৫)*। তিনি আরোও বলেন, فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ– 'কিন্তু তারা তাদের দ্বীনকে বহু ভাগে বিভক্ত করে

ফেলে। আর প্রত্যেক দলই তাদের কাছে যা আছে, তাই নিয়ে সন্তুষ্ট' *(মুমিনূন ২৩/৫৩)*।

ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, اَلزُّبُر দ্বারা কিতাবসমূহ উদ্দেশ্য। অর্থাৎ প্রত্যেকটি দল নিজেদের জন্য কিতাবসমূহ রচনা করেছে, তা গ্রহণ করেছে, সেগুলি অনুযায়ী আমল করেছে এবং সেদিকেই মানুষকে দাওয়াত দিয়েছে। আর অন্য কিতাবগুলিকে পরিহার করেছে এবং বাস্তবতায় এমনটিই দেখতে পাওয়া যায়'।[৮৮]

আমার বক্তব্য হ'ল, সম্ভবত এইগুলি সেই কিতাব যার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাঃ), যা আমর বিন কায়স সাকূনী তার থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন,

خَرَجْتُ مَعَ أَبِي فِي الْوَفْدِ إِلَى مُعَاوِيَةَ فَسَمِعْتُ رَجُلًا يُحَدِّثُ النَّاسَ يَقُولُ : إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ تُرْفَعَ الْأَشْرَارُ وَتُوضَعَ الْأَخْيَارُ، وَأَنْ يُخْزَنَ الْفِعْلُ وَالْعَمَلُ وَيَظْهَرَ الْقَوْلُ، وَأَنْ يُقْرَأَ بِالْمُثَنَّاةِ فِي الْقَوْمِ لَيْسَ فِيهِمْ مَنْ يُغَيِّرُهَا أَوْ يُنْكِرُهَا فَقِيلَ : وَمَا الْمُثَنَّاةُ؟ قَالَ : مَا اكْتُتِبَتْ سِوَى كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ-

'আমি আমার পিতার সাথে একটি দলে মু'আবিয়া (রাঃ)-এর নিকট গেলাম। আমি শুনতে পেলাম একজন লোক মানুষদের নিকট আলোচনা করছেন। তিনি বলছেন, ক্বিয়ামতের আলামতগুলির মধ্যে রয়েছে খারাপ লোকদেরকে মর্যাদায় আসীন করা এবং ভাল মানুষদের মর্যাদাকে তুচ্ছ করা (অর্থাৎ মানুষেরা খারাপ লোকদেরকে উচ্চ মর্যাদায় আসীন করবে এবং শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের মর্যাদা হ্রাস করা হবে, যা আজকাল দেখা যায়।) মানুষ কাজ কর্ম জমা করে রাখবে, কথা বেশি প্রকাশ পাবে (অর্থাৎ কথা বেশী, কাজ কম হবে), লোকদের মাঝে কিতাব (কুরআন) ছাড়া অন্যকিছুর পঠন চালু হবে। তাদের মাঝে এমন কাউকে পাওয়া যাবে না যে তা পরিবর্তন করবে অথবা অপসন্দ করবে। বলা হ'ল, মুছান্নাত কি? তিনি বললেন, কিতাবুল্লাহ্ ছাড়া অন্য যা কিছু লিখা হয়'।[৮৯]

---

৮৮. ই'লামুল মুওয়াক্কিঈন, ১/৩১৪।

৮৯. হাকেম হা/৮৬৬১। তিনি বলেছেন, এর সনদ ছহীহ। যাহাবী তাকে সমর্থন করেছেন। যদিও তা মাওকূফ কিন্তু তার হুকুম মারফূ'। কেননা তা এমন গায়েবী বিষয়ের অন্ত

সম্ভবত এজন্যই ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহঃ) কিতাব ও সুন্নাতের একনিষ্ঠ অনুসারী হওয়ার কারণে শাখা-প্রশাখাগত ও রায়ভিত্তিক বইগুলিকে অপসন্দ করতেন।[৯০] এই ভয়ে যে, মানুষ কিতাব ও সুন্নাহকে বাদ দিয়ে সেগুলিকেই প্রাধান্য দিতে পারে। যেমনটি মুক্বাল্লিদরা পুরোপুরি করেছে। কেননা তারা মতভেদের সময় তাদের মাযহাবকেই কিতাব ও সুন্নাতের ওপর প্রাধান্য দিয়ে থাকে এবং মাযহাবকেই এ দু'টির মানদণ্ড (مِعْيار) মনে করে, যা পূর্বে কারখীর কথা দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত হয়েছে। অথচ কিতাব ও সুন্নাতের ইত্তেবা ওয়াজিব ছিল, যেটি পূর্বে উল্লেখিত কুরআন ও সুন্নাহ্র দাবী। তাদের ইমামগণের অভিমতগুলিও তাদের ওপর এটাই ওয়াজিব করে এবং তাদের উচিত অন্যান্য মাযহাবগুলির মধ্যে যার নিকট কিতাব ও সুন্নাত রয়েছে তার সাথে একাত্মতা পোষণ করা। কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় তারা পরস্পর বিরোধী ও মতানৈক্যকারী রূপেই থেকেছে! এজন্যই ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) রাসূলের (ছাঃ) নিম্নোক্ত হাদীছটি,

وَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي...-

'নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে আমার পরে যে ব্যক্তি বেঁচে থাকবে সে অচিরেই অনেক মতভেদ দেখতে পাবে। সে সময় তোমরা আমার সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরবে...'[৯১] উল্লেখ করে বলেন, 'এটা মতভেদকারীদের জন্য নিন্দা এবং তাদের পথে চলার ব্যাপারে সতর্কবার্তা। নিশ্চয়ই মতভেদ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তা জটিল আকার ধারণ করেছে তাক্বলীদ ও এর অনুসারীদের কারণেই। যারা দ্বীনকে খণ্ড-বিখণ্ড করেছে এবং দ্বীনের অনুসারীদেরকে বিভিন্ন দলে ভাগ করে ফেলেছে। প্রত্যেকটি ফের্কা স্বীয় অনুসৃত ব্যক্তির প্রতিরক্ষায় নিয়োজিত হয়, সেদিকেই দাওয়াত দেয়, তার বিরোধীদেরকে তিরস্কার করে এবং তাদের কথা অনুযায়ী আমল করাকে বৈধ মনে করে না। এমনকি বিষয়টি এমন যেন ওরা ভিন্ন ধর্মের লোক! তারা তাদের বিরুদ্ধে জবাব দেওয়ার জন্য অক্লান্ত

ভুক্ত যা কেবল রায় দ্বারা বলা যায় না। তাছাড়া কিছু রাবী এটিকে মারফূ' সূত্রে বর্ণনা করে ছহীহও বলেছেন।

৯০. ইবনুল জাওযী, মানাক্বিবু আহমাদ, পৃঃ ১৯২।

৯১. আবূদাঊদ হা/৪৬০৭, ছহীহ।

পরিশ্রম ও মেহনত করে। তারা বলে, 'তাদের বইগুলি' ও 'আমাদের বইগুলি', 'তাদের ইমামগণ' ও 'আমাদের ইমামগণ' 'তাদের মাযহাব' ও আমাদের মাযহাব'! অথচ নবী একজন, কুরআন একটিই, রব এক। সুতরাং সকলের ওপর ওয়াজিব হ'ল একটি বাক্যের প্রতি অনুগত হওয়া যা সবার কাছেই সমান, রাসূল (ছাঃ) ব্যতীত আর কারো নিঃশর্ত আনুগত্য না করা, অন্য কাউকে তার সমকক্ষ মনে করে তার মতামতগুলিকে তাঁর বাণীর মত মনে না করা, আল্লাহ ব্যতীত পরস্পরকে প্রভু হিসাবে গ্রহণ না করা। এসব বিষয়ে যদি তাদের সবার কথা এক হয়, তাদের প্রত্যেকেই যদি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে আহ্বানকারীর প্রতি অনুগত হয়, তারা সবাই যদি সুন্নাত ও ছাহাবীগণের আছারের মাধ্যমে শারঈ বিষয়ে ফায়ছালা গ্রহণ করে, তাহ'লে অবশ্যই মতভেদ কমে যেত। যদিও তা একেবারে পৃথিবী থেকে নিঃশেষ হ'ত না। সেজন্য আপনি দেখতে পাবেন আহলে সুন্নাত ও আহলেহাদীছরা মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কম মতভেদকারী। সুতরাং ভূ-পৃষ্ঠে ঐক্যের দিক দিয়ে তাদের চেয়ে বেশি এবং মতভেদের ক্ষেত্রে তাদের চেয়ে কম আর কোন দলকে আপনি দেখতে পাবেন না। কেননা তারা এই মূলের ওপর প্রতিষ্ঠিত। যখনই কোন ফির্কা হাদীছ থেকে বেশী দূরে থাকবে তখনই তাদের নিজেদের মাঝে মতভেদ ততবেশি কঠিন ও জটিল আকার ধারণ করবে। কেননা যে হককে প্রত্যাখ্যান করে, তখন হক তার নিকট বিশৃঙ্খল ও অগোছালো মনে হয়। সঠিক বিষয়টাও তার নিকট সংশয়পূর্ণ মনে হয়। ফলে সে তার গন্তব্যস্থল সম্পর্কে জানে না। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, بَلْ كَذَّبُوْا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيْجٍ 'বরং তারা সত্য আসার পর তাতে মিথ্যারোপ করেছে। ফলে তারা সংশয়ে পড়ে গেছে' *(ক্বাফ ৫০/৫)*।

তিনি আরো বলেন, *(২/৩৪৭)* 'আমরা এমন দাবী করি না যে, আল্লাহ তা'আলা সকল সৃষ্টির ওপর এটি ফরয করে দিয়েছেন যে, দ্বীনের ছোট-বড় সকল মাসআলায় সত্য বিষয়কে দলীল সহ জানবে। আমরা কেবল সেগুলিকেই অপসন্দ করি যেগুলিকে ইমামগণ ও তাদের পূর্বে ছাহাবীগণ ও তাবেঈগণ অপসন্দ করেছেন। আমরা অপসন্দ করি রাসূল (ছাঃ)-এর ভাষায় শ্রেষ্ঠ যুগের পর নিন্দিত চতুর্থ শতাব্দী হিজরীর পর ইসলামের নামে যা কিছু নতুন সৃষ্টি

হয়েছে সেগুলিকে। যেমন একজন ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট করে নিয়ে তাঁর ফৎওয়া সমূহকে শরী'আত প্রণেতার দলীলের মর্যাদা দেয়া, বরং তাঁর ওপর তাকে প্রাধান্য দেওয়া, তার কথাকে রাসূল (ছাঃ)-এর পরে তাঁর উম্মতের সকল আলেমের মতামতের ওপর প্রাধান্য দেওয়া, আহকামকে আল্লাহ্র কিতাব, তাঁর রাসূলের সুন্নাত ও ছাহাবীগণের বক্তব্য থেকে হাছিল করার পরিবর্তে তাঁর তাক্বলীদকেই যথেষ্ট মনে করা, এগুলির সাথে আরো কিছু যোগ করা যেমন 'মুক্বাল্লাদ' (অনুসৃত ব্যক্তি) সম্পর্কে এমন বিশ্বাস করা যে, তিনি কেবল তাই বলেছেন যা কিতাব ও সুন্নাতে রয়েছে, (এর বাইরে তিনি কিছু বলতেই পারেন না)! এটা এমন সাক্ষ্য যে, সাক্ষীদাতা নিজেই তা জানে না এবং এটি আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে না জেনে কথা বলার নামান্তর। সে তার বিরোধী ব্যক্তি সম্পর্কে বলে থাকে যে, তিনি কিতাব ও সুন্নাতের সঠিক অনুসারী নন! যদিও বাস্তবিকপক্ষে তিনিই তার চেয়ে বেশি জ্ঞানী! সে আরো বলে যে, আমি যার অনুসরণ করি তিনিই সঠিক অথবা বলে, তারা দু'জনই কিতাব ও সুন্নাহর যথার্থ অনুসারী। অথচ দেখা যায় যে, তাদের উভয়ের অভিমত পরস্পর বিরোধী। ফলে সেই ব্যক্তি কিতাব ও সুন্নাহ্র দলীলগুলি পরস্পর সাংঘর্ষিক মনে করে। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ) একই সময়ে কোন একটি বিধান দেন আবার তার বিরোধী বিধানও দেন। তাঁর দ্বীন কি লোকদের রায়ের অনুগামী? একই বিষয়ে তাঁর কি নির্দিষ্ট কোন বিধান নেই? ঐ ব্যক্তি হয় এই মাসলাক অনুসরণ করে চলবে অথবা তার অনুসৃত ব্যক্তির বিরোধী ব্যক্তিকে ভুল বলবে। এ দু'টি বিষয়ের যেকোন একটি করা তার জন্য যরূরী। আর এটাই তার তাক্বলীদের বরকত!

যখন এই কথাগুলি জানা গেল তখন আমরা বলছি এবং পূর্বেও বলেছি যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের ওপর সাধ্যমত তাঁকে ভয় করা আবশ্যক করেছেন। যা থেকে বেঁচে থাকবে তা জানাই তাক্বওয়ার মূল বিষয়। তারপর সে অনুযায়ী আমল করা। তাই প্রত্যেক বান্দার ওপর ওয়াজিব যে বিষয়ে তাক্বওয়া অবলম্বন করবে সে বিষয়ে জানার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা যেমন আল্লাহ্র আদেশ, নিষেধ ইত্যাদি। অতঃপর আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যকে আঁকড়ে ধরবে। জানার চেষ্টা করার পর যা কিছু তার অজানা থেকে যাবে সে বিষয়ে তিনি রাসূল (ছাঃ) ব্যতীত অন্য লোকদের মতই।

কেননা তিনি ব্যতীত তাঁর আনীত বিষয়ের কিছু না কিছু প্রত্যেকের নিকট অজানা থাকেই। কিন্তু এই অজানা তাকে আহলে ইলমের তালিকা থেকে বের করে দেয় না। হক জানা ও মানার ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের ওপর সাধ্যাতীত কিছু চাপিয়ে দেন না।

তাক্বলীদের ভয়াবহতা এবং মুসলমানদের ওপর এর কুপ্রভাব :

সম্মানিত ভ্রাতৃমণ্ডলী! এই ক্ষুদ্র পরিসরে মুসলিম উম্মাহ্র মাঝে তাক্বলীদের ভয়াবহতা ও কুপ্রভাব বর্ণনা করা অসম্ভব। এ বিষয়ে অনেক পুস্তক রয়েছে যেখানে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। তাই যিনি এ বিষয়ে আরো বেশী জানতে আগ্রহী তিনি সেসব পুস্তকের শরণাপন্ন হবেন। আমাদের এখানে উদ্দেশ্য হ'ল এটা বর্ণনা করা যে, তাক্বলীদ একটি কারণ অথবা সেটি অনেকগুলি কারণের মধ্যে সবচেয়ে বড় কারণ, যা মুসলিম উম্মাহকে কিতাব ও সুন্নাতের অনুসরণ থেকে বিমুখ করেছে এবং 'মুক্বাল্লাদ' (অনুসৃত) ব্যক্তির মতামতকে পরিহার করে এ দু'টিকে শক্তভাবে আঁকড়ে ধরা থেকে তাদেরকে বঞ্চিত করেছে। কেননা আমি শুনেছি যে, তাক্বলীদপন্থীরা তাক্বলীদকে ওয়াজিব বিষয়ে পরিণত করে ফেলেছে। তারা এটাকে অনুসরণীয় দ্বীন হিসাবে গণ্য করে চতুর্থ শতাব্দী হিজরীর পরে কারো জন্য তাক্বলীদ থেকে বের হওয়া জায়েয নয় বলে মত প্রকাশ করেছে। কেউ তা থেকে বের হ'লে তাকে বিভিন্ন খারাপ উপাধিতে ডাকা হয়, তার বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ করা হয়, নানা মিথ্যা অপবাদ আরোপ করা থেকে ঐ ব্যক্তি রেহাই পান না। যেমন এ বিষয়ে উভয়পক্ষের লিখিত কতিপয় পুস্তক যারা দেখেছেন তারা বিষয়টি ভালভাবেই জানেন।

বর্তমানে অনেক মানুষেরই 'তুলনামূলক ফিক্বহ'(الفقه المقارن) বিষয়টি পড়া নেই। এটি এমন একটি বিষয় যা দক্ষ অনুসন্ধানী ব্যক্তির জন্য কিতাব ও সুন্নাতের অনুসরণ হ'তে মুক্বাল্লিদদের দূরে যাওয়ার পরিধিটা স্পষ্টভাবে তুলে ধরে। বরং নিজেদের মাযহাবের প্রতি অন্যায্য পক্ষপাতের কারণে স্বয়ং ইমামগণের তাক্বলীদ হ'তেও তারা কতদূরে চলে গেছে সে বিষয়টিও তুলে

ধরে। তাদের (তাক্বলীদপন্থী) মাঝে এমন কিছু ডক্টরেট ডিগ্রীধারীও রয়েছেন, যারা এবিষয়টি শিক্ষা দেওয়ার দায়িত্ব পালন করেন। যদি বিষয়টি এমনই হয় তাহ'লে তাদের মধ্যকার যেকোন ব্যক্তির জন্য পূর্বে প্রথম দু'টি অধ্যায়ে যে সমস্ত হাদীছ উল্লেখ করেছি তা স্মরণ করা যথেষ্ট হবে, যা হাযার হাযার হাদীছের মধ্যে খুবই সামান্য। (এগুলি পড়লে) জানতে পারবে যে, তাক্বলীদকে দ্বীন হিসাবে গ্রহণ করা এবং নিষ্পাপ নয় এমন সব লোকের অনুসরণ করার ক্ষেত্রে গোঁড়ামি করার কারণেই মুক্বাল্লিদরা সেসব হাদীছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে।

আল্লামা ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) তাঁর 'ই'লামুল মুওয়াক্কিঈন' গ্রন্থে মুক্বাল্লিদরা যে সকল স্পষ্ট ছহীহ সুন্নাতকে প্রত্যাখ্যান করেছে এমন ৭৩টি উদাহরণ উল্লেখ করেছেন। তিনি সেখানে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন এবং জ্ঞানগর্ভ পর্যালোচনা পেশ করেছেন। শুরুতেই আক্বীদা বিষয়ক যে সকল সুন্নাতকে তারা প্রত্যাখ্যান করেছে তা নিয়ে এসেছেন। যেমন সৃষ্টির ওপর আল্লাহ্র উঁচুত্ব (علو الله تعالى على خلقه) এবং আরশের ওপর তাঁর সমুন্নীত হওয়ার বিষয়টি। এসব বিষয়ে আরো তাকীদ দিয়ে আমি বলব, আল্লামা ফাল্লানীর 'ঈকাযু হিমাম' গ্রন্থে *(পৃঃ ৯৯)* এসেছে যে, মুহাক্কিক ইবনু দাকীকুল ঈদ (রহঃ) বিশাল এক খণ্ডে সে সকল মাসআলা একত্রিত করেছেন যেসব বিষয়ে চার ইমামের নামে সৃষ্ট মাযহাবগুলির প্রত্যেকটি মাযহাব এককভাবে ও সামষ্টিকভাবে ছহীহ হাদীছের বিরোধিতা করেছে। শুরুতেই তিনি উল্লেখ করেছেন, أَن نِسْبَة هَذِه الْمسَائِل إِلَى الْأَئِمَّة الْمُجْتَهدين حرَام وَأَنه يجب على الْفُقَهَاء المقلدين لَهُم مَعْرفَتُهَا لِئَلَّا يَعْزُوهَا إِلَيْهِم فيكذبوا عَلَيْهِم– 'এই মাসআলাগুলিকে মুজতাহিদ ইমামগণের দিকে নিসবত করা হারাম। তাদের তাক্বলীদকারী ফকীহগণের এ বিষয়টি জানা ওয়াজিব। যাতে সেগুলিকে তাদের দিকে নিসবত না করে। নচেৎ তাদের ওপর মিথ্যারোপ করা হবে'।[৯২]

৯২. ঈকাযু হিমাম, পৃঃ ৯৯।

শিক্ষিত ও আধুনিক মুসলিম যুবসমাজের কর্তব্য :

ভ্রাতৃমণ্ডলী! পরিশেষে আমার বক্তব্য হল, আমি একথা বলতে চাইনি যে, আপনাদের সবাইকে মুজতাহিদ ইমাম ও মুহাক্কিক ফকীহ হ'তে হবে। যদিও এটা হ'লে আমার ও আপনাদের সবার জন্যই তা খুশীর কারণ হ'ত। যেহেতু বিশেষত্বের পার্থক্য এবং বিশেষজ্ঞদের পারস্পরিক সহযোগিতার ভিন্নতার কারণে স্বভাবতই তা অসম্ভব। তাই আমি এর মাধ্যমে কেবল দু'টি বিষয় উদ্দেশ্য করেছি,

প্রথমতঃ একটি বিষয়ে তোমরা সাবধান থাকবে যা বর্তমানে অনেক শিক্ষিত মুমিন যুবকের নিকটও অজানা রয়ে গেছে। অন্যদের কথা তো বাদই দিলাম। সেটি হ'ল, যে সময়ে তারা অনেক ইসলামী লেখক যেমন সাইয়েদ কুতুব ও আল্লামা মওদূদী (রহঃ) প্রমুখের বই-পুস্তক ও প্রচেষ্টায় জানতে পেরেছে যে, শরী'আত প্রবর্তনের অধিকার একমাত্র আল্লাহ তা'আলার। এতে অন্য কোন মানুষ বা সংস্থার সামান্যতম কোন অংশীদারিত্ব নেই। যে বিষয়টিকে তারা اَلْحَاكِمِيَّةُ لله تَعَالَى 'শাসন কেবল আল্লাহ তা'আলার' বলে বর্ণনা করেছেন। এই আলোচনার শুরুতেই কিতাব ও সুন্নাত হ'তে পূর্বে উল্লেখিত দলীলগুলির স্পষ্ট বক্তব্য এটাই। আমি ঠিক একই সময়ে বলব, ঐ সমস্ত অনেক যুবকই 'শাসন আল্লাহ তা'আলার' এই মূলনীতি বিরোধী অংশীদারিত্বের বিষয়ে আদৌ সাবধান নয়। (জেনে রাখা দরকার) কোন একজন মুসলিম যে আল্লাহ্র আহকাম সমূহের কোন একটি বিধানেও ভুল করে তাকে আল্লাহ ব্যতীত অনুসরণীয় মানুষ হিসাবে গ্রহণ করা অথবা কোন কাফের কর্তৃক নিজেকে শরী'আত প্রবক্তা হিসাবে দাবী করার মাঝে এবং তার আলেম হওয়া অথবা জাহেল হওয়ার মাঝে কোন পার্থক্য নেই। এসবই উল্লেখিত মূলনীতিকে অস্বীকার করে যার প্রতি যুবকরা ঈমান এনেছে।

আমি আপনাদেরকে এই বিষয়েই সতর্ক করতে এবং উপদেশ দিতে চেয়েছি। وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِيْنَ 'আর উপদেশ দিতে থাক, কারণ উপদেশ মু'মিনদের উপকারে আসে' *(যারিয়াত ৫১/৫৫)*।

আমি শুনেছি তাদের মধ্যে অনেক যুবক সাহসিকতা ও প্রশংসনীয় ইসলামী আবেগ সহকারে বক্তব্য দেন এ বিষয়টা সাব্যস্ত করার জন্য যে, 'হুকুমত একমাত্র আল্লাহ তা'আলার জন্য'। এর মাধ্যমে তারা কুফরী শাসন ব্যবস্থার

মূলে কুঠারাঘাত করে। এটি একটি সুন্দর বিষয়। যদিও এই মুহূর্তে আমরা তা পরিবর্তন করার ক্ষমতা রাখি না।

আবার আমাদের মাঝে অনেকের অন্তরে এমন কিছু রয়েছে যা উল্লেখিত মূলনীতিকে অস্বীকার করে। যা পরিবর্তন করা সহজ। অথচ আমরা মুসলমানদেরকে সে বিষয়ে সতর্ক করি না এবং তাদেরকে উপদেশও দেই না। তা হ'ল তাক্বলীদকে দ্বীনরূপে গ্রহণ করা এবং এর কারণে কিতাব ও সুন্নাতের দলীলগুলিকে প্রত্যাখ্যান করা। আমি যদি ঐ সাহসী বক্তাকেই সতর্ক করে তার পক্ষ থেকে সংঘটিত কোন আয়াত অথবা হাদীছ বিরোধী আমল সম্পর্কে তাকে বলি তাহ'লে সে সে বিষয়ে সতর্ক না হ'য়ে খুব দ্রুত মাযহাবকেই দলীল হিসাবে পেশ করবে। এটা খুবই দুঃখজনক! অথচ সে তার এ আচরণের মাধ্যমে উল্লেখিত মহান মূলনীতিকেই নস্যাৎ করে দেয়। যার দিকে সে নিজেও মানুষকে আহ্বান করেছে। মহান আল্লাহ বলেন, إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ- 'অথচ মুমিনদের কথা তো কেবল এটাই হ'তে পারে যে, যখন তাদেরকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে ডাকা হয় তাদের মধ্যে ফায়ছালা করে দেওয়ার জন্য, তখন তারা বলবে আমরা শুনলাম ও মেনে নিলাম। আর এরাই হ'ল সফলকাম' *(নূর ২৪/৫১)*। তার উচিত ছিল দলীল ও উপদেশ শোনার পর তা দ্রুত মেনে নেয়া। কেননা এটাই ইলম। আর সে তাক্বলীদের আশ্রয় নিবে না। কেননা তা অজ্ঞতা।

দ্বিতীয়তঃ আপনারা আপনাদের অন্তরে একটি আবশ্যক বিষয় প্রতিষ্ঠা করুন, যা কিছুটা হ'লেও প্রত্যেক মুসলিমের পক্ষে সম্ভব। তা ইজতিহাদ ও তাহক্বীক্বের পর্যায়ে নয়, যার যোগ্যতা কেবল বিশেষ শ্রেণীর লোকেরা অর্জন করতে পারে। তা হ'ল কেবল রাসূল (ছাঃ)-এর অনুসরণ করা। আপনাদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ সাধ্যানুযায়ী তা করবেন। আপনারা যেমন ইবাদতের ক্ষেত্রে আল্লাহকে এক মানেন, তেমনি অনুসরণের ক্ষেত্রেও রাসূল (ছাঃ)-কে একমাত্র আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করবেন। আপনাদের প্রভু একজন এবং অনুসরণীয় ব্যক্তিও একজনই। এর মাধ্যমে 'আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই' এবং 'মুহাম্মাদ আল্লাহ্‌র রাসূল' এই সাক্ষ্যকে সত্যিকার অর্থে প্রতিষ্ঠা করতে পারবেন।

সুতরাং প্রিয় ভ্রাতৃমণ্ডলী! আপনারা দৃঢ়ভাবে হৃদয়ে এ কথা লালন করুন যে, আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) থেকে কোন হাদীছ প্রমাণিত হ'লেই তার প্রতি ঈমান আনবেন; চাই তা আক্বীদা বিষয়ে হৌক বা আহকাম। সেটি আপনার মাযহাবী ইমাম বলুক অথবা অন্য কোন ইমাম বলুক। আর মুজতাহিদ নয় এমন লোকদের রায় ও ইজতিহাদী মূলনীতর উপর মোটেই নির্ভর করবেন না। কেননা এটাই আপনাদেরকে রাসূল (ছাঃ)-এর ইত্তেবার পথে অন্তরায় সৃষ্টি করবে। কোন মানুষের তাক্বলীদ করবেন না। তিনি যত বড় ব্যক্তিই হোন না কেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বাণী আপনাদের নিকট পৌঁছানোর পরেও তার ওপরে কোন মানুষের কথাকে প্রাধান্য দিবেন তা কখনো হ'তে পারে না।

জেনে রাখুন! কেবল এর মাধ্যমেই 'জীবনের মানহাজ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' (لاإله إلا الله منهج حياة) 'শাসন একমাত্র আল্লাহ্র' এই মূলনীতিগুলিকে ইলম ও আমলগতভাবে প্রতিষ্ঠা করতে পারবেন। এটা ব্যতীত কুরআনী অনন্য প্রজন্ম তৈরী করা অসম্ভব। যে প্রজন্ম একাই মুসলিম সমাজ ব্যবস্থা ও তার বৈশিষ্ট্যসমূহ সৃষ্টিতে সক্ষম হবে। এর মাধ্যমেই কাঙ্খিত ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। একথার সত্যায়নে একজন বিশিষ্ট ইসলামী দাঈর জ্ঞানগর্ভপূর্ণ কথা উল্লেখ করছি। তিনি বলেন, أَقِيْمُوْا دَوْلَةَ الْإِسْلَامِ فِيْ قُلُوْبِكُمْ تُقَمْ لَكُمْ عَلَى أَرْضِكُمْ 'তোমরা তোমাদের অন্তরে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা কর, তাহ'লে তা যমীনে প্রতিষ্ঠা লাভ করবে'। আশা করি, তা খুব শীঘ্রই ঘটবে।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ-

'হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের আহ্বানে সাড়া দাও। যখন তিনি তোমাদের আহ্বান করেন ঐ বিষয়ের দিকে যা তোমাদের (মৃত অন্তরে) জীবন দান করে। জেনে রেখ, আল্লাহ মানুষ ও তার অন্তরের মাঝে অন্তরায় হয়ে থাকেন (অর্থাৎ তাঁর অনুমতিক্রমেই মানুষ মুমিন ও কাফির হয়ে থাকে)। পরিশেষে তাঁর কাছেই তোমাদের সমবেত করা হবে' *(আনফাল ৮/২৪)*।

*****

'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ' প্রকাশিত বই সমূহ

লেখক : মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব ১. আহলেহাদীছ আন্দোলন কি ও কেন? ৬ষ্ঠ সংস্করণ (২৫/=)। ২. ঐ, ইংরেজী (৪০/=)। ৩. আহলেহাদীছ আন্দোলন: উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ; দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিতসহ (ডক্টরেট থিসিস)। ২৫০/= ৪. ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), ৪র্থ সংস্করণ (১০০/=)। ৫. ঐ, ইংরেজী (২০০/=)। **৬.** নবীদের কাহিনী-১, ২য় সংস্করণ (১৫০/=)। **৭.** নবীদের কাহিনী-২ (১২৫/=)। **৮.** নবীদের কাহিনী-৩ [সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) ৩য় মুদ্রণ] ৫৫০/=। **৯.** তাফসীরুল কুরআন ৩০তম পারা, ৩য় মুদ্রণ (৩৭০/=)। **১০.** ফিরক্বা নাজিয়াহ, ২য় সংস্করণ (২৫/=)। **১১.** ইক্বামতে দ্বীন : পথ ও পদ্ধতি, ২য় সংস্করণ (২০/=)। **১২.** সমাজ বিপ্লবের ধারা, ৩য় সংস্করণ (১৫/=)। **১৩.** তিনটি মতবাদ, ৩য় সংস্করণ (৩০/=)। **১৪.** জিহাদ ও ক্বিতাল, ২য় সংস্করণ (৩৫/=)। **১৫.** হাদীছের প্রামাণিকতা, ২য় সংস্করণ (৩০/=)। **১৬.** ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, ২য় সংস্করণ (২৫/=)। **১৭.** জীবন দর্শন, ২য় সংস্করণ (২৫/=)। **১৮.** দিগদর্শন-১ (৮০/=)। **১৯.** দিগদর্শন-২ (১০০/=)। **২০.** দাওয়াত ও জিহাদ, ৩য় সংস্করণ (১৫/=)। **২১.** আরবী ক্বায়েদা (১ম ভাগ) (৩০/=)। **২২.** ঐ, (২য় ভাগ) (৪০/=)। **২৩.** ঐ, (৩য় ভাগ) তাজবীদ শিক্ষা (৪০/=)। **২৪.** আক্বীদা ইসলামিয়াহ, ৪র্থ প্রকাশ (১০/=)। **২৫.** মীলাদ প্রসঙ্গ, ৫ম সংস্করণ (২০/=)। **২৬.** শবেবরাত, ৪র্থ সংস্করণ (১৫/=)। **২৭.** আশূরায়ে মুহাররম ও আমাদের করণীয়, ২য় প্রকাশ (২০/=)। **২৮.** উদাত্ত আহ্বান (১০/=)। **২৯.** নৈতিক ভিত্তি ও প্রস্তাবনা, ২য় সংস্করণ (১০/=)। **৩০.** মাসায়েলে কুরবানী ও আক্বীক্বা, ৬ষ্ঠ সংস্করণ (৩৫/=)। **৩১.** তালাক ও তাহলীল, ৩য় সংস্করণ (৩০/=)। **৩২.** হজ্জ ও ওমরাহ (৩০/=)। **৩৩.** ইনসানে কামেল, ২য় সংস্করণ (২০/=)। **৩৪.** ছবি ও মূর্তি, ২য় সংস্করণ (৩০/=)। **৩৫.** হিংসা ও অহংকার (৩৫/=)। **৩৬.** বিদ'আত হ'তে সাবধান, অনু: (আরবী) -শায়খ বিন বায (২০/=)। **৩৭.** নয়টি প্রশ্নের উত্তর, অনু: (আরবী)-শায়খ আলবানী (১৫/=)। **৩৮.** সালাফী দাওয়াতের মূলনীতি অনু: (আরবী)-আব্দুর রহমান বিন আব্দুল খালেক (৩৫/=)। **৩৯.** জঙ্গীবাদ প্রতিরোধে কিছু পরামর্শ এবং চরমপন্থীদের বিশ্বাসগত বিভ্রান্তির জবাব (১৫/=)। **৪০.** 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' কি চায়, কেন চায় ও কিভাবে চায়?, ২য় প্রকাশ (১৫/=)। **৪১.** মাল ও মর্যাদার লোভ (১৫/=)। **৪২.** মানবিক মূল্যবোধ, ২য় সংস্করণ (৩০/=)। **৪৩.** কুরআন অনুধাবন (২৫/=)। **৪৪.** বায়'এ মুআজ্জাল (২০/=)। **৪৫.** মৃত্যুকে স্মরণ (৩৫/=)। **৪৬.** সমাজ পরিবর্তনের স্থায়ী কর্মসূচী (৩০/=)। **৪৭.** আরব বিশ্বে ইস্রাঈলের আগ্রাসী নীল নকশা, অনু: (ইংরেজী) -মাহমূদ শীছ খাত্ত্বাব (৪০/=)। **৪৮.** অছিয়ত নামা, অনু: (ফার্সী) -শাহ অলিউল্লাহ দেহলভী (রহঃ) (২৫/=)। **৪৯.** ইসলামী খেলাফত ও নেতৃত্ব নির্বাচন, ২য় সংস্করণ (৪৫/=)। **৫০.** তাফসীরুল কুরআন ২৬-২৮ পারা (৩৫০/=)। **৫১.** তাফসীরুল কুরআন ২৯তম পারা (২৫০/=)। **৫২.** এক্সিডেন্ট (২০/=)। **৫৩.** বিবর্তনবাদ (২৫/=)। **৫৪.** ছিয়াম ও ক্বিয়াম (৬৫/=)।

লেখক : মাওলানা আহমাদ আলী ১. আক্বীদায়ে মোহাম্মাদী বা মাযহাবে আহলেহাদীছ, ৬ষ্ঠ প্রকাশ (১০/=)। **২.** কোরআন ও কলেমাখানী সমস্যা সমাধান, ২য় প্রকাশ (৩০/=)।

লেখক : শেখ আখতার হোসেন ১. সাহিত্যিক মাওলানা আহমাদ আলী, ২য় সংস্করণ (১৮/=)।

লেখক : শাহ মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান ১. সূদ (২৫/=)। **২.** ঐ, ইংরেজী (৪০/=)।

লেখক : আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী ১. একটি পত্রের জওয়াব, ৩য় প্রকাশ (১২/=)।

লেখক : মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম ১. ছহীহ কিতাবুদ দো'আ, ৩য় সংস্করণ (৪৫/=)। **২.** সাড়ে ১৬ মাসের কারাস্মৃতি (৪০/=)।

লেখক : ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম ১. ধৈর্য : গুরুত্ব ও তাৎপর্য (৩০/=)। **২.** মধ্যপন্থা : গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা (৩০/=)। **৩.** ধর্মে বাড়াবাড়ি, অনু: (উর্দূ) -আব্দুল গাফফার হাসান

Contents

(১৮/=)। **৪.** ইসলামী পরিবার গঠনের উপায় (৪০/=)। **৫.** মুমিন কিভাবে দিন-রাত অতিবাহিত করবে (৩৫/=)। **৬.** ইসলামে প্রতিবেশীর অধিকার (২৫/=)। **৭.** আত্মীয়তার সম্পর্ক (২০/=)।

লেখক : শামসুল আলম ১. শিশুর বাংলা শিক্ষা (৪০/=)। ২. শিশুর ইংরেজী (৩০/=)। ৩ শিশুর গণিত (৩০/=)।

অনুবাদক : আব্দুল মালেক ১. ইসলামী আন্দোলনে বিজয়ের স্বরূপ, অনু: (আরবী) -ড. নাছের বিন সোউলায়মান (৩০/=)। **২.** যে সকল হারাম থেকে বেঁচে থাকা উচিত, অনু: (আরবী) -মুহাম্মাদ ছালেহ আল-মুনাজ্জিদ (৩৫/=)। **৩.** নেতৃত্বের মোহ, অনু: -ঐ (২৫/=)। **৪.** মুনাফিকী, অনু: - ঐ (২৫/=)। **৫.** প্রবৃত্তির অনুসরণ, অনু: -ঐ (২৫/=)। **৬.** আল্লাহ্র উপর ভরসা, অনু: - ঐ (৩০/=)। **৭.** ভুল সংশোধনে নববী পদ্ধতি, অনু: - ঐ (৫৫/=)। **৮.** ইখলাছ, অনু: -ঐ (২০/=)। **৯.** চার ইমামের আক্বীদা, অনু: (আরবী) -ড. মুহাম্মাদ বিন আব্দুর রহমান আল-খুমাইয়িস (২৫/=)। **১০.** শরী'আতের আলোকে জামা'আতবদ্ধ প্রচেষ্টা, অনু: (আরবী) - আব্দুর রহমান বিন আব্দুল খালেক (২৫/=)। **১১.** আত্মসমালোচনা (৩০=)। ১২. তাছফিয়াহ ও তারবিয়াহ অনু: (আরবী) -মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী (২০/=)।

লেখক : নূরুল ইসলাম ১. ইহসান ইলাহী যহীর (৩০/=)। ২. শারঈ ইমারত, অনু: (উর্দূ) ২৫/=। ৩. এক নযরে আহলেহাদীছদের আক্বীদা ও আমল, অনু: (উর্দূ) -যুবায়ের আলী যাঈ (২৫/=)। ৪. ইসলামের দৃষ্টিতে মুনাফাখোরী, মজুদদারী ও পণ্যে ভেজাল (৫০/=)।

লেখক : রফীক আহমাদ ১. অসীম সত্তার আহ্বান (৮০/=)। **২.** আল্লাহ ক্ষমাশীল (৩০/=)।

লেখিকা : শরীফা খাতুন ১. বর্ষবরণ (১৫/=)।

অনুবাদক : আহমাদুল্লাহ ১. আহলেহাদীছ একটি বৈশিষ্ট্যগত নাম, অনু: (উর্দূ) -যুবায়ের আলী যাঈ (৫০/=)। **২.** যুবকদের কিছু সমস্যা, অনু: (আরবী) -মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছায়মীন (২০/=)। **৩.** ইসলামে তাক্বলীদের বিধান, অনু: (উর্দূ) -যুবায়ের আলী যাঈ (৩০/=)।

অনুবাদক : মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম ১. বিদ'আত ও তার অনিষ্টকারিতা, অনু: (আরবী) -মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছায়মীন (২০/=)। **২.** জামা'আতবদ্ধ জীবন যাপনের অপরিহার্যতা, অনু: ড. হাফেয বিন মুহাম্মাদ আল-হাকামী (৩০/=)।

অনুবাদক : তানযীলুর রহমান ১. আহলেহাদীছদের বিরুদ্ধে কতিপয় মিথ্যা অপবাদ পর্যালোচনা, অনু: (উর্দূ) -মাওলানা আবু যায়েদ যমীর (৩০/=)।

অনুবাদক : মীযানুর রহমান ১. হাদীছ শরী'আতের স্বতন্ত্র দলীল অনু : (আরবী) -মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী (৪৫/=)। **আল-হেরা শিল্পীগোষ্ঠী ১.** জাগরণী (২৫/=)।

গবেষণা বিভাগ হা.ফা.বা. ১. হাদীছের গল্প (৩০/=)। **২.** গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান (৬৫/=)। **৩.** জীবনের সফরসূচী (দেওয়ালপত্র) ৫০/=। **৪.** ছালাতের পর পঠিতব্য দো'আ সমূহ (দেওয়ালপত্র) ৫০/=। **৫.** দৈনন্দিন পঠিতব্য দো'আ সমূহ (দেওয়ালপত্র) ৫০/=। **৬.** ফৎওয়া সংকলন, মাসিক আত-তাহরীক (১৯তম বর্ষ) ৮০/=। **৭.** ঐ, ১৮তম বর্ষ ৮০/=। **৮.** দ্বীনিয়াত শিক্ষা (প্রথম ভাগ) (৩০/=)। **৯.** দ্বীনিয়াত শিক্ষা (দ্বিতীয় ভাগ) (৪৫/=)। **১০.** দ্বীনিয়াত শিক্ষা (তৃতীয় ভাগ) (৪৫/=)। **১১.** সাধারণ জ্ঞান (প্রথম ভাগ) (৩০/=)। **১২.** সাধারণ জ্ঞান (দ্বিতীয় ভাগ) (৩০/=)। **১৩.** সাধারণ জ্ঞান (তৃতীয় ভাগ) (৪০/=)।

১৪. সাধারণ জ্ঞান (চতুর্থ ভাগ) (৪০/=)। **১৫.** ছালাতের মধ্যে পঠিতব্য দো'আ সমূহ (দেওয়ালপত্র) ৫০/=। এতদ্ব্যতীত প্রচারপত্র সমূহ এযাবৎ ২১টি।